রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ

অর্থাৎ যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু নিষেধ করি তখন তোমরা অবশ্যই তা বর্জন করবে। (মুসলিম, হাদীস ১৩৩৭)

الْمَنْهِيَّاتُ

فِيْ ضَوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড

সংকলনে:

মোস্তাফিজুর রহ্মান বিন্ আব্দুল আজিজ

সম্পাদনায়:

শাইখ আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়:

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية، حفر الباطن

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

একটি অভিমত

সমাজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন এবং সমাজ-জমির বুক থেকে যাঁরা আগাছা তুলে ফেলার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে লেখক মুস্তাফিযুর রহমান মাদানী সাহেব একজন। হক জেনে ও মেনে নিয়ে তার প্রচার করার গুরুদায়িত্ব এবং তার পথে তাঁর অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সমাজ-সংস্কারের সহায়করূপে কাজে দেবে তাঁর এ পুস্তিকাটিও। সমাজে এত পাপ ও পাপীর দাপট যে, অনেকের সাপ থেকে বাঁচা সম্ভব, কিন্তু পাপ থেকে বাঁচা সহজ নয়। বিশ্বায়নের যুগে দ্বীন-বিমুখ সমাজ বহুবিধ পাপের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তা দেখে-শুনে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের যে কর্তব্য হওয়া উচিৎ, তার কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ এই পুস্তিকার প্রণয়ন।

মহান আল্লাহ্'র কাছে আকুল মিনতি, তিনি যেন আমাদেরকে ও লেখককে কলমের জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন। দেশে-বিদেশে ইসলামী সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিবেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে পুস্তক রচনার কাজ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন এবং পাঠক-পাঠিকাকে পুস্তিকার নির্দেশানুযায়ী আমল করার প্রেরণা ও মুসলিম ঘর ও সমাজ গড়ার চেতনা দান করুন। আমীন।

বিনীত-

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

৩০/১১/১১

আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিম্নরূপঃ

১. বড় শির্ক　২. ছোট শির্ক　৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (১)
৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (২)　৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (৩)
৬. ব্যভিচার ও সমকাম　৭. মদপান ও ধূমপান
৮. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা　৯. নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড
১০. গুনাহ্'র অপকারিতা　১১. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
১২. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা　১৩. সাদাকা-খায়রাত
১৪. নবী ﷺ যেভাবে পবিত্রতার্জন করতেন
১৫. জামাতে নামায পড়া
১৬. ধর্ম পালনে একজন মোসলমানের জন্য যা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয়
১৭. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান
১৮. সকাল-সন্ধ্যা ও প্রত্যেক নামায শেষে যা বলতে হয়
১৯. গুনাহ্'র চিকিৎসা

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

আহ্বানে
দা'ওয়াহ্ অফিস
কে. কে. এম. সি. হাফ্র আল-বাতিন

অবতরণিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্য যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন অতিবাহনের পথ বাতলিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের প্রতিও রইল অসংখ্য সালাম।

মানব সমাজে ধর্মীয় জ্ঞানশূন্যতার দরুন অনেক ধরনের হঠকারিতাই বিরাজমান। তম্মধ্যে লঘু পাপকে গুরু মনে করা এবং গুরু পাপকে লঘু মনে করা অন্যতম। অনেক তো এমনো রয়েছেন যে, যে কাজ পাপের নয় সে কাজকেও মহাপাপ বলে গণ্য করেন। অন্য দিকে মহাপাপকে কিচ্ছুই জ্ঞান করেন না। ঠিক এরই বিপরীতে কেউ কেউ সামান্য সাওয়াবের ব্যাপারকে ফরযের চাইতেও বেশি মূল্য দিয়ে থাকেন ; অথচ অন্য দিকে তিনি ফরযেরই কোন ধার ধারেন না। যদ্দরুন শরীয়তের দৃষ্টিকোণে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সাওয়াবের কাজ এমনো থেকে যাচ্ছে যে, আজো পর্যন্ত যা কোন না কোন মুসলিম সমাজে কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। অনেক তো এমনো রয়েছেন যে, কোন কোন গুনাহ্'র কাজকে তিনি মহা সাওয়াবের কাজ মনে করছেন এবং সেগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে কসরত চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ দয়াপরবশ হয়ে সেগুলোর সঠিক রূপ ধরিয়ে দিতে চাইলে সে উক্ত সমাজের শয়তান প্রকৃতির মানুষ কর্তৃক ইসলামের শত্রু, গাদ্দার, বেঈমান, কাফির, মুনাফিক, মতলববাজ, বেয়াদব, বুযুর্গদের খাঁটি দুশমন ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত হন। সুতরাং সঠিক বিবেচনার জন্য গুনাহ্'র পর্যায় ও স্তরগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করা আমাদের জন্য একেবারেই অত্যাবশ্যক এবং উক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পৃক্ত যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমত উহার বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ 'আল্লামা নাসিরুদ্দীন আল্বানী সাহেবের হাদীস

শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছিনে। ইহপরকালে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে তার আকাঙ্ক্ষাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ আশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

সর্বশেষে জনাব আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন, তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এবং পরিশেষে তাঁকে জান্নাত দিয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

লেখক

মুখবন্ধঃ

إِنَّ الْحَمْدُ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُــوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা’আলার জন্য। আমরা সবাই তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁরই নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও খারাপ আমল থেকে। যাকে আল্লাহ্ তা’আলা হিদায়াত দিবেন তাকে পথভ্রষ্ট করার আর কেউ নেই এবং যাকে আল্লাহ্ তা’আলা পথভ্রষ্ট করবেন তাকে হিদায়াত দেয়ারও আর কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা’আলা ছাড়া সত্য কোন মা’বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা’আলার বান্দাহ্ ও একমাত্র তাঁরই প্রেরিত রাসূল।

ইতিপূর্বে আমি সর্বসাধারণের জন্য গুনাহ্’র পর্যায় ও স্তরগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করার সুবিধার্থে শির্কের উপর দু’টি এবং হারাম ও কবীরা গুনাহ্’র উপর তিনটি পুস্তিকা রচনা করেছি। যা ইতিপূর্বে ছাপানোও হয়েছে। কুফরির উপরও আরেকটি সবিস্তারিত পুস্তিকা রচনার পরিকল্পনা হাতে রয়েছে।

এরপরও এমন কিছু নিষিদ্ধ কাজ রয়ে গেছে যা কুর’আন ও হাদীসে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে ঠিকই ; অথচ তা হারাম ও কবীরা গুনাহ্ হওয়ার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট নয়। তবে তা হারামও হতে পারে কিংবা মাকরূহ্ বা অপছন্দনীয়ও। এতদ্সত্ত্বেও একজন মু’মিনের কর্তব্য হবে এই যে, সে আল্লাহ্ তা’আলার আযাবের ভয়ে এমন সকল কর্মকাণ্ডও পরিহার করবে যা আল্লাহ্ তা’আলা ও তদীয় রাসূল নিষিদ্ধ করেছেন। চাই তা হারাম হোক অথবা মাকরূহ্। সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم এর আমলও এমনটিই ছিলো। তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র মুখে যে কোন নিষিদ্ধ কাজের কথা শুনলেই তা পরিহার করতেন। তাঁরা কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দ্বিতীয়বার এ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতেন না যে, উক্ত নিষিদ্ধ কাজটি হারাম না কি মাকরূহ্। উপরন্তু কোন মানুষ মাকরূহ্ কাজগুলো করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তা ধীরে ধীরে

তাকে হারাম কাজ করতেই উৎসাহী করে তুলবে। শুধু একটি হারাম কাজ নয় বরং অনেকগুলো হারাম কাজ করাই তখন আর তার গায়ে বাধবে না। এ ছাড়াও মাকরূহ্ কাজ থেকে বেঁচে থাকা সাওয়াব অর্জনের এক বিশেষ মাধ্যম।

নিম্নে উক্ত নিষিদ্ধ কর্মগুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

কুর’আন ও হাদীসে বর্ণিত নিষিদ্ধ কর্ম সমূহ:

১. আহ্লে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিস্টানদের সাথে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করা:

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

﴿ وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ﴾

অর্থাৎ তোমরা অমূলকভাবে আহ্লে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না। বরং তাদের সাথে বিতর্কের সময় সর্বোত্তম পন্থাই অবলম্বন করবে। তবে এ ব্যাপারে তাদের যালিমদের কথা একেবারেই ভিন্ন। তোমরা শুধু বলবেঃ আমরা মূলত তোমাদের প্রতি ও আমাদের প্রতি অবতীর্ণ সকল প্রত্যাদেশেই বিশ্বাসী। আমাদের মা’বূদ ও তোমাদের মা’বূদ একই। আর আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী। (’আন্কাবূত : ৪৬)

২. পানপাত্রে নিশ্বাস ত্যাগ এবং ডান হাত দিয়ে পবিত্রতার্জন ও লিঙ্গ স্পর্শ করা:

আবু ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِيْ الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَـــلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِه، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِه

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন পানি পান করার সময় পানপাত্রে নিশ্বাস ত্যাগ না করে। বাথরুমে প্রবেশ করলে যেন ডান হাত দিয়ে নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে। এমনকি ডান হাত দিয়ে যেন ঢিলা-কুলুপও না করে। (বুখারী, হাদীস ১৫৩ মুসলিম, হাদীস ২৬৭)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِيْنِه

অর্থাৎ এমনকি ডান হাত দিয়ে যেন ইস্তিঞ্জাও না করে। (বুখারি, হাদীস ১৫৩, ১৫৪ মুসলিম, হাদীস ২৬৭)

৩. নামাযের ভেতর বাম হাতের উপর ভর দিয়ে বসা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُــلُ فِيْ الصَّلاَةِ وَهُــوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، وَقَالَ: إِنَّهَا صَلاَةُ الْيَهُوْدِ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন নামাযের ভেতর বাম হাতের উপর ভর দিয়ে বসতে এবং তিনি বলেন: এ জাতীয় নামায ইহুদিদেরই নামায। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৬৮২২)

৪. পেয়ালার ভগ্নস্থল দিয়ে পানি পান করা ও পানিতে ফুঁ দেয়া:

আবু সা'ঈদ্ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِيْ الشَّرَابِ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন পেয়ালার ভগ্নস্থল দিয়ে পানি পান করতে এবং পানিতে ফুঁ দিতে। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৭২২)

৫. কলসির মুখ দিয়ে পানি পান করা:

আবু সা'ঈদ্ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন কলসি কাত করে উহার মুখ দিয়ে পানি পান করতে। (মুসলিম, হাদীস ২০২৩ আবু দাউদ, হাদীস ৩৭১৯, ৩৭২০)

৬. 'ইশার আগে ঘুম ও 'ইশার পর গল্প-গুজব করা:

ইব্‌নু 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَعَنِ الْحَدِيْثِ بَعْدَهَا

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন 'ইশার আগে ঘুম যেতে এবং 'ইশার পর গল্প-গুজব করতে। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৬৯১৫)

তবে নিতান্ত প্রয়োজনে অথবা সাওয়াবের কাজে ব্যস্ত থাকলে তাতে কোন অসুবিধে নেই।

ইব্‌নু মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ سَمَرَ إِلاَّ لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ

অর্থাৎ 'ইশার পর কোন গল্প-গুজব চলবে না। তবে কেউ ইচ্ছে করলে তখন নামায পড়তে পারবে অথবা সফর করতে পারবে। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৭৪৯৯)

৭. কারোর বায়ু নির্গমনের আওয়াজে হেঁসে উঠা:

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّحِكِ مِنَ الضَّرْطَةِ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কারোর বায়ু নির্গমনের আওয়াজে হাঁসতে নিষেধ করেছেন। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৬৮৯৬)

৮. খাওয়ার শেষে আঙুলগুলো না চেটে হাত খানা ধুয়ে বা মুছে ফেলা:

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ فِيْ أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ

অর্থাৎ তোমাদের কারোর হাত থেকে খাবারের লোকমা পড়ে গেলে সে যেন তা উঠিয়ে নেয়। অতঃপর তাতে কোন ধরনের ময়লা লেগে থাকলে সে যেন তা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য সে যেন তা ফেলে না রাখে। তেমনিভাবে তোমাদের কেউ যেন তার হাত খানা না চেটে টিসু বা রুমাল দিয়ে মুছে না ফেলে। কারণ, সে তো জানে না খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে। (মুসলিম, হাদীস ২০৩৩)

৯. সূর্যাস্তের পর থেকে ফজর পর্যন্ত রাত্রি বেলায় কোন কিছু না খেয়ে পরস্পর একাধিক রোযা রাখা:

আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تُوَاصِلُوْا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ، قَالُوْا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّيْ أَبِيْتُ لِيْ مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِيْ وَسَاقٍ يَسْقِيْنِ

অর্থাৎ তোমরা রাত্রি বেলায় কিছু না খেয়ে পরস্পর একাধিক রোযা রেখো

না। এরপরও তোমাদের কেউ এমন করতে চাইলে সে যেন তা সেহ্‌রী পর্যন্ত পালন করে। সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি তো এমনটি করছেন? তখন তিনি বললেন: আরে আমি তো আর তোমাদের মতো নই। বরং আমাকে তো রাত্রি বেলায় খাবার সরবরাহ্‌কারী আল্লাহ্ তা'আলা খাইয়ে দেন এবং পানীয় পরিবেশনকারী আল্লাহ্ তা'আলা পান করান। (বুখারী, হাদীস ১৯৬৩, ১৯৬৭)

নিষেধের পরও সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم এমনটি করলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছে পোষণ করেন।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা রাত্রি বেলায় কিছু না খেয়ে পরস্পর একাধিক রোযা রাখতে নিষেধ করেন। তখন জনৈক মুসলমান বলে উঠলো: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি তো এমনটি করছেন? তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

وَأَيُّكُمْ مِثْلِيْ ؟ إِنِّيْ أَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِ

অর্থাৎ আরে তোমাদের কেই বা আর আমার মতো? বরং আমাকে তো আমার প্রভুই রাত্রি বেলায় খাওয়ান ও পান করান।

সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم যখন এ কাজে নিবৃত্ত হলেন না তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরস্পর দু' দিন রাত্রি বেলায় কিছু না খেয়ে রোযা রাখলেন। এরই মধ্যে তাঁরা নতুন চাঁদ দেখতে পেলো। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ

অর্থাৎ চাঁদটি উঠতে দেরি করলে আমি অবশ্যই আরো রোযা বাড়িয়ে দিতাম। আর তা হতো তাঁদের জন্য শাস্তি স্বরূপ। (বুখারী, হাদীস ১৯৬৫ মুসলিম, হাদীস ১১০৩)

১০. ঘুম থেকে জেগেই প্রথমে উভয় হাত তিন বার না ধুয়ে তা কোন পানি ভর্তি পাত্রে প্রবেশ করানো:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন ঘুম থেকে জেগেই তার হাত খানা তিনবার না ধুয়ে

কোন পানি ভর্তি পাত্রে প্রবেশ না করায়। কারণ, সে তো আর জানে না রাত্রি বেলায় তার হাত খানা কোথায় ছিলো। (বুখারী, হাদীস ১৬২ মুসলিম, হাদীস ২৭৮)

১১. তীর নিক্ষেপ, উট কিংবা ঘোড় দৌড় অথবা ইসলামের যে কোন ফায়দায় আসে এমন কোন প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য যে কোন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِيْ خُفٍّ أَوْ فِيْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

অর্থাৎ তীর নিক্ষেপ, উট বা ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন প্রতিযোগিতা ইসলামে নেই। (আবু দাউদ, হাদীস ২৫৭৪)

উক্ত প্রতিযোগিতাগুলো একদা জিহাদের কাজে লাগতো। তাই ইসলাম এগুলোর প্রতি উৎসাহ জুগিয়েছে এবং এগুলোর ব্যাপারে পুরস্কার বা বিনিময় বিতরণও জায়িয করেছে। অতএব এখনো যে সকল প্রতিযোগিতা জিহাদ ও ইসলাম প্রচারের কাজে আসে সে সকল প্রতিযোগিতা জায়িয এবং সেগুলোর ব্যাপারে পুরস্কার বা বিনিময় বিতরণ করাও জায়িয। এ ছাড়া অন্য সকল প্রতিযোগিতা হারাম ও জুয়া সমতুল্য।

১২. কোমরে হাত রেখে নামায পড়া:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন কোমরে হাত রেখে নামায পড়তে। (মুসলিম, হাদীস ৫৪৫)

১৩. শুধু জুমু'আর দিনেই রোযা রাখা এবং শুধু জুমু'আর রাত্রিতেই নফল নামায পড়া:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيْ، وَلاَ تَخْتَصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ

অর্থাৎ তোমরা বিশেষভাবে জুমু'আর রাত্রিতেই নফল নামায পড়ো না এবং বিশেষভাবে জুমু'আর দিনেই রোযা রাখো না। তবে কারোর ধারাবাহিক রোযার মাঝে জুমু'আর দিন পড়লে তাতে কোন অসুবিধে নেই। (মুসলিম, হাদীস ১১৪৪)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ أَنْ يَصُوْمَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُوْمَ بَعْدَهُ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ শুধু জুমু'আর দিন রোযা রাখো না। তবে কেউ এর পূর্বের দিন অথবা পরের দিনও রোযা রাখলে তাতে কোন অসুবিধে নেই।

১৪. কিব্লামুখী হয়ে, ডান হাতে, তিনটি ঢিলার কমে অথবা পশুর মল কিংবা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করাঃ

সাল্মান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা মুশ্রিকরা আমাকে বললোঃ আরে এ কি ? তোমাদের নবী তো তোমাদেরকে সব কিছুই শিক্ষা দেয়। এমনকি মল-মূত্র ত্যাগ করাও। তখন তিনি বললেন: হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে মল-মূত্র ত্যাগ করাও শিক্ষা দিয়েছেন। আর এতে আশ্চর্যের কি রয়েছে? অতঃপর তিনি বলেন:

لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে কিব্লামুখী হয়ে মল-মূত্র ত্যাগ, ডান হাতে ইস্তিঞ্জা, তিনটি ঢিলার কমে ইস্তিঞ্জা কিংবা পশুর মল অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, হাদীস ২৬২ তিরমিযী, হাদীস ১৬)

মুশ্রিকদের সাথে সাল্মান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উক্ত আচরণ এটাই প্রমাণ করে যে, কাফির বা মুনাফিকদের কোন তিরস্কার মূলক প্রশ্নের মুখে পড়ে কোন মুসলমান যেন নিজের অহেতুক সম্মান উদ্ধারের মানসে শরীয়তের কোন বিধানকে অস্বীকার না করে অথবা উহার কোন অপব্যাখ্যা না দেয়। বরং তখন শরীয়তের বিধানটির সগর্ব স্বীকারোক্তিই হবে এক জন মুসলমানের জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক।

হাড় হচ্ছে জিনদের খাদ্য এবং মানবপালিত পশুর মল হচ্ছে জিনদের পশুর খাদ্য।

আব্দুল্লাহ বিন মাস্উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জিনরা যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাদের খাদ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন তিনি বলেন:

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِيْ أَيْدِيْكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُوْنُ لَحْماً، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ

অর্থাৎ বিসআল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারিত হয়েছে এমন প্রতিটি হাড় তোমাদের খাদ্য। তা তোমরা গোস্তে পরিপূর্ণ পাবে। তেমনিভাবে উটের প্রতিটি মলখন্ড তোমাদের পশুর খাদ্য। অতঃপর রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

فَلاَ تَسْتَنْجُوْا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ

অর্থাৎ অতএব তোমরা এ দু'টি বস্তু দিয়ে ইস্তিঞ্জা করবে না। কারণ, ওগুলো তোমাদেরই ভাই জ্বিনদের খাদ্য। (বুখারী, হাদীস ৩৮৬০ মুসলিম, হাদীস ৪৫০)

১৫. কোন মুহ্‌রিমা (যে মহিলা মিক্বাত থেকে হজ্জ বা 'উমরাহ্'র নিয়্যাত করেছে) মহিলা নিকাব কিংবা হাত মোজা পরা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

অর্থাৎ কোন মুহ্‌রিমা মহিলা যেন নিকাব ও হাত মোজা না পরে। (বুখারী, হাদীস ১৮৩৮)

তবে কোন বেগানা পুরুষের সামনে মুহ্‌রিমা মহিলা অবশ্যই চেহারা ঢাকবে। যদিও সে ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকুক না কেন।

১৬. খাদ্য এবং পানীয়তে ফুঁ দেয়া:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّفْخِ فِيْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন খাদ্য এবং পানীয়তে ফুঁ দিতে। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৬৯১৩)

১৭. জীবিত ছাগলকে গোস্তের বিনিময়ে বিক্রি করা:

সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন জীবিত ছাগলকে গোস্তের বিনিময়ে বিক্রি করতে। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৬৯৩৩)

১৮. ঘোড়া, উট কিংবা গরু ও ছাগলকে খাসি করানো:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন ঘোড়া ও গৃহপালিত চতুষ্পাদ জন্তু তথা উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি খাসি করতে। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৬৯৫৬)

মূলতঃ উক্ত নিষেধাজ্ঞা খাসির মাধ্যমে কোন পশুর বংশ বিস্তার রোধের মানসিকতার কারণেই এসেছে। তবে কোন পশুকে তরতাজা কিংবা তার গোস্তকে সুস্বাদু করার জন্য খাসি করা হলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

'আয়িশা ও আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاَغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ যখন কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন তিনি শিঙ বিশিষ্ট বড় সাইজের দু'টি সুদর্শন ভেড়া খাসি খরিদ করতেন। যার একটি যবাই করতেন তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে যারা আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে তাওহীদের বাণী পৌঁছে দেয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে। আর অন্যটি যবাই করতেন তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩১৮০)

তবে খাসি করার সময় অত্যন্ত সহজ পন্থাই অবলম্বন করবে। যাতে পশুর বেশি কষ্ট না হয়।

১৯. ঈদের নামাযের আগেই কুরবানী করা:

বারা' বিন্ 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ নামাযের পূর্বে যেন যবাই না করে। (তিরমিযী, হাদীস ১৫০৮)

২০. কুরবানীর পূর্বে কুরবানী দাতা তার নখ ও চুল কাটা:

উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ رَأَى هِلاَلَ ذِيْ الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ؛ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যিল্হিজ্জার চাঁদ দেখেছে এবং তার কুরবানী করারও ইচ্ছা রয়েছে তা হলে সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে। (তিরমিযী, হাদীস ১৫২৩)

২১. কোন মুসলিম ভাইকে যে কোনভাবে আতঙ্কিত করা:

আব্দুর রহ্মান বিন্ আবু লাইলা (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সাহাবাগণ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তাঁরা নবী ﷺ এর সাথে সফরে ছিলেন। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লে জনৈক সাহাবী তার সাথে থাকা একটি রশি টান দিলে সে ভয় পেয়ে যায়। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

অর্থাৎ কোন মুসলমানের জন্য হালাল হবে না তার অন্য কোন মুসলমান ভাইকে যে কোনভাবে আতঙ্কিত করা। (আবু দাউদ, হাদীস ৫০০৪)

২২. কোন মুসলমানের মনোসন্তুষ্টি ছাড়া যে কোনভাবে তার সম্পদ খাওয়া:

'হানিফাহ্ রাক্বাশী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفسٍ مِنْهُ

অর্থাৎ কোন মুসলমানের মনো সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ অন্যের জন্য কোনভাবেই হালাল হবে না। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৭৬৬২)

আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَأَلْقَيَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطَى مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسِهِ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করতে চাই যে, অথচ আমাকে ইতিপূর্বে কারোর সম্পদের কিয়দংশ তার মনোসন্তুষ্টি ছাড়া দেয়া হয়নি। বেচা-বিক্রি তো নিশ্চয়ই উভয় পক্ষের সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই হতে হবে। (ইরওয়াউল-গালীল, হাদীস ১২৮৩)

২৩. মানুষকে দেখানো কিংবা গর্বের বশবর্তী হয়ে মেহমানদারি নিয়ে প্রতিযোগিতাকারী কারোর দা'ওয়াত গ্রহণ করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

الْمُتَبَارِيَانِ لاَ يُجَابَانِ، وَلاَ يُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا

অর্থাৎ মানুষকে দেখানো কিংবা গর্বের বশবর্তী হয়ে মেহমানদারি নিয়ে

প্রতিযোগিতাকারীদ্বয়ের দা’ওয়াত গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি তাদের খানাও খাওয়া যাবে না। (স্বা’হীহুল-জা’মি’, হাদীস ৬৬৭১)

২৪. নামায কিংবা রুকু’ পাওয়ার জন্য দ্রুত পদে মসজিদে আগমন করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا أُقِيْمَت الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا

অর্থাৎ যখন নামাযের ইকামত দেয়া হয় তখন তোমরা দ্রুত গতিতে মসজিদে আসবে না। বরং ধীর পদে তোমরা নামাযে আসবে এবং শান্ত চিত্তে মসজিদে উপস্থিত হবে। অতঃপর তোমরা ইমামের সাথে যতটুকু নামায পাবে তা পড়বে। আর যতটুকু ছুটে গিয়েছে তা আদায় করে নিবে। (বুখারী, হাদীস ৯০৮ মুসলিম, হাদীস ৬০২)

২৫. মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় অথবা হারানো বস্তুর ঘোষণা দেয়া:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِيْ الْمَسْجِد ؛ فَقُوْلُوْا: لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ!، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْه ضَالَّةً ؛ فَقُوْلُوْا: لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ!

অর্থাৎ তোমরা কাউকে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলে বলবেঃ আল্লাহ্ তা’আলা তার ব্যবসায় লাভ না দিক! তেমনিভাবে তোমরা মসজিদে কাউকে হারানো কোন বস্তু খুঁজতে দেখলে তথা এ সংক্রান্ত কোন ঘোষণা দিতে দেখলে বলবেঃ আল্লাহ্ তা’আলা তার হারানো বস্তুটি ফিরিয়ে না দিক! (তিরমিযী, হাদীস ১৩২১)

২৬. কাউকে প্রস্রাব কিংবা পায়খানারত অবস্থায় সালাম দেয়া:

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে প্রস্রাবরত অবস্থায় সালাম দিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ডেকে বললেন:

إِذَا رَأَيْتَنِيْ عَلَى مِثْلِ هَذِه الْحَالَةِ فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ

অর্থাৎ যখন তুমি আমাকে এমতাবস্থায় দেখবে তখন আমাকে সালাম করো না। কারণ, তুমি আমাকে এমতাবস্থায় সালাম করলে আমি তোমার সালামের উত্তর দেবো না। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৫৮)

২৭. কারোর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলে তার অনুমতি ছাড়া প্রস্থান করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَجَلَسَ عِنْدَهُ، فَلاَ يَقُوْمَنَّ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ তার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে সেখানে কিছুক্ষণ বসে তখন সে যেন তার অনুমতি ছাড়া সেখান থেকে না দাঁড়ায়। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৫৮৩)

২৮. ঘর কিংবা মসজিদে এমন কিছু রাখা যা নামাযীকে নামায থেকে গাফিল করে:

আস্লামিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি 'উস্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ; রাসূল ﷺ (কা'বা ঘরে ঢুকে) আপনাকে ডেকে কি বলেছিলেন: তখন তিনি বলেন: রাসূল ﷺ আমাকে বলেছিলেন:

إِنِّيْ نَسِيْتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَ الْقَرْنَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ

অর্থাৎ আমি তোমাকে শিঙ দু'টো ঢাকার আদেশ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। (মূলতঃ শিঙ দু'টো ইস্মাঈল (আলাইহিস সালাম) এর পরিবর্তে যবাই করা ভেড়ারই শিঙ ছিলো) কারণ, কা'বা ঘর তথা যে কোন মসজিদে এমন কিছু থাকা উচিত নয় যা নামাযীকে নামায থেকে গাফিল করে। (আবু দাউদ, হাদীস ২০৩০)

২৯. জানাযা কবরের পাশে রাখার আগে কারোর সেখানে বসে পড়া:

আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلاَ تَجْلِسُوْا حَتَّى تُوْضَعَ

অর্থাৎ যখন তোমরা জানাযার পেছনে পেছনে যাবে তখন তোমরা কবরের পাশে গিয়ে বসে পড়বে না যতক্ষণ না সেখানে জানাযা রাখা হয়। (মুসলিম, হাদীস ৯৫৯)

৩০. কোন বিবাহিত মহিলার ঘরে রাত্রি যাপন করা অথবা তার ঘরে একাকী প্রবেশ করা:

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَلاَ لاَ يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ

অর্থাৎ জেনে রাখো, কোন ব্যক্তি যেন অন্য কোন বিবাহিত মহিলার ঘরে রাত্রি যাপন না করে। তবে সে ব্যক্তি উক্ত মহিলার স্বামী বা মুহ্রিম (যার সাথে বিবাহ্ বসা হারাম) হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। (মুসলিম, হাদীস ২১৭১)

আব্দুর রহ্মান বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা বানী হাশিম গোত্রের কিছু লোক আস্মা বিন্তে 'উমাইস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর ঘরে ঢুকলো। ইতিমধ্যে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও তাঁর ঘরে ঢুকলেন। আর আস্মা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) ছিলেন তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্ত্রী। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদেরকে ঘরে দেখে অসন্তুষ্ট হলেন। অতঃপর তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ব্যাপারটি জানিয়ে বললেন: আমি তো খারাপ কিছুই দেখিনি। যা দেখেছি ভালোই দেখেছি। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা আস্মাকে পবিত্রই রেখেছেন। এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন:

لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِيْ هَذَا عَلَى مُغِيْبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ

অর্থাৎ আজকের পরে কোন ব্যক্তি যেন স্বামী অনুপস্থিত কোন মহিলার ঘরে প্রবেশ না করে। তবে তার সাথে আরো এক জন পুরুষ অথবা দু' জন পুরুষ থাকলে কোন অসুবিধে নেই। (মুসলিম, হাদীস ২১৭৩)

৩১. বিচার করার সময় উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ কথা মনোযোগ সহকারে না শুনে বিচার কার্য শুরু করা:

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَسَمِعْتَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلاَ تَقْضِ لِأَحَدِهِمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ ؛ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

অর্থাৎ যখন তোমার সামনে বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ বসবে তখন তুমি তাদের এক পক্ষের কথা শুনে বিচার করবে না যতক্ষণ না তুমি দ্বিতীয় পক্ষের কথা শুনো যেমনিভাবে শুনেছিলে প্রথম পক্ষ থেকে। কারণ, তখনই তোমার সামনে বিচারের ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৫৮৩)

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বিচারক হিসেবে ইয়েমেনে পাঠাচ্ছিলেন। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমাকে বিচারক হিসেবে পাঠাচ্ছেন ; অথচ আমি অল্প বয়সের একজন যুবক এবং বিচার কার্য সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই।

তখন রাসূল ﷺ বললেন:

إِنَّ اللهَ سَيَهْدِيْ قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ ؛ فَلاَ تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ ؛ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِيْ قَضَاءٍ بَعْدُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এবং তোমার জিহ্বাকে দৃঢ় করবেন। যখন তোমার সামনে উভয় পক্ষ উপস্থিত হবে তখন তুমি দ্রুত বিচার করবে না যতক্ষণ না তুমি দ্বিতীয় পক্ষ থেকে তাদের কথা শুনো যেমনিভাবে শুনেছিলে প্রথম পক্ষ থেকে। কারণ, তখনই তোমার সামনে বিচারের ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। হযরত 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: তখন থেকেই আমি বিচারক অথবা তিনি বললেন: অতঃপর আমি আর বিচারের ক্ষেত্রে কখনোই কোন সন্দেহের রোগে ভুগিনি। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৮২ তিরমিযী, হাদীস ১৩৩১)

৩২. যার সম্পদ হালাল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি তার দেয়া খাদ্য-পানীয় গ্রহণের সময় তা হালাল কি না জিজ্ঞাসা করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ، فَأَطْعَمَهُ مِنْ طَعَامِهِ ؛ فَلْيَأْكُلْ، وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَإِنْ سَقَاهُ مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ، وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ তার কোন মুসলিম ভাইয়ের নিকট মেহমান হয় এবং সে তাকে কিছু খেতে দেয় তখন সে যেন তা খেয়ে নেয়। উপরন্তু সে যেন তাকে উক্ত খাদ্য হালাল না কি হারাম এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করে। তেমনিভাবে উক্ত মুসলিম ভাই যদি তাকে কোন কিছু পান করতে দেয় সে যেন তা পান করে নেয়। উপরন্তু সে যেন তাকে উক্ত পানীয় হালাল না কি হারাম এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করে। (আহ্মাদ্ ২/৩৯৯ 'হাকিম ৪/১২৬ আবু ইয়া'লা, হাদীস ৬৩৫৮ খতীব ৩/৮৭-৮৮)

৩৩. দো'আ করার সময় "হে আল্লাহ্! আপনি যদি চান তা হলে আমাকে ক্ষমা করুন" এমন বলা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِيْ إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمْ فِيْ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ اللهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ، لاَ مُكْرِهَ لَهُ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন কখনোই দো'আর মধ্যে এ কথা না বলে: হে আল্লাহ্! আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে দয়া করুন। বরং সে যেন নিশ্চিতভাবে দো'আ করে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যা চান তাই করেন। তাঁকে কোন কাজে বাধ্য করার কেউই নেই। (মুসলিম, হাদীস ২৬৭৯)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ দো'আ করার সময় এমন যেন না বলে: হে আল্লাহ্! আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে ক্ষমা করুন। বরং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কেউ কোন কিছু চাইলে সে অবশ্যই নিশ্চিতভাবে চাবে এবং বড়ো আশা রাখবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে কোন কিছু দিলে তিনি উহাকে বড়ো মনে করেন না।

৩৪. খারাপ স্বপ্ন দেখে তা কাউকে বলা:

আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّهَا مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، وَلاَ يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ কোন ভালো স্বপ্ন দেখলে তা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। অতএব সে যেন এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করে এবং তা কাউকে বলে। আর যদি সে এর বিপরীত তথা খারাপ স্বপ্ন দেখে তা হলে তা অবশ্যই শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব সে যেন উহার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় কামনা করে এবং তা কাউকে না বলে। কারণ, এ জাতীয় স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী, হাদীস ৬৯৮৫, ৭০৪৫)

ভালো স্বপ্ন দেখলে তা শুধুমাত্র প্রিয়জনকেই বলবে এবং খারাপ স্বপ্ন

দেখলে শয়তান ও তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাবে এবং তিন বার থুতু ফেলবে। উপরন্তু তা কাউকে বলবে না।

আবু ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি কখনো কখনো খারাপ স্বপ্ন দেখে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তাম। অতঃপর আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ إِلاَّ مَـنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَــرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ ثَلاَثًا، وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ

অর্থাৎ ভালো স্বপ্ন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ ভালো স্বপ্ন দেখলে সে যেন তা শুধুমাত্র তার প্রিয়জনকেই বলে। আর যদি সে খারাপ স্বপ্ন দেখে তা হলে সে যেন তার ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় কামনা করে এবং তিনবার থুতু ফেলে। উপরন্তু তা কাউকে না বলে। কারণ, এ জাতীয় স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী, হাদীস ৭০৪৪)

৩৫. কারোর নিকট মেহ্মান হলে তার অনুমতি ছাড়াই নিজেই কোন নামাযের ইমামতি করা:

আবু আত্বিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মালিক বিন্ 'হুওয়াইরিস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রায়ই আমাদের মসজিদে আসতেন। একদা তাঁরই উপস্থিতিতে নামাযের ইক্বামাত দেয়া হলে আমি তাঁকে বললাম: সামনে বাড়ুন। নামায পড়িয়ে দিন। তিনি আমাকে বললেনঃ তোমাদের কাউকে নামায পড়াতে বলো। অতঃপর আমি নামায না পড়ানোর কারণ একটু পরেই বলছি। আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

مَنْ زَارَ قَوْمًا ؛ فَلاَ يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ

অর্থাৎ কেউ কারোর নিকট মেহ্মান হলে সে যেন তাদের ইমামতি না করে। বরং তাদের কেউই যেন তাদের ইমামতি করে। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৯৬)

আবু মাস্'ঊদ্ বদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

وَلاَ تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِيْ أَهْلِهِ وَلاَ فِيْ سُلْطَانِهِ، وَلاَ تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

অর্থাৎ তুমি কারোর ঘরে কিংবা তার অধীনস্থ জায়গায় তার অনুমতি ছাড়া কোন নামাযের ইমামতি করবে না। তেমনিভাবে তুমি কারোর ঘরে তার সম্মানজনক সুনির্দিষ্ট বসার জায়গায় তার অনুমতি ছাড়া বসবে না। (মুসলিম, হাদীস ৬৭৩ আবু দাউদ, হাদীস ৫৮২)

৩৬. কেউ গালি দিলে তার প্রত্যুত্তরে গালি দেয়াঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا سَبَّكَ رَجُـــلٌ بِمَا يَعْلَمُ مِنْكَ، فَلاَ تَسُبَّهُ بِمَا تَعْلَمُ مِنْهُ، فَيَكُوْنَ أَجْـــرُ ذَلِكَ لَكَ، وَوَبَالُهُ عَلَيْهِ

অর্থাৎ তোমাকে কেউ তার জানা তোমার কোন ব্যাপার নিয়ে গালি দিলে তুমি তাকে তোমার জানা তার কোন ব্যাপার নিয়ে গালি দিও না। তা হলে তুমি এর সাওয়াব পাবে এবং সে এর পরিণাম ভুগবে। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৫৯৪)

৩৭. কোথাও মহামারী দেখা দিলে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং বাইরে থাকলে সেখানে প্রবেশ করাঃ

উসামাহ্ বিন্ যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُوْنِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا مِنْهَا

অর্থাৎ যখন তোমরা কোন এলাকায় মহামারীর কথা শুনবে তখন সেখানে আর প্রবেশ করবে না। আর যদি তোমরা নিজেই মহামারীর এলাকায় অবস্থান করে থাকো তা হলে সেখান থেকে আর বের হবে না। (বুখারী, হাদীস ৫৭২৮ মুসলিম, হাদীস ২২১৮)

মহামারীর এলাকায় ধৈর্য ও সাওয়াবের আশায় অবস্থান করলে একজন শহীদের সাওয়াব পাওয়া যায়।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

إِنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُثُ فِيْ بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيْبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ

إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيْدٍ

অর্থাৎ মহামারী হচ্ছে এক ধরনের আযাব যা আল্লাহ্ তা'আলা যাদের নিকট চান পাঠিয়ে থাকেন। আর তা মু'মিনদের জন্য হবে রহ্মত সরূপ। কোন এলাকায় মহামারী দেখা দিলে কেউ যদি সেখানে ধৈর্য ধরে সাওয়াবের আশায় অবস্থান করে এ কথাটুকু মনে করে যে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন তাই ঘটবে তা হলে সে একজন শহীদের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। (বুখারী, হাদীস ৩৪৭৪, ৫৭৩৪, ৬৬১৯)

৩৮. কারোর একটি মাত্র কাপড় থাকলে নামায পড়ার সময় তা পুরো শরীরে পেঁচিয়ে পরিধান করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوَيْهِ، وَلاَ تَشْتَمِلُوْا كَاشْتِمَالِ الْيَهُوْدِ

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ এক কাপড়ে নামায পড়ে তখন সে যেন তা তার কোমরেই বেঁধে নেয়। সে যেন তা ইহুদিদের ন্যায় পুরো শরীরে পেঁচিয়ে পরিধান না করে। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৬৫৬)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

إِذَا كَانَ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَان ؛ فَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلاَ يَشْتَمِلْ اشْتِمَالَ الْيَهُوْدِ

অর্থাৎ তোমাদের কারোর নিকট দু'টি কাপড় থাকলে সে যেন উভয় কাপড় পরেই নামায পড়ে। আর যদি তার নিকট একটিমাত্র কাপড় থাকে তা হলে সে যেন তা নিম্ন বসন হিসেবেই পরিধান করে। ইহুদিদের ন্যায় সে যেন তা পুরো শরীরে পেঁচিয়ে পরিধান না করে। (আবু দাউদ, হাদীস ৬৩৫)

৩৯. কেউ হাঁচি দিয়ে "আল্হাম্দুলিল্লাহ্" না বললেও তার হাঁচির উত্তর দেয়া:

আবু মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوْهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلاَ تُشَمِّتُوْهُ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে "আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্" বললে তোমরা তার উদ্দেশ্যে ("ইয়ারহামুকাল্লাহ্") বলবে। আর যদি সে "আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্" না বলে তা হলে তোমরা তার উদ্দেশ্যে ("ইয়ারহামুকাল্লাহ্") বলবে না। (মুসলিম, হাদীস ২৯৯২)

কেউ বার বার হাঁচি দিলে তার উত্তরে "ইয়ারহামুকাল্লাহ্" বলতে হয় না।

সালামাহ্ বিন্ আল-আকওয়া' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জনৈক ব্যক্তি হাঁচি দিলে তিনি তার উত্তরে "ইয়ারহামুকাল্লাহ্" বললেন। সে আবারো হাঁচি দিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: লোকটির সর্দি হয়েছে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيُشَمِّتْهُ جَلِيْسُهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلاَثٍ فَهُوَ مَزْكُوْمٌ، وَلاَ يُشَمَّتُ بَعْدَ ذَلِكَ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে তার পাশে বসা লোকটি যেন ("ইয়ারহামুকাল্লাহ্") বলে এর উত্তর দেয়। আর যদি সে তিন বারের বেশি হাঁচি দেয় তা হলে তার সর্দি হয়েছে। তাই এরপর আর উত্তর দিতে হবে না। (সিল্‌সিলাতুল-আ'হাদীসিস্ব-স্বাহীহাহ্, হাদীস ১৩৩০)

৪০. নিজ ঘরে কখনো নফল নামায না পড়া:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْراً، وَلاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْداً، وَصَلُّوْا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না। বরং তোমরা তাতে নফল নামায, কোর'আন তিলাওয়াত ও দো'আ ইত্যাদি করিও এবং আমার কবরকে মেলা বানিও না। তাতে বার বার নির্দিষ্ট সময়ে আসার অভ্যাস করো না। বরং তোমরা সর্বদা আমার উপর সালাত ও সালাম পাঠিও। কারণ, তোমাদের সালাত ও সালাম আমার নিকট অবশ্যই পৌঁছুবে। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন। (আবু দাউদ, হাদীস ২০৪২ আহ্‌মাদ্ : ২/৩৬৭)

নফল নামায নিজ ঘরে পড়াই সর্বোত্তম।

যায়েদ্ বিন্ সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِه إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ

অর্থাৎ সর্বোত্তম নামায হচ্ছে কোন ব্যক্তির তার ঘরে নামায পড়া। তবে ফরয নামায নয়। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ১১১৭)

৪১. কোন ধরনের সংবাদ না দিয়ে হঠাৎ রাত্রি বেলায় নিজ স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হওয়া:

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلاً فَلاَ يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوْقًا حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ সফর শেষে নিজ এলাকায় রাত্রি বেলায় পদার্পণ করে তখন সে যেন তড়িঘড়ি নিজ স্ত্রীর নিকট না আসে যতক্ষণ না উক্ত স্বামী অনুপস্থিত মহিলাটি নিজ নাভিনিম্ন কেশ পরিষ্কার করে এবং নিজের এলোমেলো চুলগুলো আঁচড়ে নেয়। (মুসলিম, হাদীস ৭১৫)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফর শেষে নিজ এলাকায় পৌঁছুলে সকাল অথবা সন্ধ্যা বেলায় নিজ স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। রাত্রি বেলায় নয়।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً، وَكَانَ يَأْتِيْهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (সফর শেষে রাত্রি বেলায় নিজ এলাকায় পৌঁছুলে) রাত্রি বেলায় নিজ স্ত্রীদের নিকট যেতেন না। বরং তিনি তাঁদের নিকট যেতেন সকাল অথবা সন্ধ্যা বেলায়। (মুসলিম, হাদীস ১৯২৮)

৪২. কোন জারজ সন্তানকে ওয়ারিসি সম্পত্তি দেয়া:

'আমর বিন্ শু'আইব তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর ('আমরের) দাদা থেকে বর্ণনা করেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ؛ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا ؛ لاَ يَرِثُ وَلاَ يُوْرَثُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন স্বাধীনা অথবা বান্দির সাথে ব্যভিচার করলো। অতঃপর যে সন্তান হলো সেটি হবে ব্যভিচারের সন্তান। সে নিজেও কারোর থেকে মিরাস পাবে না এবং তার থেকেও কেউ মিরাস পাবে না। (তিরমিযী, হাদীস ২১১৩)

৪৩. খুত্ববা চলাকালীন কারোর সাথে কথা বলা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

অর্থাৎ জুমু'আর দিন তুমি যদি তোমার সাথীকে বলোঃ চুপ থাকো ; অথচ ইমাম সাহেব খুৎবা দিচ্ছেন তা হলে তুমি একটি অযথা কাজ করলে। (বুখারী, হাদীস ৯৩৪ মুসলিম, হাদীস ৮৫১)

৪৪. নামাযরত অবস্থায় বায়ু নির্গমন সন্দেহে নামায ছেড়ে দেয়াঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِيْ الصَّلَاةِ، فَوَجَدَ حَرَكَةً فِيْ دُبُرِهِ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ ؟ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ ؛ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا

অর্থাৎ তোমাদের কেউ নামাযে থাকাবস্থায় নিজ পায়ুপথে নড়াচড়া অনুভব করলে সে যদি এ ব্যাপারে সন্দিহান হয় যে, তার ওযু ভেঙ্গে গিয়েছে না কি ভাঙ্গেনি ? তা হলে সে যেন নামায ছেড়ে না দেয় যতক্ষণ না সে (বায়ু নির্গমনের) আওয়াজ শুনতে পায় অথবা (তার নাকে) দুর্গন্ধ অনুভব করে। (আবু দাউদ, হাদীস ১৭৭)

৪৫. নামাযরত অবস্থায় কাউকে সামনে দিয়ে যেতে দেয়াঃ

আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ নামাযরত অবস্থায় থাকে তখন সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে যেতে না দেয়। বরং সে যেন তাকে যথাসাধ্য বাধা দেয়। তাতেও সে নিশ্চেষ্ট না হলে তাকে শক্তি প্রয়োগে বাধা দিবে। কারণ, সে হচ্ছে শয়তান। (মুসলিম, হাদীস ৫০৫)

৪৬. আরোহণ হিসেবে ব্যবহৃত কোন পশুর গলায় ঘন্টা লাগানোঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رَكْبًا مَعَهُمْ جُلْجُلٌ

অর্থাৎ ফিরিশ্তাগণ এমন কোন আরোহী দল অথবা ভ্রমণকারী জামাতের সাথী হবেন না যাদের সাথে রয়েছে ঘন্টা। (নাসায়ী, হাদীস ৫২২১)

উম্মু হাবীবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رِفْقَةً فِيْهَا جَرَسٌ

অর্থাৎ ফিরিশ্তাগণ এমন কোন ভ্রমণকারী জামাতের সাথী হবেন না যাদের সাথে রয়েছে ঘন্টা। (আবু দাউদ, হাদীস ২৫৫৪)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা ঘন্টা সম্পর্কে বলেন:

مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ

অর্থাৎ ঘন্টা হচ্ছে শয়তানের একটি বিশেষ বাদ্যযন্ত্র। (আবু দাউদ, হাদীস ২৫৫৬)

৪৭. সর্ব প্রথম নিজের সাইড থেকে খাওয়া শুরু না করে প্লেটের মধ্যভাগ থেকেই খাওয়া শুরু করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِيْ وَسَطِ الطَّعَامِ، فَكُلُوْا مِنْ حَافَاتِه، وَلاَ تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِه

অর্থাৎ নিশ্চয়ই বরকত খাদ্যের মধ্যভাগেই অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তোমরা প্লেটের চতুষ্পার্শ্ব থেকেই খাওয়া শুরু করবে। মধ্যভাগ থেকে নয়। (স্বা’হীহুল-জা’মি’, হাদীস ১৫৯১)

৪৮. পিঁপড়া, মৌমাছি, হুদহুদ ও শ্রাইককে হত্যা করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَرْبَعَةٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ يُقْتَلْنَ : النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ

অর্থাৎ চার জাতীয় প্রাণীকে হত্যা করা যাবে নাঃ পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা, হুদহুদ ও শ্রাইক। (স্বা’হীহুল-জা’মি’, হাদীস ৮৭৯)

৪৯. অন্য প্লেট থাকা সত্ত্বেও ইহুদি-খ্রিস্টানদের প্লেটে খাদ্য গ্রহণ করা:

আবু সা’লাবাহ্ আল-খুশানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلاَ تَأْكُلُوْا فِيْ آنِيَتِهِمْ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِـــــدُوْا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا بُدًّا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا

অর্থাৎ তুমি উল্লেখ করেছো যে, তুমি ইহুদি-খ্রিস্টানদের এলাকায় অবস্থান করছো। সুতরাং যথাসাধ্য তাদের প্লেটে খাদ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। তবে তা সম্ভব না হলে তা ধুয়ে তাতে খাদ্য গ্রহণ করবে। (বুখারী, হাদীস ৫৪৯৪ মুসলিম, হাদীস ১৯৩০)

৫০. নিজকে কিংবা নিজের ধন-সম্পদ ও সন্তানদেরকে অভিশাপ দেয়া:

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে "বাত্বনে বুওয়াত্ব" নামক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। যাতে আমরা পালাক্রমে একই উটে পাঁচ, ছয় অথবা সাত জন করে আরোহণ করতাম। এভাবে জনৈক আন্সারী সাহাবীর উটে চড়ার পালা আসলে সে উটটিতে আরোহণ করেই তাকে তাড়া দিলে উটটি থেমে থেমে চলতে লাগলো। তখন সে উটটিকে ধমক দিয়ে আল্লাহ্'র অভিশাপ দিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: কে তার উটের অভিশাপকারী ? লোকটি বললোঃ আমি। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

انْزِلْ عَنْهُ، فَلاَ تَصْحَبْنَا بِمَلْعُوْنٍ، لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ تُوَافِقُوْا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبُ لَكُمْ

অর্থাৎ তুমি উটটি থেকে নেমে যাও। অভিশপ্ত উট নিয়ে আমাদের সাথী হয়ো না। তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদকে বদ্দো'আ দিও না। হয়তো-বা উক্ত বদ্দো'আ এমন এক সময়ে পড়ে বসবে যখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কিছু চাওয়া হলে আল্লাহ্ তা'আলা তা দ্রুত কবুল করেন। (মুসলিম, হাদীস ৩০০৯)

৫১. হারাম এলাকার বরই গাছ কাটা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'হুব্শী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً – مِنْ سِدْرِ الْحَرَمِ – صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِيْ النَّارِ

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি (হারাম শরীফের) বরই গাছ কাটলে আল্লাহ্ তা'আলা

তার মাথাকে জাহান্নামের অগ্নিতে ঢুকিয়ে দিবেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৫২৩৯)

মু'আবিয়া বিন্ 'হায়দাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ইরশাদ করেন:

مِنَ اللهِ تَعَالَى لاَ مِنْ رَسُوْلِه : لَعَنَ اللهُ قَاطِعَ السِّدْرِ – سِدْرِ الْحَرَمِ –

অর্থাৎ ইহা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ; রাসূল এর পক্ষ থেকে নয়। আল্লাহ্ তা'আলা (হারাম শরীফের) বরই গাছ কর্তনকারীকে অভিসম্পাত করেছেন। (স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৫৯০৯)

৫২. কোন কবরের পার্শ্বে ছাগল কিংবা গরু যবাই করা:

আনাস্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ইরশাদ করেন:

لاَ عَقْرَ فِيْ الْإِسْلاَمِ

অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে (কোন কবরের পার্শ্বে) ছাগল কিংবা গরু যবাই করার কোন বিধান নেই। (আহ্মাদ্ ৩/১৯৭)

৫৩. রাত্রি বেলায় কোন রাস্তা-ঘাটে অবস্থান করা:

জাবির থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ইরশাদ করেন:

إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيْسَ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيْقِ، وَالصَّلاَةَ عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّهَا الْمَلاَعِنُ

অর্থাৎ তোমরা রাত্রি বেলায় রাস্তার মধ্যভাগে অবস্থান করা ও তাতে নামায পড়া থেকে বিরত থাকো। কারণ, তা হচ্ছে সাপ ও হিংস্র প্রাণীদের থাকার ঠিকানা। তেমনিভাবে তোমরা রাস্তা-ঘাটে মল-মূত্র ত্যাগ করা থেকেও বিরত থাকো। কেননা, তাতে মল-মূত্র ত্যাগ করা অভিসম্পাতের কারণ। (স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ২৬৭৩)

৫৪. নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও মহিলাদের নিজ শরীরের সম্পূর্ণ কাপড় খুলে ফেলা:

উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ইরশাদ করেন:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِيْ غَيْرِ بَيْتِهَا، خَرَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا سِتْرَهُ

অর্থাৎ যে মহিলা নিজ ঘর ছাড়া অন্য কোথাও নিজের সম্পূর্ণ পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেললো তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর থেকে তাঁর বিশেষ পর্দা

উঠিয়ে নিবেন। (স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ২৭০৮)

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِيْ غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থাৎ যে মহিলা নিজ স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও নিজের সম্পূর্ণ পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেললো তা হলে সে যেন আল্লাহ্ তা'আলা ও তার মধ্যকার বিশেষ পর্দা উঠিয়ে নিলো। (স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ২৭১০)

৫৫. মনিবের অনুমতি ছাড়া কোন ক্রীতদাসের কারোর সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াঃ

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: سَيِّدِه ؛ فَهُوَ عَاهِرٌ

অর্থাৎ যে গোলাম তার মালিকের অনুমতি ছাড়া কারোর সঙ্গে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হলো সে ব্যভিচারী। (আবু দাউদ, হাদীস ২০৭৮ তিরমিযী, হাদীস ১১১১, ১১১২)

৫৬. শত্রুর সাক্ষাৎ কামনা করাঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ আবু আওফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوْا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا، وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْف

অর্থাৎ হে মানব সকল! তোমরা কখনো শত্রুর সাক্ষাৎ কামনা করো না। বরং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বদা নিজেদের নিরাপত্তা কামনা করো। তবে তোমাদের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন তোমরা হঠাৎ শত্রুর সম্মুখীন হয়ে যাবে তখন তোমরা ধৈর্যের সঙ্গে তাদের মুকাবিলা করবে এবং জেনে রাখবে যে, নিশ্চয়ই জান্নাত সত্যিই তলোয়ারের ছায়ার নিচে। (বুখারী, হাদীস ৭২৩৭ মুসলিম, হাদীস ১৭৪২)

৫৭. ধর্ম প্রচার কিংবা নিতান্ত কোন প্রয়োজন ছাড়া মুশ্রিকদের সঙ্গে সহাবস্থান করাঃ

জারীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

بَرِئَتِ الذِّمَّةُ مِمَّنْ أَقَامَ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ دِيَارِهِمْ

অর্থাৎ আমি সে ব্যক্তির জিম্মা মুক্ত যে মুশ্‌রিকদের সঙ্গে তাদের এলাকায় সহাবস্থান করছে। (স’হী’হুল-জা’মি’, হাদীস ২৮১৮)

৫৮. বিবাহ্-শাদি, তালাক ও গোলাম স্বাধীন করা নিয়ে খেল-তামাসা করা:

ফুযালাহ্ বিন্ ’উবাইদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

ثَلاَثٌ لاَ يَجُوْزُ اللَّعِبُ فِيْهِنَّ : الطَّلاَقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعِتْقُ

অর্থাৎ তিনটি বস্তু নিয়ে খেল-তামাসা করা জায়িয নয়। সে বস্তু তিনটি হচ্ছে তালাক, বিবাহ্-শাদি এবং গোলাম স্বাধীন করা। (স’হী’হুল-জা’মি’, হাদীস ৩০৪৭)

৫৭. আগুন, পানি কিংবা ঘাস নিতে কাউকে বাধা দেয়া:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

ثَلاَثٌ لاَ يُمْنَعْنَ : الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ

অর্থাৎ তিনটি জিনিস নিয়ে যেতে কাউকে বাধা দেয়া যাবে না। সে জিনিসগুলো হচ্ছে পানি, ঘাস ও আগুন। (স’হী’হুল-জা’মি’, হাদীস ৩০৪৮)

৬০. মহিলাদের রাস্তার মধ্যভাগ দিয়ে চলাফেরা করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيْقِ

অর্থাৎ রাস্তার মধ্যভাগ মহিলাদের জন্য নয়। (স’হী’হুল-জা’মি’, হাদীস ৫৪২৫)

৬১. দোষ কিংবা গুণ বুঝায় এমন নামে সন্তানদের নাম রাখা:

’উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُّسَمَّى رَبَاحٌ وَنَجِيْحٌ وَأَفْلَحُ وَيَسَارٌ

অর্থাৎ ইন্‌শাআল্লাহ্! (আল্লাহ্ চায় তো) আমি ভবিষ্যতে বেঁচে থাকলে

"রাবাহ্" তথা লভ্যার্জন, "নাজীহ্" তথা ধৈর্যশীল, আফ্লাহ্" তথা ঠোঁট ফাটা এবং "ইয়াসার" তথা সচ্ছলতা নামে কারোর নাম রাখতে অবশ্যই নিষেধ করবো। (স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৫০৫৪)

৬২. চারপাশ ঘেরা নেই এমন ছাদে রাত্রি যাপন করা কিংবা উত্তাল নদীতে নদী ভ্রমণ করা:

যুহাইর (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْت لَيْسَ لَهُ إِجَّارٌ فَوَقَعَ فَمَاتَ ؛ فَبَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِه فَمَاتَ ؛ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি চারদিক ঘেরা নেই এমন ছাদে রাত্রি যাপন করা অবস্থায় নিচে পড়ে মারা গেলো কারোর উপর তার কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি উত্তাল সাগরে ভ্রমণ করে মারা গেলো কারোর উপর তারও কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না। (আহ্মাদ্ ৫/২৭১ সিল্সিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ্, হাদীস ৮২৮)

৬৩. তীর কিংবা গোলা-বারুদ ইত্যাদি নিক্ষেপ করা শিখে তা ভুলে যাওয়া:

'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى

অর্থাৎ যে ব্যক্তি (তীর বা গোলা-বারুদ) নিক্ষেপ করা শিখে তা পরিত্যাগ করলো সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয় অথবা সে আমার অবাধ্য হলো। (মুসলিম, হাদীস ১৯১৯)

৬৪. সর্বপ্রথম নিজের অংশীদারকে না জানিয়ে কোন জমিন কিংবা বাগান অন্যের নিকট বিক্রি করা:

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلاَ يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيْكِه

অর্থাৎ তোমাদের কারোর নিকট কোন জমিন কিংবা খেজুর বাগান থাকলে

সে যেন তা বিক্রি না করে যতক্ষণ না তা নিজের অংশীদারের সামনে উপস্থাপন করে। (আহ্মাদ্ ৩/৩০৭ নাসায়ী ২/২৩৪)

৬০. চুল বাঁধা অবস্থায় পুরুষদের নামায আদায় করা:

আবু সা'দ্ অথবা আবু সা'ঈদ্ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আবু রাফি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) 'হাসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে মাথার চুল বাঁধা অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর চুলের বাঁধন খুলে দিলেন অথবা এমন করতে নিষেধ করে বললেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُّصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষদেরকে মাথার চুল বাঁধা অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: **এটি হচ্ছে শয়তানের খোঁপা।** (আবু দাউদ, হাদীস ৬৪৬ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১০৫১ আহমাদ্ ৬/৮, ৩৯১ দারিমী ১/৩২০)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) একদা আব্দুল্লাহ্ বিন্ হারিসকে মাথার চুল বাঁধা অবস্থায় নামায পড়তে দেখলে তিনি তা খুলে দেন। আব্দুল্লাহ্ বিন্ হারিস্ নামায শেষ করে আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কে বললেনঃ আপনি আমার মাথা নিয়ে এতো ব্যস্ত হলেন কেন? তখন তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِيْ يُصَلِّيْ وَهُوَ مَكْتُوْفٌ

অর্থাৎ এর দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির ন্যায় যে তার উভয় হাত বাঁধা অবস্থায় নামায আদায় করছে। (মুসলিম, হাদীস ৪৯২ আবু দাউদ, হাদীস ৬৪৭)

৬৭. কবরস্থানে জানাযার নামায আদায় করা:

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُّصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরস্থানে জানাযার নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। (স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৬৮৩৪)

তবে সদ্য দাফনকৃত কোন ব্যক্তির কবরকে সামনে নিয়ে তাঁর কোন নিকটাত্মীয় অথবা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তার জানাযার নামায পড়তে

পারে। যিনি বা যাঁরা ইতিপূর্বে অত্যধিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তার জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

انْتَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوْا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعاً

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সদ্য দাফনকৃত জনৈক ব্যক্তির কবরের কাছে গিয়ে তার জানাযার নামায আদায় করেন। সাহাবায়ে কিরামও তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে চার তাকবীরে উক্ত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করেন। (মুসলিম, হাদীস ৯৫৪)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈকা কালো মহিলা অথবা জনৈক কালো যুবক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মসজিদ ঝাড়ু দিতো। একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সাহাবায়ে কিরাম বললেন: সে তো মরে গিয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমরা কেন আমাকে এ ব্যাপারে কিছুই জানালে না ? মূলত: সাহাবায়ে কিরাম ব্যাপারটিকে নিতান্ত ছোটই মনে করলেন। তাই তাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে কিছুই জানাননি। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমরা আমাকে তার কবরটি দেখিয়ে দাও। তাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তার কবরটি দেখিয়ে দিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কবরটি সামনে রেখে তার জানাযার নামায আদায় করেন। অতঃপর বলেন:

إِنَّ هَذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِيْ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কবরগুলো তার অধিবাসীদের উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর আমার জানাযার নামাযের বরকতে তা তাদের জন্য আলোকিত করে দেন। (মুসলিম, হাদীস ৯৫৬)

৬৮. লুটতরাজ কিংবা কোন পশু বা মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে তার গঠনাকৃতি বিকৃত করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ইয়াযীদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লুটতরাজ কিংবা কোন পশু বা মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে তার গঠনাকৃতি বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, হাদীস ৫৫১৬)

৬৮. কোন মেহমানকে আপ্যায়ন করতে গিয়ে তার আপ্যায়নে নিজ সাধ্যাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা:

সাল্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেহমানের মেহমানদারিতে (সাধ্যাতিরিক্ত) বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। ('হাকিম ৪/১২৩)

সাল্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ لِضَيْفِهِ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ

অর্থাৎ কেউ যেন তার মেহমানের জন্য সাধ্যাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি না করে। (খতীব ১০/২০৫)

৬৯. মল খাওয়া পশুর গোস্ত ও দুধ খাওয়া:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মল খাওয়া পশুর গোস্ত ও দুধ খেতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৭৮৫ তিরমিযী, হাদীস ১৮২৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩২৪৯)

৭০. সিল্কের কাপড় ও চিতা বাঘের চামড়া বসার কাজে ব্যবহার করা:

মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَرْكَبُوْا الْخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ

অর্থাৎ তোমরা সিল্কের কাপড় ও চিতা বাঘের চামড়ার উপর বসো না। (আবু দাউদ, হাদীস ৪১২৯)

৭১. মুখ ঢেকে অথবা গায়ের চাদরখানা দু' দিকে লটকিয়ে রেখে স্বালাত্ আদায় করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ السَّدَلِ فِيْ الصَّلاَةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ ঢেকে এবং গায়ের চাদরখানা দু' দিকে লটকিয়ে রেখে স্বালাত্ আদায় করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৬৪৩)

৭২. যে কোন দণ্ডবিধি মসজিদে প্রয়োগ করা:

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِيْ الْمَسَاجِد

অর্থাৎ মসজিদে কোন দণ্ডবিধি কায়েম করা যাবে না। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬৪৮)

'হাকীম বিন্ 'হিযাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُّسْتَقَادَ فِيْ الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُوْدُ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মসজিদে কারোর থেকে প্রতিশোধ নিতে, কবিতা আবৃত্তি করতে ও দণ্ডবিধি কায়েম করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৯০)

৭৩. ঔষধের জন্য ব্যাঙ হত্যা করা:

আব্দুর রহ্মান বিন্ 'উস্মান তাইমী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ لِلدَّوَاءِ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ ঔষধের জন্য ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। (স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৬৯৭১)

৭৪. প্রচারের উদ্দেশ্য ছাড়া হাজীদের কোন হারানো জিনিস রাস্তা থেকে উঠিয়ে নেয়া:

আব্দুর রহ্মান বিন্ 'উস্মান তাইমী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ হাজীদের হারানো কোন জিনিস (প্রচারের উদ্দেশ্য ছাড়া) রাস্তা থেকে উঠিয়ে নিতে নিষেধ করেছেন। (স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৬৯৭৯)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

وَلاَ يَلْتَقِطُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا

অর্থাৎ মক্কার রাস্তা-ঘাটে পড়ে থাকা হারানো কোন জিনিস প্রচারের উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ যেন উঠিয়ে না নেয়। (মুসলিম, হাদীস ১৩৫৩)

৭৫. প্রশাসক গোষ্ঠীর কাউকে কোন কিছু উপঢৌকন দেয়া:

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল

ﷺ ইরশাদ করেন:

الْهَدِيَّةُ إِلَى الْإِمَامِ غُلُوْلٌ

অর্থাৎ প্রশাসককে উপঢৌকন দেয়া (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) আত্মসাতের শামিল। (স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৭০৫৪)

৭৬. কুর'আন ও সুন্নাহ্ প্রদর্শিত সঠিক পথ ছেড়ে অন্য যে কোন পথের অনুসরণ করা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

অর্থাৎ আর নিশ্চয়ই এ পথই আমার সরল ও সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এ পথেরই অনুসরণ করবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করো না। তা না করলে তোমরা একদা তাঁর সঠিক পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সর্বদা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে পারো। (আন্'আম : ১৫৩)

৭৭. সুব্হে সাদিকের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে শুধু অনুমানের ভিত্তিতেই ফজরের আযান দেয়া:

বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

لاَ تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِيْنَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا

অর্থাৎ ফজর তথা সুব্হে সাদিক এ ভাবে (রাসূল ﷺ তখন তাঁর উভয় হাত দু' দিকে সম্প্রসারণ করে হযরত বিলালকে দেখিয়েছেন) সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ফজরের আযান দিবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৩৪)

৭৮. কেউ সালাম ছাড়াই কারোর ঘরে ঢুকার অনুমতি চাইলে তাকে সালাম ছাড়াই ঘরে ঢুকার অনুমতি দেয়া:

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلاَمِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সালাম ছাড়াই কারোর ঘরে ঢুকার অনুমতি চাইলো তাকে

তোমরা ঢুকার অনুমতি দিবে না। (স’হী’হুল-জা’মি’, হাদীস ৭১৯০)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

السَّلاَمُ قَبْلَ السُّؤَالِ ؛ فَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلاَمِ فَلاَ تُجِيْبُوْهُ

অর্থাৎ কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই তাকে সালাম দিতে হয়। সুতরাং কেউ তোমাদেরকে সালামের আগেই কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে তার উত্তর দিবে না। (ইব্নু ’আদি ৩০৩/২)

৭৭. যে কোন ভাবে নিজকে লাঞ্ছনার সম্মুখীন করা:

’হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُّذِلَّ نَفْسَهُ، قَالُوْا : وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ ؟ قَالَ: يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيْقُ

অর্থাৎ কোন মু’মিনের জন্য উচিৎ হবে না নিজকে কোন ভাবে লাঞ্ছিত করা। সাহাবায়ে কিরাম বললেনঃ (হে আল্লাহ্’র রাসূল!) কিভাবে কেউ নিজকে লাঞ্ছিত করে ? তিনি বললেনঃ কেউ নিজ সাধ্যাতীত কোন বিপদ স্বেচ্ছায় নিজ কাঁধে উঠিয়ে নেয়া। (তিরমিযী, হাদীস ২২৫৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪০৮৮)

কাউকে কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করতে দেখে তাকে উক্ত কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা না করে তা চোখ বুজে মেনে নেয়াও নিজকে লাঞ্ছিত করার শামিল।

আবু সা’ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقُوْلَ : مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرَهُ ؟ فَإِذَا لَقَّنَ اللهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ : يَا رَبِّ ! رَجَوْتُكَ وَفَرِقْتُ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা’আলা বান্দাহ্কে কিয়ামতের দিন এ বলে প্রশ্ন করবেন যে, তুমি যখন তোমার সামনে অসৎ কাজ সংঘটিত হতে দেখলে তখন তুমি তাতে বাধা দিলে না কেন? যখন আল্লাহ্ তা’আলা বান্দাহ্কে তার কৈফিয়ত দেয়ার সুযোগ দিবেন তখন সে বলবেঃ হে আমার প্রভু! আমি আপনার অনুগ্রহের আশা অবশ্যই করেছিলাম। তবে তখন মানব ভীতিই

আমার মধ্যে বেশি কাজ করেছিলো। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪০৮৯)

৮০. কোন মহিলার অন্য কোন মহিলার সাথে মেলামেশার পর তার গঠনাকৃতি নিজ স্বামীর নিকট বর্ণনা করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

অর্থাৎ কোন মহিলা অন্য মহিলার সাথে মেলামেশার পর সে যেন উক্ত মহিলার গঠনাকৃতি নিজ স্বামীর নিকট এমনভাবে বর্ণনা না দেয় যেন সে (নিপুণ বর্ণনার দরুন) উক্ত মহিলাকে সরাসরিই দেখছে। (বুখারী, হাদীস ৫২৪০, ৫২৪১)

৮১. অন্যের নিকট নিজের সাধুতা ও স্বচ্ছতা বর্ণনা করা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمْۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴾

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই (নিশ্চিত) জানেন সত্যিকার মুত্তাকী কে ? (নাজ্ম : ৩২)

তাই তো ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) তাঁর নিজ সম্পর্কে বলেন। যা আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾

অর্থাৎ আমি নিজকে পবিত্র ও নির্দোষ বলছি না। কারণ, মানব প্রবৃত্তি তো নিশ্চয়ই মন্দ প্রবণ। কিন্তু সে নয় যাকে আমার প্রভু দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আমার প্রভু অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (ইউসুফ : ৫৩)

মুহাম্মাদ বিন্ 'আমর বিন্ 'আত্বা (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি খুব আদর করে আমার একটি মেয়ের নাম "বার্রাহ্" তথা নেককার বা কল্যাণময়ী রেখেছিলাম। একদা যায়নাব বিন্তে আবু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হুমা) উক্ত নাম শুনে বললেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। কোন এক সময় আমারও এই নাম ছিলো। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত নাম শুনে বললেন:

لاَ تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ، اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ، فَقَالُوْا : بِمَ نُسَمِّيْهَا ؟ قَالَ: سَمُّوْهَا

زَيْنَبَ

অর্থাৎ তোমরা কখনো নিজের সাধুতা ও পবিত্রতা বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই (নিশ্চিত) জানেন সত্যিকার নেককার বা কল্যাণময়ী কে ? তখন সাহাবায়ে কিরাম বললেন: তা হলে আমরা ওর নাম কি রাখবো ? তখন রাসূল ﷺ বললেন: তোমরা ওর নাম যায়নাব রাখো। (মুসলিম, হাদীস ২১৪২)

তবে একান্ত কোন শরয়ী কল্যাণ বিনষ্ট হওয়ার প্রবল ধারণা হলে নিতান্ত প্রয়োজনে নিজের সাধুতা ও স্বচ্ছতা বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমনিভাবে ইউসুফ عليه السلام মিশরের তৎকালীন অধিপতির নিকট নিজের জ্ঞান ও আমানতদারিতার বর্ণনা অকপটে তুলে ধরেন। তিনি বলেন। যা আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ সে (ইউসুফ عليه السلام) বললোঃ আমাকে কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। নিশ্চয়ই আমি ভালো সংরক্ষণকারী অতিশয় জ্ঞানবান। (ইউসুফ : ৫৫)

৮২. যিকির কিংবা নামায পড়া ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য মসজিদকে পথ হিসেবে ব্যবহার করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَتَّخِذُوْا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا ؛ إِلاَّ لِذِكْرٍ أَوْ صَلاَةٍ

অর্থাৎ তোমরা নামায ও যিকির ছাড়া মসজিদকে পথ হিসেবে ব্যবহার করো না। (আস্-সিল্সিলাতুস্-স্বা'হী'হাহ্, হাদীস ১০০১)

৮৩. জায়গা-জমিন কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া যাতে করে নিজ ওয়াজিব কাজে অমনোযোগ সৃষ্টি হয়:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَتَّخِذُوْا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِيْ الدُّنْيَا

অর্থাৎ তোমরা জায়গা-জমিন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পেছনে এমনভাবে পড়ে

যেও না যাতে করে তোমরা একদা দুনিয়াদার হয়ে যাও। (আস্-সিল্সিলাতুস্-স্বা’হী’হাহ্, হাদীস ১২)

আবু সা’ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

وَيْلٌ لِلْمُكْثِرِيْنَ ؛ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، أَرْبَــعٌ : عَــنْ يَمِيْنِه، وَعَنْ شِمَالِه، وَمِنْ قُدَّامِه، وَمِنْ وَرَائِه

অর্থাৎ চরম দুর্ভোগ অধিক সম্পদ সঞ্চয়কারীদের জন্য। তবে যারা ডানে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে তথা চতুর্দিকে দান করেছে তারা নয়। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪২০৪)

আবু যর (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الْأَكْثَرُوْنَ هُمُ الْأَسْفَلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ

অর্থাৎ বেশি সম্পদশালীরা কিয়ামতের দিন নিচু হয়ে থাকবে। তবে যারা ডানে, বাঁয়ে সাদাকা করেছে এবং পবিত্র মাল সঞ্চয় করেছে তারা নয়। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪২০৫)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْــطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيْكَ فَلاَ انْتَقَشَ

অর্থাৎ ধ্বংস হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম! ধ্বংস হোক পোশাক-পরিচ্ছদের গোলাম! তাকে কিছু দিলে খুশি। না দিলে বেজার। ধ্বংস হোক! কখনো সে সফলকাম না হোক! সমস্যায় পড়লে সমস্যা থেকে উদ্ধার না হোক! (কাঁটা বিঁধলে না খুলুক)। (বুখারী, হাদীস ২৮৮৬, ২৮৮৭ বায়হাক্বী : ৯/১৫৯, ১০/২৪৫)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا عِنْدِيْ ذَهَبًا ؛ فَتَأْتِيَ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَــيْءٌ ؛ إِلاَّ شَــيْءٌ أَرْصُدُهُ فِيْ قَضَاءِ دَيْنٍ

অর্থাৎ আমি পছন্দ করি না যে, উ’হুদ পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণ হয়ে যাবে; অথচ আমার উপর তিনটি রাত অতিবাহিত হবে। আর আমি ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছু আমার নিকট রেখে দিয়েছি। (ইব্নু মাজাহ্,

হাদীস ৪২০৭)

৮৪. যে কোন ভালো কাজকে ছোট মনে করা:

আবু যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

অর্থাৎ কোন ভালো কাজকে ছোট মনে করো না। এমনকি তোমার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করাকেও না। (মুসলিম, হাদীস ২৬২৬)

৮৫. কোন সুস্থ-সবল কিংবা ধনী ব্যক্তির অন্য কারোর সাদাকা খাওয়া:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ

অর্থাৎ কোন ধনী ও সুস্থ্-সবল ব্যক্তির জন্য সাদাকা খাওয়া জায়িয নয়। (আবু দাউদ, হাদীস ১৬৩৪ তিরমিযী, হাদীস ৬৫২)

তবে পাঁচ প্রকারের ধনীর জন্য সাদাকা খাওয়া জায়িয।

’আত্বা (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيِّ

অর্থাৎ শুধুমাত্র পাঁচ ধরনের ধনীর জন্যই সাদাকা খাওয়া জায়িয। আল্লাহ্’র পথে লড়াইকারী, সাদাকা উঠানোর কাজে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী, অন্যের জরিমানা বা দিয়াত বহনকারী, যে ধনী ব্যক্তি নিজ পয়সা দিয়েই সাদাকার বস্তু কিনে নিয়েছে, যে ধনী ব্যক্তির প্রতিবেশী গরিব এবং তাকেই কেউ কোন কিছু সাদাকা দিলে সে যদি তা ধনী ব্যক্তিকে হাদিয়া হিসেবে দেয়। (আবু দাউদ, হাদীস ১৬৩৫)

৮৬. নিতান্ত কোন বাধ্য-বাধকতা ছাড়াই কোন মৃত ব্যক্তিকে রাত্রি বেলায় দাফন করা:

জাবির বিন্ ’আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَدْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلاَّ أَنْ تُضْطَرُّوْا

অর্থাৎ তোমরা কখনো একান্ত বাধ্য না হলে মৃতদেরকে রাত্রি বেলায় দাফন করো না। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৫৪৩)

তবে নিতান্ত প্রয়োজনে কোন মৃত ব্যক্তিকে রাতের বেলায় দাফন করা যেতে পারে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

أَدْخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلاً قَبْرَهُ لَيْلاً، وَأَسْرَجَ فِيْ قَبْرِهِ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক ব্যক্তিকে রাত্রি বেলায় তার কবরে আলো জ্বালিয়ে তাকে কবরস্থ করেন। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৫৪২)

৮৭. কোন কুষ্ঠ রোগীর প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকানো:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تُدِيْمُوْا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُوْمِيْنَ

অর্থাৎ তোমরা কুষ্ঠ রোগীদের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করো না। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৬০৯)

৮৮. নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ

অর্থাৎ কারোর অতিরিক্ত পানি যেন বিক্রি করা না হয়। তা না হলে একদা ঘাসও বিক্রি করা হবে। (মুসলিম, হাদীস ১৫৬৬)

৮৯. কোন মুসলমান মৃতকে গাল-মন্দ করা:

’আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জনৈক মৃত ব্যক্তিকে মন্দ বলা হলে তিনি বলেন:

لاَ تَذْكُرُوْا هَلْكَاكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে একমাত্র সুনামের সাথেই স্মরণ করবে। (নাসায়ী, হাদীস ১৯৩৭)

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَسُبُّوْا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কখনো গালি দিও না। কারণ, তারা তো নিশ্চয়ই তাদের কৃতকর্ম নিয়েই পরকালে পাড়ি জমিয়েছে। (বুখারী, হাদীস ৬৫১৬ নাসায়ী, হাদীস ১৯৩৮)

এমনকি মৃতদেরকে গাল-মন্দ করলে তাদের জীবিত আত্মীয়-স্বজন এবং তাদের বন্ধু-প্রিয়জনরাও কষ্ট পায়।

মুগীরাহ্ বিন্ শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَسُبُّوْا الْأَمْوَاتَ، فَتُؤْذُوْا الْأَحْيَاءَ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কখনো গালি দিও না। কারণ, তাতে জীবিতরাও কষ্ট পায়। (তিরমিযী, হাদীস ১৯৮২)

তবে পথভ্রষ্ট মৃত বিদ্'আতীদের সম্পর্কে সাধারণ জন সাধারণকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের ভুল-ত্রুটিগুলো মানুষের সামনে সবিস্তারে ও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা যেতে পারে।

৯০. কোন মহিলার নিজকে নিজে অথবা তার কোন আত্মীয়া মহিলাকে কারোর নিকট বিবাহ্ দেয়া:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا

অর্থাৎ কোন মহিলা অন্য কোন মহিলাকে। তেমনিভাবে কোন মহিলা নিজকে নিজে অন্য কারোর কাছে বিবাহ্ দিতে পারে না। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৯০৯)

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

অর্থাৎ কোন পুরুষ অভিভাবক ছাড়া কোন মহিলার বিবাহ্ শুদ্ধ হবে না। তবে কোন এলাকার প্রশাসকই হবে সেই মহিলার অভিভাবক যার কোন পুরুষ অভিভাবক নেই। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৯০৭)

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَيُّمَا امْرَأَة نَكَحَتْ بِغَيْر إِذْن وَلِيِّهَا ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِـــلٌ، فَنِكَاحُهَـــا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ؛ فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوْا ؛ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

অর্থাৎ কোন মহিলা তার কোন পুরুষ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কারোর নিকট বিবাহ্ বসলে তার উক্ত বিবাহ্ বাতিল বলে গণ্য হবে। তার উক্ত বিবাহ্ বাতিল বলে গণ্য হবে। তার উক্ত বিবাহ্ বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে তার উক্ত বিবাহ্'র ভিত্তিতে তার কথিত স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে থাকে তা হলে সে মহিলা উক্ত সহবাসের দরুন তার পূর্ণ মোহর পাবে। তবে কোন মহিলার যদি সত্যিকার কোন অভিভাবক না থাকে বরং তার আত্মীয়-স্বজনরা তার অভিভাবকত্ব নিয়ে ঝগড়া বাধায় তা হলে সে মহিলার অভিভাবক হবে উক্ত এলাকার প্রশাসকই। (তিরমিযী, হাদীস ১১০২ আবু দাউদ, হাদীস ২০৮৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৯০৬)

৯১. মোরগকে গালি দেয়া:

যায়েদ বিন্ খালিদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَسُبُّوْا الدِّيْكَ ؛ فَإِنَّهُ يُوْقِظُ لِلصَّلاَة

অর্থাৎ তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কারণ, সে মুসল্লীদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে তোলে। (আবু দাউদ, হাদীস ৫১০১)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَة ؛ فَسَلُوْا اللهَ تَعَالَى مِنْ فَضْله ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًـــا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ ؛ فَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَان ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا

অর্থাৎ তোমরা যখন মোরগের ডাক শুনবে তখন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ কামনা করবে। কারণ, মোরগটি তখন নিশ্চয়ই ফিরিশ্তা দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার ডাক শুনবে তখন তোমরা শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় কামনা করবে। কারণ,

গাধাটি তখন নিশ্চয়ই শয়তান দেখেছে। (আবু দাউদ, হাদীস ৫১০২)

৯২. বাতাসকে গালি দেয়াঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَسُبُّوْا الرِّيْحَ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ اللهِ تَعَالَى، تَأْتِيْ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ، وَلَكِنْ سَلُوْا اللهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا

অর্থাৎ তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। কারণ, তা মূলত আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত। তবে তা কখনো তাল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত নিয়ে আসে। আবার কখনো তাঁর আযাব। তাই তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উহার কল্যাণ কামনা করো এবং তাঁর নিকট উহার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাও। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৭৩১৬)

৯৩. জ্বরকে গালি দেয়াঃ

জাবির বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মুস্-সা-ইব অথবা উম্মুল্-মুসাইয়াবের নিকট গিয়ে তাঁকে বললেনঃ তোমার কি হলো ? হে উম্মুস্-সা-ইব অথবা হে উম্মুল্-মুসাইয়াব! তুমি কাঁপছো কেন ? উত্তরে তিনি বললেনঃ আমি তো জ্বরে কাঁপছি। আল্লাহ্ তা'আলা তাতে বরকত না দিক!! রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

لاَ تَسُبِّيْ الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ

অর্থাৎ তুমি জ্বরকে গালি দিও না। কারণ, জ্বর তো আদম সন্তানের পাপরাশি মুছে দেয়। যেমনিভাবে রেত লোহার মরিচা দূর করে দেয়। (মুসলিম, হাদীস ২৫৭৫)

৯৪. রিযিক আসতে দেরি হচ্ছে এমন মনে করাঃ

মূলতঃ প্রত্যেকের রিযিক তার নিজ সময় মতোই আসে। তা আসতে এতটুকুও দেরি হয় না।

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَسْتَبْطِئُوْا الرِّزْقَ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ لِيَمُوْتَ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَاتَّقُوْا اللهَ، وَأَجْمِلُوْا فِيْ الطَّلَبِ ؛ أَخْذِ الْحَلاَلِ، وَتَرْكِ الْحَرَامِ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের রিযিক আসতে দেরি হচ্ছে এমন মনে করো না।

কারণ, কোন বান্দাহ্ মরবে না যতক্ষণ না তার শেষ রিযিকটুকু তার নিকট পৌঁছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্ তা’আলাকে ভয় করো এবং রিযিক অনুসন্ধানে শরীয়তের সুন্দর পথ অবলম্বন করো। তথা হালাল গ্রহণ করো এবং হারামকে বর্জন করো। (স’হী’হুল-জা’মি’, হাদীস ৭৩২৩)

৯৬. তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সাওয়াবের নিয়্যাতে সফর করা:

আবু সা’ঈদ খুদ্‌রী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ইরশাদ করেন:

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِيْ

অর্থাৎ তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সাওয়াবের নিয়্যাতে সফর করা যাবে না। সে মসজিদগুলো হলোঃ হারাম (মক্কা) শরীফ, মসজিদে আক্‌সা এবং মসজিদে নববী। (বুখারী, হাদীস ১১৯৭, ১৯৯৫ মুসলিম, হাদীস ৮২৭ তিরমিযী, হাদীস ৩২৬)

৯৭. মু’মিন ছাড়া অন্য কারোর সাথে চলাফেরা করা কিংবা মুত্তাকী ছাড়া অন্য কাউকে খানা খাওয়ানো:

আবু সা’ঈদ্ খুদ্‌রী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ইরশাদ করেন:

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا، وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ

অর্থাৎ একজন খাঁটি ঈমানদার ছাড়া তুমি অন্য কারোর সাথে চলাফেরা করো না এবং একজন মুত্তাকী তথা আল্লাহ্‌ভীরু ছাড়া অন্য কেউ যেন তোমার খানা না খায়। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৩২ তিরমিযী, হাদীস ২৩৯৫)

তবে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা কিংবা কাউকে নসীহত করা অথবা কাউকে ইসলামের দিকে দা’ওয়াত দেয়ার জন্য তার সঙ্গ দেয়া কিংবা তাকে খানা খাওয়ানো যেতে পারে।

৯৮. উট, গরু কিংবা ছাগলের স্তনে কয়েক দিনের দুধ একত্রে জমিয়ে রেখে সেগুলোকে কারোর নিকট বিক্রি করা:

আবু হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ইরশাদ করেন:

لاَ تَصُرُّوْا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا : إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا، وَفِيْ رِوَايَةٍ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ

অর্থাৎ তোমরা উট ও ছাগলের দুধ কয়েক দিন যাবৎ স্তনে জমিয়ে রেখো না। এমন করার পরও কেউ যদি তা খরিদ করে তা হলে সে দুধ দোহনের পর দু' মতের ভালোটি গ্রহণ করবে। যদি সে চায় পশুটি এমতাবস্থায় নিজের কাছে রেখে দিবে। আর যদি চায় তা ফেরত দিবে এবং তার সাথে এক সা' (দু' কিলো ৪০ গ্রাম) খেজুর। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক সা' খাদ্য এবং সে তিন দিন বিবেচনার সুযোগ পাবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক সা' খাদ্য। তবে গম নয়। (বুখারী, হাদীস ২১৪৮ মুসলিম, হাদীস ১৫২৪)

৭৮. উট বসার জায়গায় নামায পড়া:

বারা' বিন্ 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উট বসার জায়গায় নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

لاَ تُصَلُّوْا فِيْ مَبَارِكِ الْإِبِلِ ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ

অর্থাৎ তোমরা উট বসার জায়গায় নামায পড়ো না। কারণ, উট হচ্ছে শয়তানের জাত।

তেমনিভাবে তাঁকে ছাগল বসার জায়গায় নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

صَلُّوْا فِيْهَا ؛ فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ

অর্থাৎ তাতে নামায পড়বে। কারণ, ছাগল হচ্ছে বরকতময় পশু। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৩)

৭৭. নিজে যা খায় না এমন কোন জিনিস কোন মিসকিনকে খেতে দেয়া:

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تُطْعِمُوْا الْمَسَاكِيْنَ مِمَّا لاَ تَأْكُلُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা যা খাও না মিসকিনদেরকে তা থেকে খেতে দিও না। (স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৭৩৬৪)

১০০. একই দিনে কোন ফরয নামায দু' বার পড়া:

মাইমূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর আযাদ করা গোলাম সুলাইমান (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমি আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কে মসজিদের মেঝে বসে থাকতে দেখলাম ; অথচ অন্যরা সবাই জামাতে নামায পড়ছে। তখন আমি বললাম: হে আব্দুর রহমানের পিতা! আপনি সবার সাথে নামায পড়ছেন না কেন ? উত্তরে তিনি বললেন: আমি ইতিপূর্বে উক্ত নামাযটি পড়েছি। আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تُعَادُ الصَّلاَةُ فِيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

অর্থাৎ একই দিনে কোন (ফরয) নামায দু' বার পড়া যায় না। (নাসায়ী, হাদীস ৮৬২)

তবে কেউ কোন ফরয নামায পড়ার পর অন্যদেরকে উক্ত নামায জামাতে পড়তে দেখলে তাদের সাথে নফলের নিয়্যাতে দাঁড়িয়ে যাবে।

একদা মি'হজান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় নামাযের আযান হয়ে গেলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখান থেকে উঠে গিয়ে নামায শেষ করে এসে দেখলেন, মি'হজান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সেখানেই বসে আছেন। তখন তিনি তাঁকে বললেনঃ তুমি নামায পড়লে না কেন ? তুমি কি মুসলমান নও? তিনি বললেন: অবশ্যই আমি মুসলমান। তবে আমি নিজ এলাকায় নামায পড়ে এসেছি। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ

অর্থাৎ যখন তুমি এমতাবস্থায় আসবে তখনও তুমি মানুষের সাথে নামায পড়বে। যদিও তুমি ইতিপূর্বে নামায পড়ে থাকো। (নাসায়ী, হাদীস ৮৫৯)

১০১. কোন ব্যাপারে মনে সন্দেহ আসার পরও তা করা:

আবু উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا حَاكَ فِيْ نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ

অর্থাৎ কোন ব্যাপারে তোমার মনে সন্দেহ আসলে তা তুমি পরিত্যাগ করো। (স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৪৮৪)

১০২. কারোর বাহ্যিক আমল দেখেই তার ভালো পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া:

আবু উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَعْجَبُوْا بِعَمَلِ عَامِلٍ، حَتَّى تَنْظُرُوْا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ

অর্থাৎ তোমরা কারোর বাহ্যিক আমল দেখে আশ্চর্য হইও না যতক্ষণ না তার পরিণতি তথা সে কোন আমল নিয়ে দুনিয়া থেকে প্রস্থান করেছে তা দেখবে। (স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৭৩৬৬)

১০৩. আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি তথা আগুন দিয়ে কাউকে শাস্তি দেয়া:

'ইক্রিমাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কিছু মুরতাদ্কে আগুনে পুড়িয়ে মারলেন। খবরটি আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হুমা) এর নিকট পৌঁছুলে তিনি বলেন: আমি যদি উক্ত স্থানে হতাম তাহলে আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে তাকে তোমরা হত্যা করো।

আমি তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারতাম না। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لاَ تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি তথা আগুন দিয়ে কাউকে শাস্তি দিও না। (তিরমিযী, হাদীস ১৪৫৮ আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৫১)

ব্যাপারটি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট পৌঁছুলে তিনি বলেন: 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ সত্য বলেছে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে একদা একটি প্রনিনিধি দলে পাঠিয়ে বললেন:

إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ

অর্থাৎ তোমরা যদি অমুক অমুককে পাও তা হলে তোমরা তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে।

অতঃপর আমরা যখন গন্তব্যের পথে রওয়ানা হলাম তখন তিনি আমাদেরকে ডেকে বললেন:

إِنِّيْ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوْا فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে আদেশ করেছিলাম অমুক অমুককে আগুনে পুড়িয়ে মারতে ; অথচ আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই রাখেন। তাই তোমরা ওদেরকে পেলে হত্যা করবে। (বুখারী, হাদীস ৩০১৬)

১০৪. বাচ্চাদের আলজিহ্বায় আঘাত করে তাদের গলা ব্যথার চিকিৎসা করা:

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تُعَذِّبُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের বাচ্চাদের আলজিহ্বায় আঘাত করে তাদের গলা ব্যথার চিকিৎসা করো না। তবে তোমরা এ ব্যাপারে চন্দন কাঠই ব্যবহার করবে। (বুখারী, হাদীস ৫৬৯৬ মুসলিম, হাদীস ১৫৭৭)

১০৫. শরীয়ত সমর্থিত কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই কারোর উপর এমনিতেই রাগ করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললো: হে নবী! আমাকে ওসিয়ত করুন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন:

لاَ تَغْضَبْ

অর্থাৎ তুমি অহেতুক কোন রাগ করো না। (বুখারী, হাদীস ৬১১৬)

লোকটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বার বার ওসিয়ত করতে বললেও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে একই ওসিয়ত করেন। তুমি অহেতুক কোন রাগ করো না।

আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَغْضَبْ، وَلَكَ الْجَنَّةُ

অর্থাৎ তুমি অহেতুক কোন রাগ করো না। তা হলে তুমি জান্নাত পাবে। (স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৭৩৭৪)

১০৬. কখনো কোন অঘটন ঘটলে শয়তান ধ্বংস হোক এমন বলা:

আবুল্-মালী'হ্ (রাহিমাহুল্লাহ) জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেনঃ আমি একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিছনে একই উটে আরোহণ করছিলাম। এমতাবস্থায় একটি উট পা পিছলে পড়ে গেলো। তখন আমি বললাম: শয়তান ধ্বংস হোক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

لاَ تَقُلْ : تَعِسَ الشَّيْطَانُ ! فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ؛ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُوْنَ مِثْلَ

الْبَيْت، وَيَقُوْلُ : بِقُوَّتِيْ، وَلَكِنْ قُلْ : بِسْمِ اللهِ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ؛ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُوْنَ مِثْلَ الذُّبَابِ

অর্থাৎ শয়তান ধ্বংস হোক এমন কথা বলো না। কারণ, সে এমন কথা বললে ফুলতে শুরু করে। এমনকি ফুলতে ফুলতে সে একদা ঘরের মতো হয়ে যায় এবং সে বলে: আমি নিজ ক্ষমতা বলেই এমন করেছি। বরং তুমি বলবেঃ "বিস্‌মিল্লাহ্‌"। কারণ, এমন বললে সে চুপসে যায়। এমনকি চুপসে চুপসে সে একদা মাছির মতো হয়ে যায়। (আহ্‌মাদ্‌, হাদীস ১৯৭৮২ আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৮২)

১০৭. সিকি দিনারের কম চুরি করলেও তাতে কারোর হাত কাটা:

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

অর্থাৎ সিকি দিনার তথা এক গ্রাম থেকে একটু বেশি স্বর্ণ (অথবা উহার সমমূল্য) এবং এর চাইতে বেশি চুরি করলেই কোন চোরের হাত কাটা হয়। নতুবা নয়। (বুখারী, হাদীস ৬৭৮৯, ৬৭৯০, ৬৭৯১ মুসলিম, হাদীস ১৬৮৪ তিরমিযী, হাদীস ১৪৪৫ আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৮৪ ইব্‌নু মাজাহ্‌, হাদীস ২৬৩৪)

১০৮. কারোর কোন ফলগাছের ফল গাছ থেকে ছিঁড়ে খেলেও তাতে কারোর হাত কাটা:

রা'ফি' বিন্‌ খাদীজ ও আবু হুরাইরাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ

অর্থাৎ কেউ কারোর ফলগাছের ফল গাছ থেকে ছিঁড়ে খেলে অথবা কারোর খেজুর গাছের মাথি-মজ্জা খেয়ে ফেললে তার হাত কাটা হবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৮৮ তিরমিযী, হাদীস ১৪৪৯ ইব্‌নু মাজাহ্‌, হাদীস ২৬৪২, ২৬৪৩ ইব্‌নু হিব্বান, হাদীস ১৫০৫ নাসায়ী ৮/৮৮ আহ্‌মাদ্‌ ৩/৪৬৩)

১০৯. কোন হারাম বস্তু কিংবা হারাম কাজকে সম্মানসূচক শব্দে উচ্চারণ করা:

আবু হুরাইরাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ : الْكَرْمَ، إِنَّمَا الْكَـــرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : قَلْبُ

الْمُؤْمِنِ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ আঙ্গুরকে ”কার্‌ম” তথা তার সুরা পানকারীর মাঝে দানশীলতা সৃষ্টিকারী বলে আখ্যায়িত করো না। কারণ, দানশীল তো হবে মূলতঃ একজন মুসলমানই। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দানশীলতার গুণ তো স্বভাবত একজন মু’মিনের অন্তরেই লুক্কায়িত থাকে। (মুসলিম, হাদীস ২২৪৭)

ওয়া’ইল্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَقُوْلُوْا : الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا : الْعِنَبُ وَالْحَبْلَةُ

অর্থাৎ তোমরা আঙ্গুরকে ”কার্‌ম” তথা তার সুরা পানকারীর মাঝে দানশীলতা সৃষ্টিকারী বলে আখ্যায়িত করো না। বরং আঙ্গুরকে ”’ইনাব” অথবা ”’হাব্‌লাহ্” তথা আঙ্গুরই বলবে। (মুসলিম, হাদীস ২২৪৮)

১১০. কাফির, মুশ্‌রিক কিংবা কোন মুনাফিককে এমন শব্দে ভূষিত করা যা মুসলমানদের উপর তার কোন ধরনের কর্তৃত্ব বুঝায়ঃ

বুরাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ : سَيِّدٌ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا ؛ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থাৎ তোমরা কোন মুনাফিককে ”সাইয়েদ” তথা নেতা কিংবা অভিভাবক বলে আখ্যায়িত করো না। কারণ, সে যদি তোমাদের ”সাইয়েদ” তথা নেতা কিংবা অভিভাবকই হয়ে যায় তা হলে তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু আল্লাহ্ তা’আলাকে অসন্তুষ্ট করলে। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৭৭)

১১১. বেশি হাসাঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُكْثِرُوْا الضَّحِكَ ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِك تُمِيْتُ الْقَلْبَ

অর্থাৎ তোমরা বেশি হেসো না। কারণ, বেশি হাসলে একদা অন্তরখানা নিস্তেজ প্রাণহীন হয়ে যায়। (তিরমিযী, হাদীস ২৩০৫ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ৪২৬৮)

বরং একজন মুসলমানের উচিৎ নিজের অপরাধ ও আল্লাহ্ তা’আলার শাস্তির কথা মনে করে বেশি বেশি কান্না করা।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا

অর্থাৎ তোমরা যদি জানতে যা আমি জানি তা হলে তোমরা কম হাসতে

এবং বেশি কান্না করতে। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪২৬৬)

বারা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে জনৈক ব্যক্তির জানাযার নামায ও তার কাফনে-দাফনে অংশ গ্রহণ করলে তিনি তার কবরের পাশে বসে কাঁদতে কাঁদতে কবরের মাটি ভিজিয়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন:

يَا إِخْوَانِيْ! لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوْا

অর্থাৎ হে আমার ভাইয়েরা! এমন জায়গা তথা কবরের জন্য প্রস্তুতি নাও। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪২৭০)

১১২. কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে কোন কিছু খাওয়া-দাওয়ায় বাধ্য করা:

'উক্ববাহ্ বিন্ 'আ-মির জুহানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تُكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ؛ فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيْهِمْ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের রুগ্নদেরকে কোন কিছু খাওয়া-দাওয়ায় বাধ্য করো না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই তাদেরকে নিজেই খাওয়া-দাওয়া দিয়ে থাকেন। (তিরমিযী, হাদীস ২০৪০ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৫০৭)

১১৩. নিজ উরু খোলা রাখা কিংবা অন্য কোন জীবিত বা মৃতের উরুর দিকে তাকানো:

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَكْشِفْ فَخِذَكَ، وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ

অর্থাৎ তুমি নিজ স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মানুষের সামনে নিজ উরু বা রান খোলো না। তেমনিভাবে তুমিও কোন জীবিত কিংবা মৃতের উরুর দিকে দৃষ্টিপাত করো না। (আবু দাউদ, হাদীস ৪০১৪)

১১৪. ষাঁড়, পাঁঠা কিংবা পুরুষ উট ও ঘোড়াকে প্রজনন তথা গর্ভ সঞ্চারের কাজে ভাড়া দেয়া:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন পুরুষ পশুকে পশু প্রজনন তথা গর্ভ সঞ্চারের কাজে ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, হাদীস ২২৮৪)

১১৫. মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের জন্য তাদের ঘরই উত্তম। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৬৭)

তবে মসজিদে যাওয়ার আগে যে কোন মহিলাকে অবশ্যই তার স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। তেমনিভাবে তাকে তার ঘর থেকে বের হতে হবে বিশেষ করে রাত্রি বেলায় এবং কোন রকম সাজ-সজ্জা ও সুবাস-সুগন্ধ না লাগিয়ে নিতান্ত সাধারণ বেশে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। যদি তারা তোমাদের কাছে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়। (মুসলিম, হাদীস ৪৪২)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

ائْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ

অর্থাৎ তোমরা মহিলাদেরকে রাত্রি বেলায় মসজিদে যেতে অনুমতি দিবে। (মুসলিম, হাদীস ৪৪২ আবু দাউদ, হাদীস ৫৬৮)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার বান্দিদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তারা যেন ঘর থেকে বের হয় কোন রকম সাজ-সজ্জা ও সুবাস-সুগন্ধ না লাগিয়ে। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৬৭)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا، فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

অর্থাৎ কোন মহিলা যদি খোশবুদার ধোঁয়া গ্রহণ করে তা হলে সে যেন

আমাদের সাথে 'ইশার নামায পড়তে না আসে। (মুসলিম, হাদীস ৪৪৪)

১১৬. মাথার সাদা চুলগুলো উঠিয়ে ফেলা:

'আমর বিন্ শু'আইব (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَنْتِفُوْا الشَّيْبَ ؛ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيْبُ شَيْبَةً فِيْ الْإِسْلاَمِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَــوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً

অর্থাৎ তোমরা শরীরের সাদা চুলগুলো উঠিয়ে ফেলো না। কারণ, কোন মুসলমানের চুল তার ইসলামী জীবন যাপনের মধ্য দিয়েই পেকে সাদা হয়ে গেলে তা কিয়ামতের দিন তার জন্য আলো হিসেবে উদ্ভাসিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার প্রতিটি চুলের বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে একটি করে সাওয়াব এবং তার গুনাহ্ সমূহ থেকে একটি করে গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৪২০২)

তবে চুল বা দাঁড়ি সাদা হয়ে গেলে তাতে কালো রঙ ছাড়া অন্য যে কোন রঙ ব্যবহার করা যায়। বরং তা করাই শ্রেয়। কারণ, তাতে করে ইহুদি ও খ্রিস্টানের সাথে এক ধরনের অমিল সৃষ্টি হয় যা শরীয়তের একান্ত কাম্য।

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মক্কা বিজয়ের দিন আবু ক্বু'হাফাকে রাসূল ﷺ এর সামনে উপস্থিত করা হলো। তাঁর দাঁড়ি ও মাথার চুলগুলো ছিলো সাগামা উদ্ভিদের ন্যায় সাদা। তা দেখে রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে বললেন:

غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوْا السَّوَادَ

অর্থাৎ এর চুল-দাঁড়িগুলোকে কোন কিছু দিয়ে রঙ্গীন করে নাও। তবে কালো রঙ লাগাবে না। (মুসলিম, হাদীস ২১০২)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُوْنَ، فَخَالِفُوْهُمْ

অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টানরা চুল-দাঁড়ি কালার করে না। অতএব তোমরা তাদের উল্টোটা তথা দাঁড়ি-চুলগুলোকে কালার করবে। (মুসলিম, হাদীস ২১০৩)

১১৭. কখনো কোন অঘটন ঘটে গেলে তা থেকে দ্রুত উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কোন কিছু মানত করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَنْذِرُوْا، فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِيْ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ

অর্থাৎ তোমরা বিপদে পড়ে কোন কিছু মানত করো না। কারণ, মানত কারোর তাক্বদীর তথা ভাগ্যলিপি পরিবর্তন করতে পারে না। তবে সত্যি কথা হলো, একমাত্র মানতের মাধ্যমেই কৃপণের পকেট থেকে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কিছু না কিছু বের হয়। (মুসলিম, হাদীস ১৬৪০ তিরমিযী, হাদীস ১৫৩৮)

১১৮. কোন অবিবাহিতা নারীকে তার সম্মতি ছাড়াই কোথাও তাকে বিবাহ্ দেয়া:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ

অর্থাৎ কোন বিবাহিতা নারীকে (তার স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পর) তার সম্মতি ছাড়া তাকে অন্য কোথাও বিবাহ দেয়া যাবে না। তেমনিভাবে কোন অবিবাহিতা নারীকেও তার সম্মতি ছাড়া তাকে কোথাও বিবাহ দেয়া যাবে না। সাহাবাগণ বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তার (কোন অবিবাহিতা নারীর) বিবাহের সম্মতি হবে কি ধরনের ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তার বিবাহের সম্মতি হচ্ছে (তার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থাপনের পর) তার নীরব-নিঃশব্দ থাকা। (মুসলিম, হাদীস ১৪১৯)

১১৯. কোন ফরয নামায পড়ার পর পরই সেখানেই অন্য কোন নফল বা সুন্নাত নামায আদায় করা:

মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تُوْصِلْ صَلاَةً بِصَلاَةٍ ؛ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ

অর্থাৎ কোন সুন্নাত কিংবা নফল নামায কোন ফরয নামায পড়ার পর পরই তার সাথে মিলিয়ে পড়ো না যতক্ষণ না তুমি কোন কথা বলবে অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে। (মুসলিম, হাদীস ৮৮৩ আবু দাউদ, হাদীস ১১২৯)

মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلاَ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا ؛ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ জুমু'আর নামায পড়লে সে যেন এর পর পরই অন্য কোন নামায না পড়ে যতক্ষণ না সে কোন কথা বলে অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়। (মুসলিম, হাদীস ৮৮৩ আবু দাউদ, হাদীস ১১২৯)

১২০. পাপের কাজে কারোর আনুগত্য করা:

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ طَاعَةَ فِيْ الْمَعْصِيَةِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِيْ الْمَعْرُوْفِ

অর্থাৎ পাপের কাজে কারোর আনুগত্য চলবে না। মূলতঃ কারোর আনুগত্য চলবে শুধুমাত্র পুণ্যের কাজেই। (বুখারী, হাদীস ৭২৫৭ মুসলিম, হাদীস ১৮৪০)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللهَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করছে না সে ব্যাপারে তার আনুগত্য কোনভাবেই চলবে না। (স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৭৫২১)

১২১. কোন দণ্ডবিধি ছাড়াই কাউকে দশের বেশি বেত্রাঘাত করা:

আবু বুর্দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلاَّ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ

অর্থাৎ কাউকে শরীয়তের কোন দণ্ডবিধি ছাড়া শুধুমাত্র শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে দশের বেশি বেত্রাঘাত করা যাবে না। (বুখারী, হাদীস ৪৮৪৮ মুসলিম, হাদীস ১৭০৮ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৯১ তিরমিযী, হাদীস ১৪৬৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬৫০)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تُعَزِّرُوْا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ

অর্থাৎ তোমরা কাউকে দশ বেতের বেশি শাস্তি দিও না। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬৫১)

১২২. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও 'উমরা কিংবা হজ্জের সময় স্বাফা-মার্ওয়ার মাঝে দৌড়ানোর জায়গায় ধীরে ধীরে হাঁটা:

শাইবাহ্'র উম্মে ওয়ালাদ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يُقْطَعُ الْأَبْطَحُ إِلاَّ شَدًّا

অর্থাৎ (সামর্থ্য থাকাবস্থায়) স্বাফা-মার্ওয়ার মধ্যবর্তী দৌড়ানোর জায়গা যেন দৌড়ানো ছাড়া অতিক্রম করা না হয়। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩০৪২)

১২৩. কোন মুসলমানকে "'আলাইকাস্-সালাম" বলে সালাম দেয়াঃ

জাবির বিন্ সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে তাঁকে "'আলাইকাস্-সালাম" বলে সালাম দিলে তিনি বলেনঃ

لاَ تَقُلْ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُلْ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ

অর্থাৎ "'আলাইকাস্-সালাম" বলো না। কারণ, "'আলাইকাস্-সালাম" হচ্ছে মৃত লোকের সম্ভাষণ। বরং বলবেঃ "আস্সালামু 'আলাইকা"। (আবু দাউদ, হাদীস ৪০৮৪ তিরমিযী, হাদীস ২৭২২)

১২৪. নামাযের বৈঠকে কিংবা অন্য কোন সময় "আস্সালামু 'আলাল্লাহ্" তথা আল্লাহ্ তা'আলার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এমন বলাঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে নামায পড়ার সময় বসাবস্থায় বলতামঃ "আস্সালামু 'আলাল্লাহি ক্বব্লা 'ইবা-দিহী" তথা সর্ব প্রথম আল্লাহ্ তা'আলার উপর শান্তি বর্ষিত হোক অতঃপর তাঁর বান্দাহ্দের উপর। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা শুনে বললেনঃ

لاَ تَقُوْلُوْا : السَّلاَمُ عَلَى اللهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ...

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এমন বলো না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলাই তো নিজেই শান্তি বর্ষণকারী। বরং তোমরা যখন বসবে তখন বলবেঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ..." তথা সকল মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য। (আবু দাউদ, হাদীস ৯৬৮ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৯০৭)

১২৫. কোন মুসলিম ভাইয়ের যে কোন জিনিসপত্র তার অনুমতি ছাড়াই নিজের জন্য নিয়ে নেওয়া ; যদিও তা হাস্যোচ্ছলেই হোক না কেনঃ

ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيْهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيْهِ فَلْيَرُدَّهَا

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন তার কোন মুসলিম ভাইয়ের জিনিসপত্র তার অনুমতি ছাড়া নিয়ে না নেয়। চাই তা হাস্যোচ্ছলেই হোক অথবা বাস্তবে।

যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের একটি লাঠিও এভাবে নিয়ে নেয় সে যেন তা অতিসত্বর ফিরিয়ে দেয়। (আবু দাউদ, হাদীস ৫০০৩ তিরমিযী, হাদীস ২১৬০)

১২৬. একই রাত্রিতেই দু' বার বিতিরের নামায পড়া:

ত্বাল্ক্ব বিন্ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ

অর্থাৎ একই রাত্রিতে দু' বার বিতিরের নামায পড়া যাবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ১৪৩৯ তিরমিযী, হাদীস ৪৭০)

১২৭. পুরো মাথা না কামিয়ে মাথার কিছু অংশ অমুণ্ডিত রেখে দেয়া:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি বাচ্চার কিছু মাথা মুণ্ডিত আর কিছু অমুণ্ডিত দেখলে তিনি তাঁর সাহাবাগণকে আর এমন করতে নিষেধ করে বলেন:

احْلِقُوْهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوْهُ كُلَّهُ

অর্থাৎ তোমরা পুরো মাথাই মুণ্ডন করবে অথবা পুরো মাথাই অমুণ্ডিত রেখে দিবে। (আহ্মাদ্ ২/৮৮ আবু দাউদ, হাদীস ৪১৯৫)

১২৮. স্থির পানিতে প্রস্রাব করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لاَيَجْرِيْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ স্থির পানিতে প্রস্রাব করবে না। অতঃপর সে নিজেই তো আবার সে পানি দিয়ে গোসল করবে। (বুখারী, হাদীস ২৩৯ মুসলিম, হাদীস ২৮২)

১২৯. মাগরিবের নামায দেরি করে পড়া:

আবু আইয়ূব আন্সারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَزَالُ أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ : عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوْا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَـــشْتَبِكَ

النُّجُوْمُ

অর্থাৎ আমার উম্মত সর্বদা কল্যাণ ও সহজাত স্বভাবের উপর থাকবে যতক্ষণ না তারা মাগরিবের নামায দেরি করে পড়ে। এমন দেরি যে আকাশে তখন প্রচুর নক্ষত্র প্রজ্বলিত হয়। (আবু দাউদ, হাদীস ৪১৮)

১৩০. কোন হিংস্র প্রাণীর চামড়া পরিধান করা কিংবা তার পিঠে চড়া:

মিক্বদাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ جُلُوْدِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন হিংস্র প্রাণীর চামড়া পরিধান এবং তার পিঠে আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৪১৩১)

১৩১. কোন শহুরে ব্যক্তির অন্য কোন গ্রাম্য ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি করা:

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

অর্থাৎ কোন শহুরে ব্যক্তি যেন কোন গ্রাম্য ব্যক্তির ক্রয়ে-বিক্রয়ে দালালি না করে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের কাউকে অন্য কারোর মাধ্যমে রিযিক দিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা এ ব্যাপারে কেউ কারোর উপর হস্তক্ষেপ করো না। (মুসলিম, হাদীস ১৫২২ আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৪২ তিরমিযী, হাদীস ১২২৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২২০৬)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ

অর্থাৎ কোন শহুরে ব্যক্তি যেন কোন গ্রাম্য ব্যক্তির ক্রয়ে-বিক্রয়ে দালালি না করে। যদিও সে তার ভাই বা পিতা হোক। (মুসলিম, হাদীস ১৫২৩ আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৪০)

১৩২. কোন যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করার পূর্বেই তা কারোর কাছ থেকে ক্রয় করা:

আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করার পূর্বেই তা কারোর কাছ থেকে ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, হাদীস ১৫৬৩)

১৩৩. কোন বিচারকের বিচার চলাকালীন অবস্থায় কারোর উপর কোন ব্যাপারে রাগান্বিত হওয়া:

আবু বাক্রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

অর্থাৎ কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু’ পক্ষের মাঝে বিচার না করে। (তিরমিযী, হাদীস ১৩৩৪ আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৮৯ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৪৫)

১৩৪. কোন দুধেল পশুর দুধ তার মালিকের অনুমতি ছাড়া দোহন করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِه، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَثَلَ أَوْ يُنْتَقَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِه

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন অন্য কারোর দুধেল পশুর দুধ তার অনুমতি ছাড়া দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি তার নিজের ব্যাপারে এমন ঘটুক চায় যে, তার দুধেল পশুর ঘরে কেউ ঢুকে তার দুগ্ধভাণ্ডার ভেঙ্গে তার খাদ্য নিয়ে যাবে। কারণ, মানুষের দুধেল পশুর স্তনই তো তাদের খাদ্য সংরক্ষণ করে। অতএব তোমাদের কেউ যেন অন্য কারোর দুধেল পশুর দুধ তার অনুমতি ছাড়া দোহন না করে। (বুখারী, হাদীস ২৪৩৫ মুসলিম, হাদীস ১৭২৬ আবু দাউদ, হাদীস ২৬২৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৩২)

১৩৫. কারোর নিকট মেহমান হলে তার অনুমতি ছাড়াই তার সম্মানজনক সুনির্দিষ্ট কোন বসার জায়গায় বসা:

আবু মাস্’ঊদ্ বদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

وَلاَ تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِيْ أَهْلِه وَلاَ فِيْ سُلْطَانِه، وَلاَ تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِه فِيْ بَيْتِه إِلاَّ

بِإِذْنِهِ

অর্থাৎ তুমি কারোর ঘরে কিংবা তার অধীনস্থ জায়গায় তার অনুমতি ছাড়া কোন নামাযের ইমামতি করবে না। তেমনিভাবে তুমি কারোর ঘরে তার সম্মানজনক সুনির্দিষ্ট বসার জায়গায় তার অনুমতি ছাড়া বসবে না। (মুসলিম, হাদীস ৬৭৩ আবু দাউদ, হাদীস ৫৮২)

১৩৬. কোন কাফিরকে তার কোন নিকট আত্মীয় মুসলমানের ওয়ারিসি সম্পত্তি দেয়া কিংবা কোন মুসলমানের তার কোন নিকট আত্মীয় কাফিরের ওয়ারিসি সম্পত্তি নেয়াঃ

উসামাহ্ বিন্ যায়েদ্ (রাযিয়াল্লাহু ’আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

অর্থাৎ কোন মুসলমান কোন কাফিরের ওয়ারিসি সম্পত্তি পাবে না। তেমনিভাবে কোন কাফিরও কোন মুসলমানের ওয়ারিসি সম্পত্তি পাবে না। (বুখারী, হাদীস ৬৭৬৪ মুসলিম, হাদীস ১৬১৪ আবু দাউদ, হাদীস ২৯০৯)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আমর (রাযিয়াল্লাহু ’আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

অর্থাৎ দু’ ভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বী লোক একে অপরের মিরাস পাবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ২৯১১)

১৩৭. ক্রেতা কিংবা বিক্রেতার একে অপর থেকে অসন্তুষ্ট অবস্থায় বিদায় নেয়াঃ

আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আন্হু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ

অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা যেন একে অন্য থেকে কারোর উপর কেউ অসন্তুষ্ট থাকাবস্থায় বিদায় না নেয়। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৫৮)

১৩৮. হজ্জের পর আল্লাহ্ তা’আলার সম্মানিত ঘরের বিদায়ী তাওয়াফ না করে নিজ এলাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়াঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু ’আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল

ইরশাদ করেন:

لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِه الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি নিজ এলাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে না যতক্ষণ না তার শেষ সাক্ষাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ঘরের সাথে তথা তওয়াফ করে হয়। (মুসলিম, হাদীস ১৩২৭ আবু দাউদ, হাদীস ২০০২ ইব্নু মাজাহ্' হাদীস ৩১২৬)

১৩৯. দাড়ি না আঁচড়িয়ে তাতে গিরা ফেলে দেয়া কিংবা গলায় ধনুকের সুতা ঝুলানো:

রুওয়াইফি' থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল একদা আমাকে বললেন:

يَا رُوَيْفِعُ ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِيْ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيْءٌ

অর্থাৎ হে রুওয়াইফি'! হয়তো বা তুমি আমার মৃত্যুর পর বেশ কিছু দিন বেঁচে থাকবে। সুতরাং তুমি মানুষের নিকট এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দিবে যে, যে ব্যক্তি নিজ দাড়ি না আঁচড়িয়ে তাতে গিরা ফেলে দেয়, নিজ গলায় ধনুকের সুতা ঝুলায় অথবা কোন পশুর মল কিংবা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করে তা হলে আমি মুহাম্মাদের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৬)

১৪০. শরীয়ত বাস্তবায়নে কঠোরতা অবলম্বন করা কিংবা এমনভাবে কোন গুনাহ্গার ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব ও জাহান্নামের ভয় দেখানো যাতে করে সে আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত থেকে একেবারেই নিরাশ হয়ে যায়:

আবু মূসা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী একদা আমাকে ও মু'আয কে ইয়েমেনের দিকে পাঠিয়ে বলেন:

يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا

অর্থাৎ তোমরা মানুষের মাঝে শরীয়ত বাস্তবায়নে সহজতা অবলম্বন করবে; কঠোরতা নয়। পাপীদেরকে ভয় মিশ্রিত আশার বাণী শুনাবে; নিরাশার বাণী নয়। একে অপরকে মেনে চলবে ; দ্বন্দ্ব করবে না। (বুখারী, হাদীস ৩০৩৮ মুসলিম, হাদীস ১৭৩৩)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ইরশাদ করেন:

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ ثَلاَثًا

অর্থাৎ ধ্বংস হোক কট্টরপন্থীরা। রাসূল ﷺ উক্ত কথাটি তিন বার বলেছেন। (মুসলিম, হাদীস ২৬৭০)

১৪১. নামাযের ফরয, ওয়াজিব কিংবা সুন্নাত সমূহ সঠিকভাবে আদায় না করা অথবা শুধু "ওয়া'আলাইকা" বলে সালামের উত্তর দেয়াঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ غِرَارَ فِيْ صَلاَةٍ وَلاَ تَسْلِيْمٍ

অর্থাৎ নামায ও সালামে কোনভাবেই ত্রুটি করা চলবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ৯২৮)

১৪২. যে কোন অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য কোন পশুর গলায় তার কিংবা সুতা ঝুলানোঃ

আবু বশীর আন্‌সারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ এর সাথে একদা কোন এক সফরে ছিলাম। হঠাৎ কোন এক রাত্রি বেলায় যখন সবাই ঘুমোতে যাচ্ছিলো এমতাবস্থায় তিনি জনৈক প্রতিনিধি পাঠিয়ে সবার মাঝে ঘোষণা দিলেনঃ

لاَ يَبْقَيَنَّ فِيْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ

অর্থাৎ কোন উটের গলায় যেন তার, সুতা কিংবা অন্য কিছু জুলিয়ে না রাখা হয়। কোন কিছু ঝুলানো থাকলে তা অবশ্যই কেটে ফেলতে হবে। (বুখারী, হাদীস ৩০০৫ মুসলিম, হাদীস ২১১৫ আবু দাউদ, হাদীস ২৫৫২)

১৪৩. ওজনবিহীন কোন খাদ্য স্তূপ ওজনবিহীন অন্য কোন খাদ্য স্তূপের বিনিময়ে কিংবা ওজন করা কোন খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করাঃ

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ

অর্থাৎ ওজনবিহীন কোন খাদ্য স্তূপ এ জাতীয় অন্য কোন খাদ্য স্তূপের

বিনিময়ে অথবা ওজন করা কোন খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না। (নাসায়ী, হাদীস ৪৫৫০)

১৪৪. যে কোন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মুসলমানে মুসলমানে দ্বন্দ্ব করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমি জনৈক সাহাবীকে এমনভাবে একটি কোর'আনের আয়াত পড়তে শুনেছি যার বিপরীত পড়াই একদা আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি। অতঃপর আমি তার হাতখানা ধরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি আমাদেরকে বলেন:

كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ، لاَ تَخْتَلِفُوْا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا

অর্থাৎ তোমরা উভয়েই সঠিক পড়েছো। তোমরা কখনো পরস্পর দ্বন্দ্ব করো না। কারণ, তোমাদের পূর্বেকার উম্মতরা একদা পরস্পর দ্বন্দ্ব করেই ধ্বংস হয়ে গেছে। (বুখারী, হাদীস ২৪১০)

১৪৫. কোন পশুর পিঠকে কারোর বক্তব্যের মঞ্চরূপে ব্যবহার করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوْا ظُهُوْرَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ ؛ فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُوْنُوْا بَالِغِيْهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوْا حَاجَتَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা যে কোন পশুর পিঠকে মিম্বার হিসেবে ব্যবহার করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত পশুগুলোকে এ জন্যই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যে, যেন তোমরা সেগুলোর মাধ্যমে এমন এলাকায় পৌঁছুতে পারো যেখানে পৌঁছা এগুলো ছাড়া তোমাদের জন্য খুবই কষ্টকর হবে। এ দিকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য জমিন সৃষ্টি করেছেন। অতএব তোমরা সেখানেই তোমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করো। (আবু দাউদ, হাদীস ২৫৬৭)

১৪৬. কোন অমুসলমানের সালামের উত্তরে "ওয়া'আলাইকুমুস্-সালাম" বলা:

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نُهِيْنَا أَوْ أُمِرْنَا أَنْ لاَ نَزِيْدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى : وَعَلَيْكُمْ

অর্থাৎ আমাদেরকে নিষেধ অথবা আদেশ করা হয়েছে এ মর্মে যে, আমরা যেন ইহুদি ও খ্রিস্টানের সালামের উত্তরে "ওয়া'আলাইকুম" থেকে কোন

কিছু বাড়িয়ে না বলি। (আহ্মাদ্, হাদীস ১২১৩৬ ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ২৫৭৬৩)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا : وَعَلَيْكُمْ

অর্থাৎ যখন তোমাদেরকে ইহুদি-খ্রিস্টানরা সালাম দিবে তখন তোমরা তার উত্তরে বলবে শুধু "ওয়া'আলাইকুম"। (মুসলিম, হাদীস ২১৬৩)

১৪৭. রোযাবস্থায় কাউকে গালি দেয়া:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ : إِنِّيْ صَائِمٌ، وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ

অর্থাৎ রোযাবস্থায় তুমি কখনো কাউকে গালমন্দ করো না। কেউ তোমাকে গালমন্দ করলে তুমি তাকে জানিয়ে দিবে যে, আমি রোযাদার। আর তুমি তখন দাঁড়িয়ে থাকলে সাথে সাথেই বসে পড়বে। (ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৩৪৮৩ ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ১৯৯৪ আহ্মাদ্, হাদীস ৯৫২৮, ১০৫৭১)

১৪৮. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নিকট দুনিয়ার কোন প্রশাসনিক পদ বা নেতৃত্ব চাওয়া:

আব্দুর রহ্মান বিন্ সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

অর্থাৎ হে আব্দুর রহ্মান বিন্ সামুরাহ্! তুমি কারোর নিকট নিজের জন্য প্রশাসনিক কোন পদ চাবে না। কারণ, তা যদি তোমাকে একান্ত তোমার চাওয়ার ভিত্তিতেই দেয়া হয় তা হলে তার গুরুভার একমাত্র তোমার উপরই সোপর্দ করা হবে। তাতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন সহযোগিতাই থাকবে না। আর যদি তা তোমাকে তোমার চাওয়া ছাড়াই এমনিতেই দেয়া হয় তা হলে তাতে আল্লাহ্ তা'আলার সহযোগিতা অবশ্যই থাকবে। (বুখারী, হাদীস ৬৬২২, ৬৭২২ মুসলিম, হাদীস ১৬৫২)

আবু বুর্দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আবু মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে বললেন: আমি একদা আমার বংশীয় দু'জন ব্যক্তিকে নিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলাম। তাদের এক জন ছিলো আমার ডান পার্শ্বে আর অন্য জন ছিলো আমার বাম পার্শ্বে। তারা উভয় জনই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর

নিকট কোন প্রশাসনিক পদ চেয়েছিলো। নবী ﷺ তখন মিসওয়াক করছিলেন। তিনি বললেন: হে আবু মূসা! অথবা হে আব্দুল্লাহ্ বিন্ ক্বাইস্! তুমি কি বলো? আমি বললাম: সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন। তারা ইতিপূর্বে তো তাদের মনের কথা আমাকে বলেনি। আর আমিও ইতিপূর্বে অনুভব করতে পারিনি যে, তারা আপনার নিকট কোন প্রশাসনিক পদ চাবে। নবী ﷺ বললেন: তখন আমি তাঁর মিসওয়াকের দিকেই তাকিয়েছিলাম যা তাঁর ঠোঁটের নিচেই ছিলো এবং ঠোঁট খানা একটু উপরে উঠেছিলো। তিনি বললেন:

لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوْسَى! أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ!

অর্থাৎ আমি কখনো এমন লোককে কোন পদ দেবো না যে তা পাওয়ার আশা করে। বরং তুমি যাও হে আবু মূসা! অথবা হে আব্দুল্লাহ্ বিন্ ক্বাইস্! অতঃপর তিনি আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে কোন দায়িত্ব দিয়ে ইয়েমেনে পাঠিয়ে দিলেন। (মুসলিম, হাদীস ১৭৩৩)

১৪৯. নিজের মুখ ও হাতকে কোন অকল্যাণমূলক ও অসৎ কাজে ব্যবহার করা:

আস্ওয়াদ্ বিন্ আস্বরাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললাম: আমাকে কিছু উপদেশ দিন তখন তিনি বলেন: তুমি কি তোমার হাতের মালিক ? আমি বললাম: আমি যদি আমার নিজের হাতেরই মালিক না হই তা হলে আমি আর কিসেরই বা মালিক ? তিনি আরো বলেন: তুমি কি তোমার জিহ্বার মালিক ? আমি বললাম: আমি যদি আমার নিজের জিহ্বারই মালিক না হই তা হলে আমি আর কিসেরই বা মালিক ? তখন তিনি বললেন:

فَلاَ تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلاَّ مَعْرُوْفًا، وَلاَ تَبْسُطْ يَدَكَ إِلاَّ إِلَى خَيْرٍ

অর্থাৎ তা হলে তুমি তোমার নিজের জিহ্বা দিয়ে ভালো কথা ছাড়া অন্য কিছু বলবে না। তেমনিভাবে তুমি তোমার নিজের হাতকে কল্যাণকর কাজ ছাড়া অন্য কিছুর দিকে সম্প্রসারিত করবে না। (ত্বাবারানী/কবীর, হাদীস ৮১৭)

১৫০. কারোর দু'টি কাপড় থাকা সত্ত্বেও তার একই কাপড়ে নামায পড়া:

বুরাইদাহ্ বিন্ 'হুস্বাইব্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِيْ لِحَافٍ لاَ يَتَوَشَّحُ بِهِ، وَأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِيْ سَرَاوِيْلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাপড়ের কিছু অংশ বাম কাঁধে বেঁধে রাখা ছাড়া কাউকে একই কাপড়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। তেমনিভাবে তিনি নিষেধ করেছেন চাদর বা জামা ছাড়া শুধু পাজামা পরেই কাউকে নামায পড়তে। (আবু দাউদ, হাদীস ৬৩৬)

১৫১. কোন ইমাম সাহেবের তার ফরয নামায শেষে জায়গা পরিবর্তন না করে উক্ত জায়গায়ই কোন নফল নামায আদায় করা:

মুগীরাহ্ বিন্ শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يُصَلِّيْ الْإِمَامُ فِيْ الْمَوْضِعِ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ ؛ حَتَّى يَتَحَوَّلَ

অর্থাৎ কোন ইমাম সাহেব তার ফরয নামাযের জায়গায় কোন নফল নামায পড়বে না যতক্ষণ না সে জায়গা পরিবর্তন করেছে। (আবু দাউদ, হাদীস ৬১৬)

১৫২. নিজ স্ত্রীর যে কোন মার্জনীয় অপরাধের জন্য তাকে চরমভাবে অবজ্ঞা করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

অর্থাৎ কোন মু'মিন পুরুষ যেন (নিজ স্ত্রী) কোন মু'মিন মহিলাকে ঘৃণাভরে চরমভাবে অবজ্ঞা না করে। কারণ, তার একটি চরিত্রে সে তার উপর অসন্তুষ্ট হলেও তার অন্য চরিত্রে সে তার উপর সন্তুষ্ট হতে পারে। (মুসলিম, হাদীস ১৪৬৯)

১৫৩. কোন মু'মিনকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

অর্থাৎ কোন মু'মিনকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ২৭৫১)

১৫৪. আমি অমুক সূরা কিংবা অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি এমন বলা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : نَسِيْتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন এমন না বলে যে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি ; বরং সে বলবে: আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُوْلَ : نَسِيْتُ سُوْرَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ أَوْ نَسِيْتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ

অর্থাৎ কারোর জন্য এমন বলা খুবই নিকৃষ্ট যে, আমি অমুক অমুক সূরা এবং অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি ; বরং সে বলবেঃ আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম, হাদীস ৭৯০)

১৫৫. কোন কথা ভালো শব্দে বলা সম্ভব হলেও তা খারাপ শব্দে বলা:

সাহ্ল বিন্ 'হুনাইফ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : خَبُثَتْ نَفْسِيْ، وَلْيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِيْ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন এমন না বলে যে, আমার অন্তর খবিস কিংবা নোংরা হয়ে গেছে ; বরং বলবে: আমার অন্তর আর পূর্বের অবস্থায় নেই অথবা বলবে: আমার অন্তরের অবস্থা এখন ভালো নয়। (মুসলিম, হাদীস ২২৫১)

১৫৬. কোথাও একবার ধোঁকা খাওয়ার পরও পুনর্বার সেখান থেকে সতর্ক না হওয়া:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

অর্থাৎ কোন মু'মিন যেন একই গর্ত থেকে দু' বার দংশিত না হয় তথা একই জায়গায় দু' বার ধোঁকা না খায়। (বুখারী, হাদীস ৬১৩৩)

১৫৭. কারোর দেয়ালে তার প্রতিবেশীকে কোন কিছু গাড়তে নিষেধ করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِيْ جِدَارِه

অর্থাৎ কোন প্রতিবেশী যেন তার কোন প্রতিবেশীকে তার নিজের দেয়ালে (প্রয়োজনবশত) কোন কাঠের টুকরো অথবা অন্য কোন কিছু গাড়তে নিষেধ না করে। (বুখারী, হাদীস ২৪৬৩)

১৫৮. একমাত্র মানুষের ভয়েই কোন সত্য কথা জেনেশুনেও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তা না বলা:

আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُوْلَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ وَفِيْ رِوَايَة : إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلاَ يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ أَنْ يَقُوْلَ بِحَقٍّ أَوْ يَذْكُرَ بِعَظِيْمٍ

অর্থাৎ মানুষের ভয় যেন তোমাদের কাউকে সত্য কথা জেনেশুনেও তা বলতে বাধা না দেয়। কারণ, এ কথা একেবারেই নিশ্চিত যে, সত্য কথা বলার দরুন কারোর মৃত্যু ঘনিয়ে আসে না এবং কারোর রিযিক তার থেকে দূর হয়ে যায় না। (আহ্মাদ্, হাদীস ১১০৩০, ১১৪৯২, ১১৫১৬, ১১৮৪২, ১১৮৪৯

তিরমিযী, হাদীস ২১৯৬ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪০৭৯ 'হাকিম ৪/৫০৬ ত্বায়ালিসী, হাদীস ২১৫৬)

১৫৯. কোন রুগ্ন ব্যক্তির অন্য কোন সুস্থ ব্যক্তির নিকট বিনা প্রয়োজনে গমন করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تُوْرِدُوْا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ

অর্থাৎ তোমরা কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে (বিনা প্রয়োজনে) কোন সুস্থ ব্যক্তির নিকট নিয়ে যেও না। (বুখারী, হাদীস ৫৭৭১, ৫৭৭৪ মুসলিম, হাদীস ২২২১)

এ কথা নিশ্চিত যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে সংক্রামক রোগ বলতে কিছুই নেই। তবে কোন ব্যক্তির ঈমান নিতান্ত দুর্বল হওয়ার দরুন তার নিকট কোন অসুস্থ ব্যক্তি আসার পর সে যে কোনভাবেই অসুস্থ হয়ে পড়লে সে এ কথা স্বভাবতই মনে করতে পারে যে, উক্ত অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার দরুনই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ; অথচ তার অসুস্থতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায়ই হয়েছে। উক্ত অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার দরুন নয়। তাই উক্ত ভুল চেতনা থেকে যে কোন দুর্বল মু'মিন-মুসলমানকে রক্ষা করার জন্য কোন রুগ্ন ব্যক্তি যেন কোন সুস্থ ব্যক্তির নিকট বিনা প্রয়োজনে না যায়।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ نَوْءَ وَلاَ غُوْلَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُوْنُ فِيْ الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَجِيْءُ الْبَعِيْرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيْهَا، فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا، قَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟

অর্থাৎ ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছুই নেই। কুলক্ষণ বলতেই তা একান্ত অমূলক। হুতোম পেঁচা, সফর মাস, রাশি-নক্ষত্র অথবা পথ ভুলানো ভূত কারোর কোন ক্ষতি করতে পারে না। তখন এক গ্রাম্য ব্যক্তি বললো: হে আল্লাহ্'র রাসূল! কখনো এমন হয় যে, মরুভূমির মধ্যে শায়িত কিছু উট। দেখতে যেমন হরিণ। অতঃপর দেখা যাচ্ছে, চর্ম রোগী একটি উট এসে এগুলোর সাথে মিশে গেলো। তাতে করে সবগুলো উট চর্ম রোগী হয়ে গেলো। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: বলো তো: প্রথমটির চর্ম রোগ কোথা থেকে এসেছে? (বুখারী, হাদীস ৫৭০৭, ৫৭১৭, ৫৭৭০, ৫৭৭৩ মুসলিম, হাদীস ২২২০, ২২২২ আবু দাউদ, হাদীস ৩৯১১, ৩৯১২, ৩৯১৩, ৩৯১৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৬০৫, ৩৬০৬ আহ্মাদ :

২/২৬৭, ৩৯৭ আব্দুর রায্যাক : ১০/৪০৪ ত্বাহাওয়ী/মুশ্কিলুল্ আসা-র, হাদীস ২৮৯১)

১৬০. কবর পাকা করা, কবরের উপর বসা কিংবা কবরের উপর ঘর উঠানো:

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْه، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْه

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর পাকা করতে, কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, হাদীস ৯৭০)

১৬১. কিছু রোদ ও কিছু ছায়ায় বসা:

’আমর বিন্ আস্ওয়াদ্ ’আন্সী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক সাহাবী বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ الضِّحِّ وَالظِّلِّ، وَقَالَ : مَجْلِسُ الشَّيْطَان

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোদ ও ছায়ায় তথা শরীরের কিছু অংশ রোদে আর বাকি অংশ ছায়ায় এমনভাবে বসতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি আরো বলেছেনঃ এটি হচ্ছে শয়তানের বসা। (আহ্মাদ্, হাদীস ১৫৪৫৯)

১৬২. এক পায়ের উপর আরেক পা উঠিয়ে চিত হয়ে শোয়া:

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِه ؛ فَلاَ يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

অর্থাৎ তোমাদের কেউ কখনো চিত হয়ে শয়ন করলে সে যেন তার একটি পা অন্য পায়ের উপর না উঠায়। কারণ, এতে করে তার সতরখানা খুলে যাওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। (তিরমিযী, হাদীস ২৭৬৬)

১৬৩. কাফির ও মুশ্রিকদের পূজ্য ব্যক্তিদেরকে গালি দেয়া, চাই সে দেবতা হোক কিংবা নামধারী পীর-বুযুর্গ:

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

﴿ وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

অর্থাৎ কাফির ও মুশ্রিকরা এক আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না তা হলে তারা বিদ্বেষ ও মূর্খতাবশত মহান আল্লাহ্ তা’আলাকেই গালি দিবে। (আন্’আম : ১০৮)

যদিও কাফির ও মুশ্রিকদের দেব-দেবীদেরকে গালি দেয়া জায়িয কিন্তু

যখন তা মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে গালি দেয়ায় পরোক্ষভাবে উৎসাহ জোগায় তাই তা আর প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে জায়িয থাকছে না।

১৬৪. বিনা প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পানি পান করা কিংবা খানা খাওয়াঃ

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَفِيْ رِوَايَةٍ : زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا : فَالْأَكْلُ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ধমক দিয়েছেন। হযরত ক্বাতাদাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: তা হলে দাঁড়িয়ে খানা খাওয়া কেমন ? তিনি বললেন: তা হচ্ছে আরো নিকৃষ্ট এবং আরো নোংরা কাজ। (মুসলিম, হাদীস ২০২৪)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা জনৈক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে দেখে বললেন: তুমি পানিগুলো বমি করে ফেলে দাও। সে বললো: কেন ? তিনি বললেনঃ তুমি কি চাও তোমার সাথে কোন বিড়াল পানি পান করুক ?! সে বললো: না। তখন তিনি বললেন:

فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ؛ الشَّيْطَانُ

অর্থাৎ আরে তোমার সাথে তো ইতিপূর্বে বিড়াল থেকেও আরো এক নিকৃষ্ট প্রাণী পান পান করেছে। আর সে হচ্ছে শয়তান। (আহ্মাদ্, হাদীস ৭৯৯০ বায্যার, হাদীস ২৮৯৬)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِىْ يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِىْ بَطْنِه ؛ لَاسْتَقَاءَ

অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পানি পানকারী যদি জানতো সে তার পেটে কি ঢুকিয়েছে তা হলে সে বমি করে তা ফেলে দিতো। (আব্দুর রায্যাক, হাদীস ১৯৫৮৮, ১৯৫৮৯ আহ্মাদ্, হাদীস ৭৭৯৫, ৭৭৯৬)

১৬৫. কোন নামাযের ইমামতি করতে গিয়ে ইমাম সাহেবের মুক্বতাদীদের তুলনায় আরো উঁচু জায়গায় দাঁড়ানোঃ

'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ ؛ فَلاَ يَقُمْ فِيْ مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِهِمْ

অর্থাৎ কেউ কারোর নামাযের ইমামতি করতে গেলে সে যেন তাদের চাইতে আরো উঁচু জায়গায় না দাঁড়ায়। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৯৮)

১৬৬. কেউ কাউকে আঘাত করলে ক্ষত শুকানোর পূর্বেই উহার ক্ষতিপূরণ দাবি করা:

'আমর বিন্ শু'আইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি একটি শিং দিয়ে তাঁর হাঁটুতে আঘাত করলে তিনি রাসূল ﷺ এর নিকট গিয়ে বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আপনি তার থেকে আমার ক্বিসাস (আঘাতের পরিবর্তে আঘাত) নিন। রাসূল ﷺ বললেন: তুমি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করো। কিছু দিন পর তিনি আবারো রাসূল ﷺ এর নিকট গিয়ে বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আপনি তার থেকে আমার ক্বিসাস নিন। তখন রাসূল ﷺ উক্ত ব্যক্তি থেকে তাঁর জন্য ক্বিসাস নিলেন। ইতিমধ্যে আরো কিছু দিন অতিবাহিত হলে তিনি আবারো রাসূল ﷺ এর নিকট গিয়ে বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আমি তো এখন খোঁড়া হয়ে গিয়েছি। তখন রাসূল ﷺ বললেন:

قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِيْ، فَأَبْعَدَكَ اللهُ وَبَطَلَ عَرَجُكَ، ثُمَّ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ

অর্থাৎ আমি তো তোমাকে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তুমি তা শুনোনি। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নিজ কৃপা থেকে দূরে রাখুন! তোমার খোঁড়ামির আর কোন ক্ষতিপূরণ নেই। অতঃপর রাসূল ﷺ কারোর আঘাতের ক্বিসাস নিতে করেছেন যতক্ষণ না আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যায়। (আহ্মাদ্, হাদীস ৭০৩৪ বায়হাক্বী, হাদীস ১৫৮৯৪ আব্দুর রায্যাক, হাদীস ১৭৯৯১ দারাক্বুত্বনী, হাদীস ২৪)

১৬৭. কোন পশুকে কারোর তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু বানানো:

হিশাম বিন্ যায়েদ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আমার দাদা আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে 'হাকাম বিন্ আইয়ূবের বাড়িতে গেলে তিনি দেখলেন, কিছু ছেলেপিলে একটি মুরগীকে বেঁধে রেখে সবাই তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করছে তখন তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ কোন গৃহপালিত পশুকে আটকে রেখে তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, হাদীস ৫৫১৩ মুসলিম, হাদীস ১৯৫৬ আবু দাউদ, হাদীস ২৮১৬)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

অর্থাৎ তোমরা কোন প্রাণীকে তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু বানিও না। (বুখারী, হাদীস ৫৫১৫ মুসলিম, হাদীস ১৯৫৭)

১৬৮. তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু বানানো কোন পশুর গোস্ত খাওয়া:

আবুদ্দার্দা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ، وَهِيَ الَّتِيْ تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু বানানো কোন পশুর গোস্ত খেতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, হাদীস ১৪৭৩)

১৬৯. চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আগুনে পোড়ানো কোন লোহা দিয়ে শরীরের যে কোন জায়গায় দাগ দেয়া:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

الشِّفَاءُ فِيْ ثَلَاثَةٍ : شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِيْ عَنِ الْكَيِّ

অর্থাৎ তিন জিনিসে চিকিৎসা রয়েছে: মধু পানে, শিঙা লাগানোয় তথা শরীর থেকে দূষিত রক্ত বের করায় এবং আগুনে পোড়ানো লোহা দিয়ে শরীরের কোন জায়গায় দাগ দেয়ায়। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুনে পোড়ানো লোহা দিয়ে শরীরের কোন জায়গায় দাগ দিতে নিষেধ করছি। (বুখারী, হাদীস ৫৬৮০, ৫৬৮১)

'ইমরান বিন্ 'হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا

অর্থাৎ নবী ﷺ আগুনে পোড়ানো লোহা দিয়ে শরীরের কোন জায়গায় দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। এরপরও আমরা আগুনে পোড়ানো লোহা দিয়ে শরীরে দাগ দিয়েছি। তবে আমরা এতে কোন সফলতা পাইনি। কখনো সফলকাম হইনি। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৬৫)

১৭০. যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাফির মহিলা কিংবা বাচ্চাদেরকে হত্যা করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُوْلَةٌ فِيْ بَعْضِ مَغَازِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কোন এক যুদ্ধে জনৈকা কাফির মহিলাকে হত্যাকৃত অবস্থায় পাওয়া গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন থেকে কোন কাফির মহিলা কিংবা বাচ্চাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, হাদীস ৩০১৪, ৩০১৫ মুসলিম, হাদীস ১৭৪৪)

১৭১. কারোর সম্মুখে তার ভূয়সী প্রশংসা করা:

মু’আবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন:

إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ

অর্থাৎ তোমরা একে অপরের প্রশংসা করা থেকে দূরে থাকো। কারণ, সম্মুখ প্রশংসা হচ্ছে কাউকে জবাই করার শামিল। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮১১)

আবু বাক্রাহ্ রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে অন্য জনের প্রশংসা করছিলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশংসাকারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَاراً، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً صَاحِبَهُ لاَ مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلاَناً، وَاللهُ حَسِيْبُهُ، وَلاَ أُزَكِّيْ عَلَى اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ كَذَا وَكَذَا

অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও! তুমি ওর ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছো। তুমি ওর ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছো। এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েক বার বলেছেন। তবে যদি তোমাদের কেউ অবশ্যই কারোর প্রশংসা করতে চায় তাহলে সে যেন বলেঃ আমি ধারণা করছি, তবে আল্লাহ্ তা’আলাই ভালো জানেন। আমি তাঁর উপর কারোর পবিত্রতা বর্ণনা করতে চাই না। আমি ধারণা করছি, সে এমন এমন। সে ও ব্যক্তির ব্যাপারে ততটুকুই বলবে যা সে তার ব্যাপারে ভালোভাবেই জানে। (বুখারী, হাদীস ২৬৬২, ৬০৬১ মুসলিম, হাদীস ৩০০০ আবু দাউদ, হাদীস ৪৮০৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮১২)

এমনকি রাসূল ﷺ কাউকে কারোর সম্মুখে প্রশংসা করতে দেখলে তার চেহারায় মাটি ছুঁড়ে মারতে নির্দেশ দিয়েছেন।

হাম্মাম (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা জনৈক ব্যক্তি 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সম্মুখে তাঁর প্রশংসা করলে মিক্বদাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার চেহারায় মাটি ছুঁড়ে মারেন এবং বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ

অর্থাৎ যখন তোমরা প্রশংসাকারীদেরকে দেখবে তখন তোমরা তাদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারবে। (মুসলিম, হাদীস ৩০০২ আবু দাউদ, হাদীস ৪৮০৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮১০)

রাসূল ﷺ কারোর সম্মুখে তার ভূয়সী প্রশংসা করতে এ জন্যই নিষেধ করেছেন যেন তার প্রশংসায় কোন রকম অমূলক বাড়াবাড়ি করা না হয় এবং সেও ব্যক্তিগতভাবে নিজ আত্ম-অহমিকা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

১৭২. কোন রকম যাচাই-বাচাই ছাড়াই নিজ অধীনস্থদের কামাই গ্রহণ করা:

রা'ফি' বিন্ খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ، حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ ؟!

অর্থাৎ রাসূল ﷺ যে কোন মনিবকে তার বান্দির কামাইয়ের সঠিক উৎস না জেনে তা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৪২৭)

১৭৩. কাউকে শিঙা লাগিয়ে পয়সা কামানো:

রা'ফি' বিন্ খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ

অর্থাৎ কুকুরের বিক্রিলব্ধ পয়সা নিকৃষ্ট, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারলব্ধ পয়সা এবং কারোর শরীর থেকে দূষিত রক্ত বের করে উপার্জিত পয়সা নিকৃষ্ট। (মুসলিম, হাদীস ১৫৬৮ আবু দাউদ, হাদীস ৩৪২১)

মু'হায়্যেসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদা রাসূল ﷺ এর নিকট শরীর থেকে দূষিত রক্ত বেরকারীর উপার্জিত পয়সা নেয়ার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে তা নিতে নিষেধ করেছেন। তিনি রাসূল ﷺ কে এ ব্যাপারে বারবার জিজ্ঞাসা করলে রাসূল ﷺ তাঁকে বলেন:

أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيْقَكَ

অর্থাৎ তুমি তা তোমার উট ও গোলামকে খেতে দাও। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৪২২)

১৭৪. বিনা প্রয়োজনে কোন প্রাণীকে হত্যা করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ كُلِّ ذِيْ رُوْحٍ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ (বিনা প্রয়োজনে) কোন প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। (ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১২৬৩৯)

১৭৫. কোর'আন ও হাদীসের চাইতে কবিতার গুরুত্ব বেশি দেয়া:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

অর্থাৎ কারোর পেট কবিতা দিয়ে ভরার চাইতে তা সম্পূর্ণরূপে পুঁজ দিয়ে ভরা অনেক ভালো। (বুখারী, হাদীস ৬১৫৫ মুসলিম, হাদীস ২২৫৭)

১৭৬. বিনা প্রয়োজনে প্রশাসকদের নিকটবর্তী হওয়া:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتَتَنَ، وَمَا ازْدَادَ أَحَدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْبًا إِلاَّ ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মরুভূমিতে অবস্থান করে তার অন্তর ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি কোন শিকারের পিছু নেয় সে অন্য ব্যাপারে গাফিল হয়ে যায়। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি প্রশাসকের দ্বারস্থ হয় সে ফিতনায় পড়ে। মূলতঃ যে ব্যক্তি যতো বেশি প্রশাসকের নিকটবর্তী হবে সে ততো বেশি আল্লাহ্ তা'আলা থেকে দূরে সরে যাবে। (আহ্মাদ্, হাদীস ৮৮২৩, ৯৬৮১ বায়হাক্বী, হাদীস ২০০৪২)

'আমর বিন্ সুফ্ইয়ান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِيَّاكُمْ وَأَبْوَابَ السُّلْطَانِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ صَعْبًا هُبُوْطًا

অর্থাৎ তোমরা প্রশাসকদের দরজা থেকে দূরে থাকো। কারণ, তা কঠিন ও লাঞ্ছনাকর। (আস্-সিল্সিলাতুস্-স্বা'হী'হাহ্, হাদীস ১২৫৩)

১৭৭. বিনা প্রয়োজনে মানুষের কোন চলার পথে অবস্থান করা:

আবু সা'ঈদ্ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَات، فَقَالُوْا : مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا، قَالَ : فَإِذَا أَتَيْتُمْ إِلَى الْمَجَالِسِ فَأَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا، قَالُوْا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ ؟ قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থাৎ তোমরা মানুষের চলার পথে বসা থেকে দূরে থাকো। সাহাবাগণ বললেন: মানুষের চলার পথ ছাড়া তো আমাদের আর কোন উপায় নেই। এটিই তো আমাদের একমাত্র বসার জায়গা। এখানে বসেই তো আমরা পরস্পর আলোচনা করি। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: যখন তোমরা মানুষের চলার পথেই বসবে তখন তোমরা এর অধিকারগুলো অবশ্যই রক্ষা করবে। সাহাবাগণ বললেন: পথের অধিকারগুলো কি ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ কোন হারাম কিছু দেখলে তা থেকে নিজের চোখকে নিম্নগামী করা, কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, কেউ সালাম দিলে তার সালামের উত্তর দেয়া, কাউকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। (বুখারী, হাদীস ২৪৬৫ মুসলিম, হাদীস ২১২১)

১৭৮. খরচের প্রয়োজনীয় জায়গা সমূহে খরচ করতে কার্পণ্য করা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومًا مَّحۡسُورًا ﴾

অর্থাৎ তুমি তোমার হাতখানা একেবারেই কাঁধে গুটিয়ে রাখবে না। না তা একেবারেই সম্প্রসারিত করে রাখবে। তা হলে তুমি একদা নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। (ইস্‌রা'/ বানী ইসরাঈল : ২৯)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا

অর্থাৎ তোমরা যা তোমাদের নিকট নেই এমন জিনিস পাওয়ার জন্য একেবারেই অস্থির হয়ে পড়ো না। কারণ, এমন অস্থিরতায় পড়েই তো

একদা তোমাদের পূর্বেকার উম্মতরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মূলতঃ এমন অস্থিরতাই তাদেরকে কার্পণ্য শিখিয়েছে ফলে তারা কৃপণ হয়ে গিয়েছে। এমন অস্থিরতাই তাদেরকে নিজ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা শিখিয়েছে ফলে তারা নিজ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে। এমন অস্থিরতাই তাদেরকে হারাম কাজ করা শিখিয়েছে ফলে তারা হারামে লিপ্ত হয়েছে। (আহ্মাদ্, হাদীস ৬৪৮৭ আবু দাউদ, হাদীস ১৬৯৮)

১৭৯. কোন মুসলমানের ব্যাপারে যে কোন অমূলক ধারণা করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّــنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلاَ تَجَسَّسُوْا، وَلاَ تَحَسَّــسُوْا، وَلاَ تَنَاجَشُوْا، وَلاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوْا، وَلاَ تَبَاغَضُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

অর্থাৎ তোমরা কারোর ব্যাপারে অমূলক ধারণা থেকে বিরত থাকো। কারণ, কারোর ব্যাপারে অমূলক ধারণা মহা মিথ্যারই অন্তর্গত। তোমরা কারোর ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করো না। কারোর কোন খবরগিরি করো না। কারোর ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি করো না। কাউকে হিংসা করো না। কারোর পিছনে পড়ো না। বরং তোমরা সবাই এক আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা তথা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। (বুখারী, হাদীস ৫১৪৩, ৬০৬৪, ৬০৬৬ মুসলিম, হাদীস ২৫৬৩)

১৮০. ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা:

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِيْ الدِّيْنِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِيْ الدِّيْنِ

অর্থাৎ হে মানুষ সকল! তোমরা ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। কারণ, তোমাদের পূর্বেকার সকল উম্মাত শুধু এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩০৮৫ ইব্নু হিব্বান্, হাদীস ১০১১)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ

অর্থাৎ সীমা লজ্ঘনকারীরা ধ্বংস হোক! রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বাক্যটি তিন বার উচ্চারণ করেন। (মুসলিম, হাদীস ২৬৭০ আবু দাউদ, হাদীস ৪৬০৮)

১৮১. এমন কাজ করা যাতে করে পরবর্তীতে উক্ত কাজের জন্য অন্যের নিকট কৈফিয়ত দিতে হয়:

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

اُذْكُرِ الْمَوْتَ فِيْ صَلاَتِكَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِيْ صَلاَتِه لَحَرِيٌّ أَنْ يُحْسِنَ صَلاَتَهُ، وَصَلِّ صَلاَةَ رَجُلٍ لاَ يَظُنُّ أَنَّهُ يُصَلِّيْ صَلاَةً غَيْرَهَا، وَإِيَّاكَ وَكُلَّ أَمْرٍ يُعْتَذَرُ مِنْهُ

অর্থাৎ নামাযরত অবস্থায় মৃত্যুর কথা স্মরণ করো। কারণ, কেউ নামায পড়ার সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে সে অবশ্যই তার নামায খানা অত্যন্ত সুন্দর করে পড়বে। এমন ব্যক্তির নামাযের ন্যায় নামায পড়ো যে এমন মনে করে না যে সে এরপরও তার জীবনে কোন নামায পড়বে। এমন কাজ করা থেকে বহু দূরে থাকো যা করলে একদা তোমাকে উক্ত কাজের জন্য অন্যের নিকট কৈফিয়ত দিতে হবে। (আস্-সিল্সিলাতুস্-স্বা'হী'হাহ্, হাদীস ১৪২১)

আবু আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমাকে অতি সংক্ষেপে কিছু কথা শিক্ষা দিন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِذَا قُمْتَ فِيْ صَلاَتِكَ فَصَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ، وَلاَ تَكَلَّمْ بِكَلاَمٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِيْ أَيْدِيْ النَّاسِ

অর্থাৎ যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে তখন দুনিয়া থেকে অচিরেই বিদায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নামাযের ন্যায় নামায পড়ো। এমন কথা বলবে না যা বললে একদা তোমাকে উক্ত কথার জন্য অন্যের নিকট কৈফিয়ত দিতে হবে এবং মানুষের ধন-সম্পদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরাশ থাকবে তথা তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ারই আশা করবে না। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪২৪৬)

১৮২. কোরবানীর পশুর চামড়া কারোর নিকট বিক্রি করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِه فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ কোরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করলো তার কোরবানী আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। (স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৭৫২১)

তবে সে টাকা গরিবকে দান করার জন্য বিক্রি করা হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই।

১৮৩. সম্পদে, স্বাস্থ্যে কিংবা শারীরিক গঠনে কাউকে নিজের চেয়ে উন্নত দেখে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴾

অর্থাৎ যে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাউকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তা তোমরা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না। পুরুষরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে। আর নারীরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে। বরং তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (নিসা' : ৩২)

বরং কখনো ধন-সম্পদে বা গঠন-আকৃতিতে উন্নত এমন কারোর দিকে আপনার চোখ পড়ে গেলে সাথে সাথেই এ ব্যাপারে আপনার চেয়েও নিম্ন এমন কারোর দিকে আপনি তাকাবেন। তা হলেই আপনি সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি একান্তভাবে কৃতজ্ঞ থাকতে পারবেন।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِيْ الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ শারীরিক গঠন কিংবা ধন-সম্পদে শ্রেষ্ঠ এমন কারোর প্রতি তোমাদের কারোর দৃষ্টি পড়লে সে যেন এ ব্যাপারে তার চেয়ে নিচু ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে যার উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। (বুখারী, হাদীস ৬৪৯০ মুসলিম, হাদীস ২৯৬৩)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

اُنْظُرُوْا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلاَ تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ তোমরা সর্বদা তোমাদের নিচের লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। কখনো উপরের লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। তা হলে আশা করা যায় যে, তোমরা একদা তোমাদের উপর অর্পিত আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নি'মত অবহেলা করবে না। (মুসলিম, হাদীস ২৯৬৩)

১৮৪. বিনা প্রয়োজনে বিশেষ করে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার নামে বেশি বেশি কসম খাওয়া:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

অর্থাৎ তোমরা সৎকাজ, আল্লাহ্ভীরুতা ও মানুষের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিগ্রহের সুষ্ঠু মীমাংসা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নামকে তোমাদের কসমের লক্ষ্যবস্তু বানিও না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। (বাক্বারাহ্ : ২২৪)

আবু ক্বাতাদাহ্ আন্সারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিম্নোক্ত কথা বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

অর্থাৎ তোমরা কোন কিছু বিক্রি করতে গিয়ে অযথা বেশি বেশি কসম খাওয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। কারণ, কোন কিছু বিক্রির সময় কসম খেলে তা অতি দ্রুত বিক্রি হয়ে যায় ঠিকই। তবে এ জাতীয় লাভে কোন বরকত থাকে না। (মুসলিম, হাদীস ১৬০৭)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিম্নোক্ত কথা বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ

অর্থাৎ কোন পণ্য বিক্রির সময় কসম খেলে তা অতি দ্রুত বিক্রি হয় ঠিকই। তবে তাতে সত্যিকারার্থে কোন লাভ নেই। তথা বরকত নেই। (মুসলিম, হাদীস ১৬০৬)

১৮৫. দাঁড়িয়ে জুতা পরা:

জাবির, আবু হুরাইরাহ্ ও আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا

অর্থাৎ রাসূল ﷺ যে কোন কাউকে দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৪১৩৫ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ৩৬৮৫, ৩৬৮৬)

কারণ, কিছু জুতা এমন রয়েছে যে, তা পরতে হলে বসতে হয়। যদি তা বসে পরা না হয় তাহলে তা দাঁড়িয়ে পরার সময় লোকটির মাটিতে পড়ে যাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। তাই রাসূল ﷺ এমন জুতা দাঁড়িয়ে পরতে নিষেধ করেছেন। তবে যে জুতা পরতে বসতে হয় না। যেমনঃ স্যাণ্ডেল। তাহলে তা দাঁড়িয়েও পরা যেতে পারে।

১৮৬. একটি মাত্র জুতা অথবা একটি মাত্র মোজা পরে চলাফেরা করা:

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلاَ يَمْشِ فِيْ خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَحْتَبِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلاَ يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ

অর্থাৎ তোমাদের কারোর একটি জুতার পিতা ছিঁড়ে গেলে সে যেন আরেকটি জুতা পরে চলাফেরা না করে যতক্ষণ না সে উক্ত জুতার পিতা ঠিক করে নেয়। তেমনিভাবে তোমাদের কেউ যেন একটি মোজা পরে চলাফেরা না করে এবং বাম হাত দিয়ে কোন কিছু না খায়। তেমনিভাবে তোমাদের কেউ যেন একটি কাপড় শরীরে এমনভাবে পেঁচিয়ে না পরে যাতে করে তার লজ্জাস্থান খুলে যায় অথবা এমনভাবে পেঁচিয়ে না পরে যাতে করে তার হাতগুলো সহজে বের করা না যায়। (মুসলিম, হাদীস ২০৯৯)

১৮৭. শাস্তিপ্রাপ্ত কোন জাতির শাস্তির এলাকা বিনা কান্নায় স্বাভাবিকভাবেই অতিক্রম করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ যখন 'হিজ্‌র তথা সামূদ্ জাতির শাস্তির এলাকা অতিক্রম করছিলেন তখন তিনি সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ، ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হয়ে নিজের উপর নিজে যুলুম করেছে তাদের এলাকায় তোমরা কান্নারত অবস্থা ছাড়া পদার্পণ করো না। তা না হলে তোমরা সে শাস্তিতেই নিপতিত হবে যাতে তারা একদা নিপতিত হয়েছে। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ মাথা খানা ঢেকে দ্রুত উক্ত এলাকা অতিক্রম করেন। (বুখারী, হাদীস ৪৩৩, ৩৩৮০, ৩৩৮১, ৪৪১৯, ৪৪২০, ৪৭০২ মুসলিম, হাদীস ২৯৮০)

১৮৮. কারোর কবরকে জমিন থেকে এক বিঘতের বেশি উঁচু করা:

আবুল্ হাইয়াজ্ আসাদী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদা আমাকে বললেন:

أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟! أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً وَلاَ صُوْرَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْراً مُشْرِفاً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ

অর্থাৎ আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবো না যে কাজে আমাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠিয়েছেন?! তুমি কোন মূর্তি বা ছবি পেলে তা মুছে দিবে এবং কোন উঁচু কবর পেলে তা সমান করে দিবে। (মুসলিম, হাদীস ৯৬৯ আবু দাউদ, হাদীস ৩২১৮ তিরমিযী, হাদীস ১০৪৯ নাসায়ী : ৪/৮৮-৮৯ আহ্মাদ্ : ১/৯৬, ১২৯ হা'কিম : ১/৩৬৯)

১৮৯. দিগ্‌বিদিক পাথর কিংবা ঢিল ছোঁড়া:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মুগাফ্ফাল মুযানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ : إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিগ্‌বিদিক পাথর কিংবা ঢিল ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেনঃ এতে না কোন শিকার মারা যায় ; না কোন শত্রু ঘায়েল হয়। বরং এতে হয়তো বা কারোর চোখ নষ্ট হয় অথবা কারোর দাঁত ভেঙ্গে যায়। (বুখারী, হাদীস ৬৩২০ মুসলিম, হাদীস ১৯৫৪)

১৯০. নামাযে রুকু' কিংবা সিজ্দাহ্রত অবস্থায় কুর'আন তিলাওয়াত করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَلاَ وَإِنِّيْ نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الــرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِيْ الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা কি জানো না যে, আমাকে রুকু' কিংবা সিজ্দাহ্রত অবস্থায় কুর'আন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তোমরা রুকু' অবস্থায় মহান প্রভুর মহত্ত্ব কীর্তন করবে এবং সিজ্দাহ্রত অবস্থায় বেশি বেশি দো'আ করবে। আশা করা যায় আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত দো'আ কবুল করবেন। (মুসলিম, হাদীস ৪৭৯)

১৯১. কোন মুক্তাদীর জন্য আগের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পরের কাতারে তার একাকী নামায পড়া:

'আলী বিন্ শাইবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা রাসূল ﷺ এর পিছনে নামায পড়ছিলাম। নামায শেষে তিনি জনৈক ব্যক্তিকে মুসল্লীদের কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়তে দেখলেন। রাসূল ﷺ তার নিকট দাঁড়িয়ে তার নামায খানা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। অতঃপর তার নামায শেষে তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

اِسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ، فَلاَ صَلاَةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

অর্থাৎ তোমার নামায খানা আবার নতুন করে পড়ে নাও। কারণ, কেউ কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়লে তার নামায আদায় হয় না। (ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ১৫৬৯)

১৯২. বিনা প্রয়োজনে মসজিদের মাঝে অবস্থিত বড় বড় খুঁটি সমূহের মধ্যবর্তী জায়গায় নামায পড়া:

কুর্রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّوَارِيْ، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا

অর্থাৎ আমাদেরকে খুঁটি সমূহের মধ্যবর্তী জায়গায় নামায পড়তে নিষেধ করা হতো। এমনকি সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হতো। (ইব্নু খুযাইমাহ্,

হাদীস ১৫৬৭)

১৯৩. দুনিয়ার উদ্দেশ্যে যে কোন এলাকার কোন মসজিদে একত্রিত হওয়া:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

سَيَكُوْنُ فِيْ آخرِ الزَّمَان قَوْمٌ يَجْلِسُوْنَ فِيْ الْمَسَاجِد حِلَقًا حِلَقًا إِمَامُهُمُ الدُّنْيَا فَـــلاَ تُجَالِسُوْهُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلَّه فِيْهِمْ حَاجَةٌ

অর্থাৎ অচিরেই দুনিয়ার শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায় আসবে যারা মসজিদে মসজিদে গোলাকার হয়ে বসবে। তাদের মূল লক্ষ্য হবে দুনিয়া। তোমরা কখনো তাদের সাথে বসবে না। কারণ, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার কোন প্রয়োজন নেই। (আস্-সিল্সিলাতুস্-স্বা'হী'হাহ্, হাদীস ১১৬৩)

১৯৪. কোন ইমাম সাহেব নামাযের প্রথম বৈঠক করতে ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে গেলে প্রথম বৈঠকের জন্য তাঁর আবারো ফিরে আসা:

মুগীরা বিন্ শু'বা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ ؛ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

অর্থাৎ কোন ইমাম সাহেব যদি প্রথম বৈঠক না করে দু' রাক'আত নামায পড়েই দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর সম্পূর্ণরূপে দাঁড়ানোর আগেই তার তা স্মরণ আসে তা হলে সে যেন প্রথম বৈঠকের জন্য অবশ্যই বসে পড়ে। আর যদি সে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায় তা হলে সে যেন আর না বসে। বরং ভুলের জন্য দু'টি সাজ্দাহ্ দিয়ে দেয়। (আবু দাউদ, হাদীস ১০৩৬)

১৯৫. রমযান মাসে ই'তিকাফ্ থাকাবস্থায় রাত্রি বেলায় স্ত্রী সহবাস করা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا

كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾

অর্থাৎ রোযার রাত্রিতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোশাক তুল্য এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাকের ন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা জানেন তোমাদের আত্মসাৎ সম্পর্কে। তাই তিনি তোমাদের তাওবা গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা তোমাদের জন্য বরাদ্দকৃত সন্তানের আশায় (রোযার রাত্রিতে) তাদের সাথে সঙ্গম করতে পারো। ... তবে তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ্ থাকাবস্থায় তাদের সাথে সঙ্গম করো না। এটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সীমানা। তাই তোমরা এর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন যাতে তারা সংযত তথা আল্লাহ্‌ভীরু হতে পারে। (বাক্বারাহ্ : ১৮৭)

১৯৬. মসজিদে দেরিতে এসেও পুনরায় মানুষের ঘাড় টপকিয়ে ইমামের নিকটবর্তী হওয়া:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ বুস্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ : اِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় টপকিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছে দেখে তিনি তাকে বললেনঃ বসো। তুমি এমনিতেই মসজিদে দেরি করে এসেছো। আবারো মানুষকে কষ্ট দিচ্ছো। (ইব্‌নু খুযাইমাহ্, হাদীস ১৮১১)

১৯৭. নামাযরত অবস্থায় এদিক ওদিক তাকানো:

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নামাযরত অবস্থায় এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:

هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ

অর্থাৎ তা হচ্ছে শয়তানের ছোঁ। যার মাধ্যমে সে তোমাদের কারোর নামাযের মনোযোগিতা ছিনিয়ে নেয়। (বুখারী, হাদীস ৭৫১, ৩২৯১)

১৯৮. রাত্রি বেলায় কারোর একাকী সফর করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيْ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ

অর্থাৎ যদি মানুষ জানতো একাকিত্বের কি ক্ষতি যা আমি জানি তা হলে কোন আরোহী মাত্রই রাত্রি বেলায় একাকী ভ্রমণ করতো না। (বুখারী, হাদীস ২৯৯৮)

১৯৯. মানুষের ধন-সম্পদের প্রতি লোভী হওয়া কিংবা তাদের কাছ থেকে কোন কিছু পাওয়ার আশা করা:

আবু আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমাকে অতি সংক্ষেপে কিছু কথা শিক্ষা দিন। তখন রাসূল ﷺ বলেন:

إِذَا قُمْتَ فِيْ صَلاَتِكَ فَصَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ، وَلاَ تَكَلَّمْ بِكَلاَمٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِيْ أَيْدِيْ النَّاسِ

অর্থাৎ যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে তখন দুনিয়া থেকে অচিরেই বিদায় গ্রহণকারী ব্যক্তির নামাযের ন্যায় নামায পড়ো। এমন কথা বলবে না যা বললে একদা তোমাকে উক্ত কথার জন্য অন্যের নিকট কৈফিয়ত দিতে হবে এবং মানুষের ধন-সম্পদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরাশ থাকবে তথা তাদের কাছ থেকে কোন কিছু পাওয়ারই আশা করবে না। (আহ্মাদ্ ৫/৪১২ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪২৪৬ আবু নু'আইম/হিল্ইয়াহ্ ১/৩৬২)

২০০. কেউ কারোর আমানতে খিয়ানত করলে তার আমানতে অন্যের খিয়ানত করা:

আবু হুরাইরাহ্ ও মা'হাক্ আল-মাক্কী (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

অর্থাৎ কেউ তোমার নিকট কোন কিছু আমানত রাখলে তা সম্পূর্ণরূপে আদায় করবে এবং কেউ তোমার আমানতে খিয়ানত করলে তুমি তার আমানতে খিয়ানত করবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৩৪, ৩৫৩৫)

২০১. স্বামীর অনুমতি ছাড়াই কারোর ঘরে ঢুকে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলা:

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَنْ تُكَلَّمَ النِّسَاءُ – يَعْنِيْ: فِيْ بُيُوْتِهِنَّ – إِلاَّ بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বামীর অনুমতি ছাড়া কারোর ঘরে ঢুকে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। (আস্-সিল্সিলাতুস্-স্বা'হী'হাহ্, হাদীস ৬৫২)

২০২. কাউকে তার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বুঝায় এমন শব্দে তথা বান্দাহ্-বান্দি বলে ডাকা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَقُلْ أَحَدُكُـــمْ : عَبْدِيْ، أَمَتِيْ، كُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ، وَلْيَقُلْ: غُلاَمِيْ، جَارِيَتِيْ، وَفَتَايَ، وَفَتَاتِيْ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন না বলে: আমার বান্দাহ্ এবং আমার বান্দি। কারণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্'র বান্দাহ্ এবং তোমাদের সকল মহিলা আল্লাহ্'র বান্দি। বরং বলবে: আমার কাজের ছেলে এবং আমার কাজের মেয়ে। আমার যুবক এবং আমার যুবতী। (আদাবুল-মুফ্রাদ্, হাদীস ২০৯)

২০৩. আল্লাহ্ তা'আলার কোন গুণবাচক নামে নিজের নাম কিংবা উপনাম রাখা:

হা'নী বিন্ ইয়াযীদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: তিনি একদা তাঁর গোত্রের লোকদের সাথে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আগমন করলে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুনতে পান যে, সবাই তাঁকে আবুল-'হাকাম বলে ডাকে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ডেকে বললেন:

إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تَكَنَّيْتَ بِأَبِيْ الْحَكَمِ ؟!

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা একক মহান বিচারপতি। তার উপরই সকল বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত। তা হলে তুমি আবুল-'হাকাম উপনামটি নিজের জন্য গ্রহণ করলে কেন? (আদাবুল-মুফ্রাদ্, হাদীস ৮১১)

তিনি বললেন: না, আমি তা নিজে গ্রহণ করিনি। বরং আমার গোত্র যখন কোন ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতো তখন তারা আমার

নিকট আসলে আমি তাদের মাঝে উপযুক্ত বিচার-ফায়সালা করে দিলে তারা উভয় পক্ষ খুশি হতো। রাসূল ﷺ বললেন: ব্যাপারটি তো খুবই চমৎকার। অতঃপর বললেন: তোমার কি কোন সন্তান আছে? তিনি বললেন: আমার চারটি সন্তান আছে। তারা হলো: শুরাইহ্, আব্দুল্লাহ্, মুসলিম ও হানী। রাসূল ﷺ বললেন: তাদের মধ্যে বড়ো কে? তিনি বললেন: শুরাইহ্। তখন রাসূল ﷺ বললেন: তা হলে তুমি হচ্ছো আবু শুরাইহ্। অতঃপর রাসূল ﷺ তার ও তার সন্তানের জন্য দো'আ করলেন।

২০৪. আরব উপদ্বীপে কোন ইহুদি, খ্রিস্টান কিংবা মুশ্রিকের বসবাস করতে দেয়া:

আবু 'উবাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَخْرِجُوْا يَهُوْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ شِـــرَارَ النَّاسِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

অর্থাৎ তোমরা আরব উপদ্বীপ থেকে নাজরান ও 'হিজায অধিবাসী ইহুদিদেরকে বের করে দাও এবং জেনে রাখো, সর্ব নিকৃষ্ট মানুষ হচ্ছে ওরা যারা নিজেদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। (আহ্মাদ্, হাদীস ১৬৯১ 'হুমাইদী, হাদীস ৮৫)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَخْرِجُوْا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَ أَجِيْزُوْا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيْزُهُمْ

অর্থাৎ তোমরা আরব উপদ্বীপ থেকে মুশ্রিক তথা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বের করে দাও। তবে তোমরা তাদের প্রতিনিধি দলকে প্রবেশের অনুমতি দিবে যেভাবে আমি তাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিতাম। (বুখারী, হাদীস ৩০৫৩, ৩১৬৮, ৪৪৩১ মুসলিম, হাদীস ১৬৩৭ আহ্মাদ্, হাদীস ১৯৩৫ আবু দাউদ, হাদীস ৩০২৯)

'উমর বিন্ খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَئِنْ عِشْتُ – إِنْ شَاءَ اللهُ – لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِمًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ চায়তো আমি আরো কিছু দিন বেঁচে থাকলে ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে অবশ্যই বের করে দেবো। যেন এতে মুসলমান ছাড়া আর কেউ না থাকে। (মুসলিম, হাদীস ১৭৬৭ তিরমিযী, হাদীস ১৬০৬, ১৬০৭ আবু দাউদ, হাদীস ৩০৩০)

২০৫. কোন নামাযের ওযু শেষে উক্ত নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত উক্ত ওযুকারীর এক হাতের আঙ্গুলগুলোকে অন্য হাতের আঙ্গুলগুলোর মাঝে প্রবেশ করানো:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلاَةِ، فَلاَ يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِه

অর্থাৎ তোমাদের কেউ কোন নামাযের জন্য ওযু করলে সে যেন তার এক হাতের আঙ্গুলগুলোকে অন্য হাতের আঙ্গুলগুলোর মাঝে প্রবেশ না করায়। (আস্-সিল্সিলাতুস্-স্বা'হী'হাহ্, হাদীস ১২৯৪)

২০৬. নামাযরত অবস্থায় নামাযীদের মাঝে খালি জায়গা রাখা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِيَّايَ وَالْفُرَجَ، يَعْنِيْ فِيْ الصَّلاَةِ

অর্থাৎ নামাযরত অবস্থায় নামাযীদের মাঝে খালি জায়গা রাখা থেকে আমাকে দূরে রাখো তথা আমাকে যেন তা আর কখনো দেখতে না হয়। (আস্-সিল্সিলাতুস্-স্বা'হী'হাহ্, হাদীস ১৭৫৭)

কাতারের খালি স্থান পূরণ করে একে অপরের সাথে মিলে মিলে দাঁড়ালে আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত ও ফিরিশ্তাগণের মাগফিরাতের দো'আ পাওয়া যায়।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেন এবং তদীয় ফিরিশ্তাগণ মাগফিরাত কামনা করেন ওদের জন্য যারা নামাযে কাতারবদ্ধ হয়ে একে অপরের সাথে মিলে মিলে দাঁড়ায়। (ইব্নু ওয়াহাব/জামি' ২/৫৮)

২০৭. আল্লাহ্ তা'আলার নিজস্ব সত্তা নিয়ে কারোর চিন্তা-ভাবনা করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

تَفَكَّرُوْا فِيْ آلاَءِ اللهِ، وَلاَ تَفَكَّرُوْا فِيْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত সমূহ নিয়ে সর্বদা চিন্তা-ভাবনা করো। তবে তাঁর নিজস্ব সত্তা নিয়ে কখনো তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না। (ত্বাবারানী/আওসাত্ব, হাদীস ৬৪৫৬ বায়হাক্বী/শু'আবুল ঈমান ১/৭৫)

২০৮. ধর্মীয় কাজে এমন ধীরতা অবলম্বন করা যাতে উক্ত কাজের প্রতি নিজের কিছুটা অবহেলা রয়েছে বুঝায়:

সা'দ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

التُّؤَدَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِيْ عَمَلِ الْآخِرَةِ

অর্থাৎ ধীরতা প্রতিটি কাজেই ভালো ; তবে আখিরাতের কাজে নয়। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৮১০ 'হাকিম ১/৬২)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

التَّأَنِّيْ مِنَ اللهِ، وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

অর্থাৎ স্থিরতা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং দ্রুততা শয়তানের পক্ষ থেকে। (আবু ইয়া'লা ৩/১০৫৪ বায়হাক্বী ১০/১০৪)

২০৯. কোন যাচ-বিচার ছাড়াই যা শুনা তা বলা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

অর্থাৎ কোন মানুষ গুনাহ্গার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে (কোন যাচ-বিচার ছাড়া) তাই বলবে। (মুসলিম, হাদীস ৫ আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৯২)

২১০. ছোটকে স্নেহ কিংবা বড়কে সম্মান না করা:

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا

অর্থাৎ সে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল নয় যে ছোটকে স্নেহ এবং বড়কে সম্মান করে না। (তিরমিযী, হাদীস ১৯১৯)

২১১. কারোর নিকট কোন জিনিস আমানত রাখার পর তা এমনিতেই বিনষ্ট হয়ে গেলে উক্ত ব্যক্তির নিকট উহার ক্ষতিপূরণ দাবি করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ কারোর নিকট কোন কিছু আমানত রাখলে উহার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৪৩০)

২১২. উপরস্থদের যে কোন শরীয়ত বিরোধী আদেশ মেনে নেয়া:

আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ أَمَرَكُمْ مِنَ الْوُلاَةِ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ تُطِيْعُوْهُ

অর্থাৎ তোমাদের উপরস্থরা তোমাদেরকে কোন গুনাহ্'র আদেশ করলে তা তোমরা মানবে না। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৯১৪ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ১৫৫২ আহ্মাদ্ ৩/৬৭)

২১৩. কোন বাড়ি কিংবা জমিন বিক্রির অর্থ একমাত্র বাড়ি কিংবা জমিন কেনা ছাড়া অন্য কোন কাজে লাগানো:

সা'ঈদ্ বিন্ 'হুরাইস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِيْ مِثْلِه، كَانَ قَمِنًا أَنْ لاَ يُبَارَكَ فِيْهِ

অর্থাৎ কেউ কোন বাড়ি বা জমিন বিক্রি করে উহার বিক্রিলব্ধ অর্থ যদি আবারো বাড়ি বা জমিন কেনার কাজে না লাগিয়ে অন্য কোন কাজে লাগায় তা হলে তাতে বরকত না হওয়াই স্বাভাবিক। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৫৩৫)

'হুযাইফাহ্ বিন্ ইয়ামা'ন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِيْ مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهَا

অর্থাৎ কেউ কোন বাড়ি বিক্রি করে উহার বিক্রিলব্ধ অর্থ যদি আবারো

বাড়ি কেনার কাজে না লাগিয়ে অন্য কোন কাজে লাগায় তা হলে তাতে কোন বরকত দেয়া হবে না। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৫৩৬)

২১৪. নামাযে দুনিয়ার কোন কথা বলা:

মু'আবিয়া বিন্ 'হাকাম সুলামী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

অর্থাৎ নামাযে দুনিয়ার কোন কথাই বলা চলবে না। বরং তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও তাঁর মহিমা বর্ণনা এবং কুর'আন তিলাওয়াতের সমষ্টি মাত্র। (মুসলিম, হাদীস ৫৩৭)

২১৫. ঘরের কোন দেয়ালকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা:

'আলী বিন্ 'হুসাইন (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تُسْتَرَ الْجُدُرُ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরের কোন দেয়ালকে কোন কিছু দিয়ে ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন। (বায়হাক্বী ৭/২৭২)

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরের দরজা কাপড় দিয়ে ঢাকা অবস্থায় দেখলে তা ছিঁড়ে ফেলে বললেন:

إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পাথর ও মাটিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে বলেননি। (মুসলিম, হাদীস ২১০৭)

এ কারণেই একদা আবু আইয়ূব আন্সারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দেয়াল সমূহ কাপড় দিয়ে ঢাকা এমন ঘরে ঢুকতে অস্বীকৃতি জানান।

সালিম বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমি আমার পিতার জীবদ্দশায় জনৈকা মহিলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। উক্ত বিবাহ উপলক্ষে আমার পিতা কিছু মানুষকে দা'ওয়াত করেছিলেন। যাদের মধ্যে আবু আইয়ূব আন্সারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আমার আত্মীয়রা আমার ঘরটিকে সবুজ চাদর দিয়ে ঢেকে ফেললো। তখন আবু আইয়ূব আন্সারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঘরে ঢুকে আমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। এমতাবস্থায় তিনি ঘরটিকে সবুজ চাদর দিয়ে ঢাকা দেখে আমার

পিতাকে সম্বোধন করে বললেনঃ হে আব্দুল্লাহ্! তোমরা কি ঘরের দেয়ালগুলোকে চাদর দিয়ে ঢেকে রাখো? তখন আমার পিতা লজ্জিত স্বরে বললেনঃ আমাদেরকে কখনো কখনো মেয়েলোকের কথাও শুনতে হয়। আবু আইয়ূব আন্সারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ কারোর ব্যাপারে এমনটির আশঙ্কা করলেও তোমার ব্যাপারে তো এমনটি আশঙ্কা করা যায় না। আমি তোমাদের কোন খানাও খাবো না এবং তোমাদের কোন ঘরেও ঢুকবো না। এ বলে তিনি দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। (ত্বাবারানী/কবীর, হাদীস ৩৮৫৩)

২১৬. পেটে ভর দিয়ে খাওয়া কিংবা এমন দস্তরখানে খাওয়া যাতে মদ বিতরণ ও পান করা হয়ঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ مَطْعَمَيْنِ : عَنِ الْجُلُوْسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِه

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু' ভাবে খেতে নিষেধ করেছেন। এমন দস্তরখানে খাওয়া যাতে মদ পান করা হয় এবং পেটে ভর দিয়ে খাওয়া। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৭৭৪ 'হাকিম ৪/১২৯ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৩৩)

২১৭. কোন বাচ্চার আক্বীক্বা শেষে আক্বীক্বার পশুটির রক্ত তার মাথায় লাগিয়ে দেয়াঃ

ইয়াযীদ মুযানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يُعَقُّ عَنِ الْغُلاَمِ، وَلاَ يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ

অর্থাৎ বাচ্চার পক্ষ থেকে আক্বীক্বা দেয়া হবে ঠিকই তবে তার মাথার চুল উক্ত রক্তে রাঙ্গানো যাবে না। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩২২৫)

২১৮. কোন মুসলমানের দা'ওয়াত কিংবা তার কোন উপঢৌকন গ্রহণ না করা অথবা কোন মুসলমানকে প্রহার করাঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

أَجِيْبُوْا الدَّاعِيَ وَلاَ تَرُدُّوْا الْهَدِيَّةَ، وَلاَ تَضْرِبُوْا الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ তোমরা (জায়িয) দা'ওয়াত গ্রহণ করো এবং কারোর (জায়িয) উপঢৌকন ফিরিয়ে দিও না। তেমনিভাবে কোন মুসলমানকে (অবৈধভাবে) প্রহার করো না। (বুখারী/আল্-আদাবুল্-মুফরাদ্, হাদীস ১৫৭)

২১৯. মুশ্‌রিকদের কোন উপঢৌকন গ্রহণ করা:

’ইয়ায বিন্ ’হিমার (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর (’হারবী) যুদ্ধরত শত্রু ছিলাম। তখন আমি মুসলমান ছিলাম না। এমতাবস্থায় আমি তাঁকে একটি উট উপঢৌকন দিলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। তখন তিনি বলেন:

إِنِّيْ أَكْرَهُ زَبْدَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ আমি মুশ্‌রিকদের কোন উপঢৌকন গ্রহণ করা পছন্দ করি না। (বুখারী/আল্-আদাবুল্-মুফরাদ্, হাদীস ৪২৮)

২২০. নিজের গোলাম তথা ঘরের কাজের লোকদেরকে সঠিকভাবে খাদ্য ও বস্ত্র না দেয়া কিংবা তাদেরকে তাদের সাধ্যাতীত কোন কাজে বাধ্য করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيْقُ

অর্থাৎ নিজ গোলামকে খাদ্য ও বস্ত্র দিতে হবে এবং তাকে এমন কাজে কখনো বাধ্য করা যাবে না যা তার সাধ্যাতীত। (বুখারী/আল্-আদাবুল্-মুফরাদ্, হাদীস ১৯২)

২২১. নামাযরত অবস্থায় নিজ কাপড় কিংবা চুল একত্রিত করা ও বাঁধা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : الْجَبْهَةِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ – وَالْيَـدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلاَ الشَّعْرَ

অর্থাৎ আমাকে আদেশ করা হয়েছে সাতটি হাড়ের উপর সিজ্‌দাহ্ করতে। কপাল (রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ হাত দিয়ে নাকের দিকে ইশারা করেছেন) দু’ হাত, দু’ পা তথা হাঁটু এবং দু’ পায়ের আঙ্গুলাগ্র। আর যেন আমরা (নামাযরত অবস্থায়) নিজ কাপড় ও চুল একত্রিত না করি এবং না বাঁধি। (মুসলিম, হাদীস ৪৯০)

২২২. মধ্যমা কিংবা শাহাদাত অঙ্গুলিতে যে কোন ধরনের আংটি পরা:

আবু বুরদাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইরশাদ করেন:

نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِيْ إِصْبَعِيْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِيْ تَلِيْهَا

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এ আঙ্গুল অথবা এ আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। আবু বুরদাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: তখন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলির প্রতি ইশারা করেছেন। (মুসলিম, হাদীস ২০৭৮ নাসায়ী, হাদীস ৫২১২, ৫২১৩, ৫২১৪ আবু 'আওয়ানাহ্, হাদীস ৮৫৯১)

২২৩. কোন ফরয নামাযের ইক্বামাতের পরও যে কোন সুন্নাত কিংবা নফল নামাযে রত থাকা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ

অর্থাৎ যখন কোন ফরয নামাযের ইক্বামাত দেয়া হয় তখন উক্ত ফরয নামায ছাড়া তখন অন্য কোন (সুন্নাত বা নফল নামায) পড়া চলবে না। (মুসলিম, হাদীস ৭১০)

২২৪. নামাযে দো'আরত অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِيْ الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

অর্থাৎ নামাযে দো'আরত অবস্থায় আকাশের দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণকারীদের সতর্ক হওয়া উচিত তারা যেন তা দ্বিতীয়বার না করে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি হৃত-লুণ্ঠিত হবে। (মুসলিম, হাদীস ৪২৯)

২২৫. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবারবর্গ কারোর যাকাত গ্রহণ করা:

আব্দুল্-মুত্তালিব্ বিন্ রাবী'আহ্ বিন্ 'হারিস্ ও ফায্ল্ বিন্ 'আব্বাস্ বিন্ 'আব্দুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

ইরশাদ করেন:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِيْ لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সাদাকা তথা যাকাত গ্রহণ করা মুহাম্মাদ ﷺ এর পরিবারবর্গের জন্য উচিৎ নয়। মূলতঃ তা হচ্ছে মানুষের ময়লা-আবর্জনা। (মুসলিম, হাদীস ১০৭২)

২২৬. কোন কিছু সামান্য হলেও তা কাউকে সাদাকা করতে অবহেলা করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ প্রায়ই বলতেন:

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

অর্থাৎ হে মুসলিম মহিলারা! কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীকে কোন কিছু তা যদিও অতি সামান্য হয় তুচ্ছ মনে করে দেয়া থেকে বিরত থাকবে না এমনকি তা ছাগলের খুরই বা হোক না কেন। (বুখারী, হাদীস ৬০১৭ মুসলিম, হাদীস ১০৩০)

উম্মু বুজাইদ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা রাসূল ﷺ কে বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! অনেক সময় গরিব লোক এসে আমার দরজায় ধন্না দেয় ; অথচ আমার কাছে তখন দেয়ার মতো কিছুই থাকে না। তখন রাসূল ﷺ বললেন:

إِنْ لَمْ تَجِدِيْ إِلاَّ ظِلْفًا مُحَرَّقًا فَادْفَعِيْهِ إِلَيْهِ فِيْ يَدِهِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: لاَ تَرُدِّيْ سَـــائِلَكِ وَلَوْ بِظِلْفٍ

অর্থাৎ যদি তুমি ছাগলের একটি পোড়া খুরও পাও তাই তুমি তার হাতে তুলে দিবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দিবে না। একটি খুর দিয়ে হলেও তাকে বিদায় দিবে। (তিরমিযী, হাদীস ৬৬৫ স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তার্হীব, হাদীস ৮৮৪ আবু দাউদ, হাদীস ১৬৬৭)

আস্মা' (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা নবী ﷺ এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম। হে আল্লাহ্'র নবী! আমার নিজস্ব কোন সম্পদ নেই। শুধু ততটুকুই যা আমাকে আমার স্বামী যুবাইর দিয়ে থাকে। আমি ততটুকু থেকেই যদি সামান্য কিছু অংশ কাউকে সাদাকা করে দেই তাতে কোন অসুবিধা আছে কি? তখন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

ارْضَخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ، لاَ تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللهُ عَلَيْكِ

অর্থাৎ যা পারো দান করতে থাকো। টাকা-পয়সা ধরে রেখো না তা হলে আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর নিয়ামত সমূহ ধরে রাখবেন। (বুখারী, হাদীস ১৪৩৪ মুসলিম, হাদীস ১০২৯)

২২৭. রমযানের চাঁদ উঠার দু' এক দিন আগ থেকেই রোযা রাখা শুরু করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

অর্থাৎ তোমরা কেউ রমযানের চাঁদ উঠার দু' এক দিন আগ থেকে রোযা রাখা শুরু করো না। তবে কেউ এমন দিনে পূর্ব থেকেই রোযা রাখতে অভ্যস্ত থাকলে সে যেন তা রাখে। (মুসলিম, হাদীস ১০৮২)

যেমনঃ কেউ প্রতি সপ্তাহ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে অভ্যস্ত। অতঃপর উক্ত দিনটি রমযানের এক বা দু' দিন আগে এসে গেলো তখন সে উক্ত দিনেই তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী রোযা রাখবে। যদিও তা রমযানের এক বা দু' দিন আগেই হয়ে থাকুক না কেন।

২২৮. ইফতারের সময় হয়ে গেলেও তা করতে দেরি করা:

সাহ্ল্ বিন্ সা'দ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ

অর্থাৎ মানুষ সর্বদা কল্যাণের উপর থাকবে যতক্ষণ তারা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। (মুসলিম, হাদীস ১০৯৮)

২২৯. এমন লোকের নিকট দীর্ঘ সময় মেহমান হওয়া যার নিকট মেহমানকে খাওয়ানোর জন্য কিছুই নেই:

আবু শুরাই'হ্ খুযা'য়ী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَ أَخِيْهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ ؟ قَالَ : يُقِيْمُ عِنْدَهُ، وَلاَ شَيْءَ لَهُ يَقْرِيْهِ بِهِ

অর্থাৎ মেহমানদারি তিন দিন পর্যন্ত। তবে মেহমানের পুরস্কার হচ্ছে এক দিন ও এক রাত। কোন মোসলমানের জন্য জায়িয হবে না তার অন্য কোন মোসলমান ভাইয়ের নিকট মেহমান হিসেবে এতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করা যাতে সে গুনাহ্গার হতে বাধ্য হয়। সাহাবাগণ বললেন: কিভাবে সে অন্যকে গুনাহ্গার হতে বাধ্য করবে ? রাসূল ﷺ বললেন: সে এমন লোকের নিকট মেহমান হিসেবে অবস্থান করবে ; যার নিকট তাকে মেহমানদারি করার মতো কিছুই নেই। (মুসলিম, হাদীস ৪৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِــزَتَهُ، قَالُوْا : وَمَا جَائِزَتُهُ ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ : يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা’আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার মেহমানকে তার পুরস্কার পরিমাণ মেহমানদারি করে। সাহাবাগণ বললেন: হে আল্লাহ্’র রাসূল! তার পুরস্কার পরিমাণ মেহমানদারি কতটুকু? তিনি বললেন: তা হচ্ছে এক দিন ও এক রাত। তবে তার মেহমানদারি হচ্ছে তিন দিন পর্যন্ত। এরপর যা হবে তা হবে তার উপর সাদাকা মাত্র। (মুসলিম, হাদীস ৪৮)

২৩০. অমুসলিম কোন শত্রু এলাকায় কুর’আনকে সঙ্গে নিয়ে সফর করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ কুর’আনকে সঙ্গে নিয়ে (অমুসলিম) শত্রু এলাকায় সফর করতে নিষেধ করেছেন। রাসূল ﷺ এতে শত্রুর পক্ষ থেকে কোর’আন অবমাননার আশঙ্কা বোধ করছিলেন। (মুসলিম, হাদীস ১৮৬৯)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

لاَ تُسَافِرُوْا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّيْ لاَ آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

অর্থাৎ তোমরা কুর’আনকে সঙ্গে নিয়ে (অমুসলিম শত্রু এলাকায়) সফর করো না। কারণ, আমি এ ব্যাপারে নিরাশঙ্ক নয় যে, শত্রু পক্ষ তা হাতে পেয়ে উহার কোন রূপ অবমাননা করবে না। (মুসলিম, হাদীস ১৮৬৯)

২৩১. ধর্মীয় কোন কাজে কাফির কিংবা মুশ্‌রিকের কোন ধরনের সহযোগিতা নেয়াঃ

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَبلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا كَانَ بَحَرَّةِ الْوَبْرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ، قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ رَأَوْهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ : جِئْتُ لِأَتَّبِعَكَ وَأُصِيْبَ مَعَكَ، قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُوْلِه ؟ قَالَ : لاَ، قَالَ: فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ قَالَتْ : ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ قَالَ : ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تُؤْمِنُ بِاللهِ وَ رَسُوْلِه ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : فَانْطَلِقْ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা বদরের দিকে বের হলেন। যখন তিনি 'হার্‌রাতুল্‌-ওয়াবারাহ্ নামক এলাকায় পৌঁছুলেন তখন তাঁর সাথে জনৈক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়। যার ব্যাপারে সাহসিকতা ও বিপদের সময় অন্যকে সহযোগিতা করার প্রসিদ্ধি ছিলো। তাকে দেখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবাগণ খুশি হলেন। সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললো: আমি আপনার সঙ্গে আপনার শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছি। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেনঃ তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের উপর ঈমান এনেছো? সে বললো: না। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: না। তুমি চলে যাও। আমি কখনো কোনো মুশ্‌রিকের সহযোগিতা নেবো না। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বলেন: অতঃপর লোকটি চলে গেলো। ইতিমধ্যে আমরা "শাজারাহ্" নামক এলাকায় পৌঁছুলে লোকটি আবারো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর নিকট একই প্রস্তাব করলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে একই উত্তর দিয়ে বললেন: না। তুমি চলে যাও। আমি কখনো কোনো মুশ্‌রিকের সহযোগিতা নেবো না। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর লোকটি চলে গেলো। ইতিমধ্যে আমরা "বাইদা'" নামক এলাকায় পৌঁছুলে লোকটি আবারো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর নিকট একই প্রস্তাব করলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের উপর ঈমান এনেছো? সে বললো: হাঁ। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: তা হলে তুমি এখন আমার

সাথে চলো। (মুসলিম, হাদীস ১৮১৭)

২৩২. কোন দেশে এক প্রশাসক থাকাবস্থায় সেখানকার কোন জন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অন্য কোন প্রশাসককে নিয়োগ দেয়া:

আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوْا الآخِرَ مِنْهُمَا

অর্থাৎ যখন (কোন দেশে) একই সময়ে দু' জন খলীফার জন্য বায়'আত করা হয় তখন তোমরা পরবর্তী খলীফাকে হত্যা করো। (মুসলিম, হাদীস ১৮৫৩)

২৩৩. কোন ব্যাপারে নেতৃত্ব দেয়ার পুরোপুরি যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তাতে নেতৃত্ব দিতে উৎসাহিত হওয়া:

আবু যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنِّيْ أَرَاكَ ضَعِيْفًا، وَإِنِّيْ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِيْ، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ

অর্থাৎ হে আবু যর! আমি তোমাকে (নেতৃত্বের ব্যাপারে) দুর্বল মনে করছি। আমি যা নিজের জন্য পছন্দ করছি তা তোমার জন্যও পছন্দ করছি। তুমি কখনো এমনকি দু' জনের উপরও নেতৃত্ব দিতে যাবে না এবং কোন এতিমের সম্পদেরও দায়িত্ব নিবে না। (মুসলিম, হাদীস ১৮৫৩)

২৩৪. যে কোন ছুতানাতা দেখিয়ে উপরস্থ কোন ব্যক্তির আনুগত্য ত্যাগ করা:

জুনাদাহ্ বিন্ আবু উমাইয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা 'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উপস্থিত হলাম। তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ। আমরা তাঁকে বললাম: আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সুস্থ করুন! আপনি আমাদেরকে এমন কিছু হাদীস শুনান যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে লাভবান করবেন। যা আপনি একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখ থেকে শুনেছেন। তখন তিনি বলেন:

دَعَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْ مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ

অর্থাৎ একদা রাসূল ﷺ আমাদেরকে ডেকে পাঠিয়ে বাই'আত করালেন। বাই'আতের মধ্যে যা ছিলো তা হলো, আমরা তাঁর হাতে এ মর্মে বাই'আত করলাম যে, আমরা আমাদের উপরস্থদের কথা শুনবো এবং তাঁদের আনুগত্য করবো। চাই তা আমাদের মনের পক্ষেই হোক বা বিপক্ষে। চাই তা সাধারণ পরিস্থিতিতেই হোক বা কঠিন পরিস্থিতিতে। চাই তা আমাদের অধিকারকে অগ্রাহ্য করেই হোক না কেন। আর আমরা প্রশাসকদের সাথে প্রশাসন সংক্রান্ত কোন দ্বন্দ্বেই লিপ্ত হবো না। রাসূল ﷺ বললেন: তবে তোমরা যখন তাদের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কোন কুফরি দেখতে পাবে যার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ রয়েছে। (মুসলিম, হাদীস ১৭০৯)

২৩৫. দরজা কিংবা দেয়ালের কোন ফাঁকা জায়গা দিয়ে কারোর ঘরের অভ্যন্তরে তাকানো:

সাহ্ল বিন্ সা'দ্ সা'য়িদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর দরজার কোন এক ছিদ্র দিয়ে তাঁর ঘরের অভ্যন্তরে উঁকি মারছিলো। তখন রাসূল ﷺ এর হাতে একটি লোহার শলা ছিলো যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ এর সাথে তার সাক্ষাৎ হলে রাসূল ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِيْ لَطَعَنْتُ بِهِ فِيْ عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

অর্থাৎ আমি যদি জানতাম তুমি আমাকে (দরজার ছিদ্র দিয়ে) দেখছো তা হলে আমি হাতের শলাটি দিয়ে তোমার চোখে আঘাত হানতাম। অবৈধ দৃষ্টি ক্ষেপণ থেকে বাঁচার জন্যই তো (শরীয়তে) অনুমতি চাওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। (মুসলিম, হাদীস ২১৫৬)

কেউ যদি দরজা, জানালা অথবা দেয়ালের কোন ফাঁকা জায়গা দিয়ে কারোর ঘরের অভ্যন্তরে তাকায় এবং উক্ত ঘরের কেউ যদি কোন কিছু দিয়ে আঘাত করে তার চোখটি নষ্ট করে দেয় তবে তাতে কোন দিয়ত তথা অর্থদণ্ড নেই।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

অর্থাৎ যদি কেউ তোমার অনুমতি ছাড়াই তোমার ঘরে উঁকি মারে অতঃপর তুমি তাকে লক্ষ্য করেই পাথর মেরে তার চোখটি নষ্ট করে দিলে তাতে তোমার কোন অপরাধ নেই। (মুসলিম, হাদীস ২১৫৬)

২৩৬. কাউকে নিজ জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সে জায়গায় নিজে বসা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِه ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا

অর্থাৎ কেউ যেন অন্যকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে নিজে না বসে। বরং সে মজলিসে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলবেঃ আপনারা একটু নড়েচড়ে বসুন, আমাকে বসার জন্য একটু জায়গা করে দিন। (মুসলিম, হাদীস ২১৭৭)

বিশেষ করে জুমার দিনে উক্ত কাজটি আরো নিন্দনীয়।

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِه فَيَقْعُدَ فِيْهِ، وَلَكِنْ يَقُوْلُ : افْسَحُوْا

অর্থাৎ তোমাদের কেউ তার কোন মুসলিম ভাইকে জুমু'আর দিন নিজ জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সে জায়গায় নিজে বসবে না। বরং সে মজলিসে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলবে: আপনারা আমাকে বসার জন্য একটু জায়গা করে দিন। (মুসলিম, হাদীস ২১৭৮)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর অভ্যাস ছিলো যে, তিনি কেউ তাঁর সম্মানার্থে নিজ জায়গা ছেড়ে উঠে গিয়ে তাঁর জন্য জায়গা করে দিলে তিনি সেখানে বসতেন না।

বরং এটি কোন ইসলামী সংস্কৃতিও নয় যে, কেউ অন্যের সম্মানার্থে তাকে কোন মজলিসে বসার জায়গা করে দেয়ার জন্য সে নিজ জায়গা ছেড়ে উঠে যাবে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ يَقُوْمُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِه، وَلَكِنِ افْسَحُوْا ؛ يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ

অর্থাৎ কেউ যেন অন্যের সম্মানার্থে তাকে বসার জায়গা করে দেয়ার জন্য

নিজ জায়গা ছেড়ে না দাঁড়ায়। বরং সে মজলিসে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলবেঃ আপনারা আমাকে বসার জন্য একটু জায়গা করে দিন। আল্লাহ্ তা’আলা আপনাদেরকে জান্নাতে জায়গা করে দিবেন। (আহ্মাদ্ ২/৪৮৩)

২৩৭. কারোর ঘরে ঢুকার অনুমতি চাওয়ার সময় তাকে নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে ”আমি” বলে পরিচয় দেয়াঃ

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنَا، أَنَا !!

অর্থাৎ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ঢুকার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কে ? আমি বললামঃ আমি। প্রত্যুত্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি আমি!! তথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ জাতীয় উত্তর অপছন্দ করলেন। (মুসলিম, হাদীস ২১৫৫)

শরীয়ত সম্মত নিয়ম হচ্ছে, অনুমতিপ্রার্থীর পরিচয় চাওয়া হলে সে তার সঠিক নামটি বলবে। চাই অনুমতিপ্রার্থী এক হোক বা একাধিক। কারণ, এমনো হতে পারে যে, অনুমতিদাতা একই অবস্থায় কাউকে অনুমতি দেওয়া পছন্দ করেন। আবার অন্যকে নয়।

২৩৮. যুদ্ধ কিংবা কারোর সাথে মারামারির সময় তার চেহারায় আঘাত করাঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ অন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে তখন প্রতিপক্ষের চেহারায় আঘাত করা থেকে বিরত থাকবে। (বুখারী, হাদীস ২৫৫৯)

২৩৭. তলোয়ার, ছুরি কিংবা যে কোন ধারালো অস্ত্র একে অপরকে খোলাবস্থায় আদান-প্রদান করাঃ

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلاً

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তলোয়ার খোলাবস্থায় আদান-প্রদান করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, হাদীস ২১৬৩)

এমনকি কোন ধারালো অস্ত্র খোলাবস্থায় সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করাও শরীয়তে

নিষিদ্ধ।

আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِيْ مَسْجِدِنَا أَوْ فِيْ سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّـــهِ أَنْ يُصِيْبَ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَيْءٍ

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে কিংবা বাজারে তীর নিয়ে চলাফেরা করে তখন সে যেন তীরের অগ্রভাগটুকু নিজ হাতের মুঠোয় ধরে রাখে। যাতে করে কোন মুসলমান তার তীরের আঘাতে আক্রান্ত না হয়। (মুসলিম, হাদীস ২৬১৫)

২৪০. ওড়না ছাড়া কোন সাবালিকা মেয়ের নামায পড়া:

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ওড়না বিহীন কোন সাবালিকা মেয়ের নামায গ্রহণ করেন না। (আবু দাউদ, হাদীস ৬৪১)

২৪১. দু' জাতীয় বেচা-বিক্রি কিংবা দু'ভাবে পোশাক পরা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلاَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الـــشَّمْسُ، وَعَـــنْ اشْـــتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الاحْتِبَاءِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِيْ بِفَـــرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَعَنِ الْمُلاَمَسَةِ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেন দু' জাতীয় বেচা-বিক্রি, দু'ভাবে পোশাক পরা ও দু' সময়ে নামায পড়া থেকে। তিনি নিষেধ করেন ফজরের পর নামায পড়তে যতক্ষণ না সূর্যোদয় হয় এবং আসরের পর নামায পড়তে যতক্ষণ না সূর্যাস্ত হয়। তিনি আরো নিষেধ করেন কাপড়ের একাংশ এক ঘাড়ে সেঁটে রেখে অন্য ঘাড় খালি রাখতে এবং এমনভাবে একটি কাপড় পুরো শরীরে পেঁচিয়ে রাখতে যাতে করে লজ্জাস্থানটি খোলাবস্থায় আকাশের রোদ্র পোয়াতে থাকে। তিনি আরো নিষেধ করেন কোন বস্তু শুধুমাত্র নিক্ষেপ এবং শুধুমাত্র

হাতে ধরার ভিত্তিতেই বিক্রি করতে যাতে করে বস্তুটি ভালোভাবে দেখার কোন সুযোগই থাকে না। (বুখারী, হাদীস ৫৮৪ মুসলিম, হাদীস ৮২৫)

২৪২. কোন ভুল সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারকের যে কোন ফায়সালার আলোকে অন্যের কোন ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ করা:

উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيْ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ আমি তো মানুষ মাত্র। আর তোমরা আমার কাছে মাঝে মাঝে বিচার নিয়ে আসো। হয়তো বা তোমাদের কেউ কেউ নিজ প্রমাণ উপস্থাপনে অন্যের চাইতে অধিক পারঙ্গম। অতএব আমি শুনার ভিত্তিতেই তার পক্ষে ফায়সালা করে দেই। সুতরাং আমি যার পক্ষে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের কিছু অধিকার ফায়সালা করে দেই সে যেন তা গ্রহণ না করে। কারণ, আমি উক্ত বিচারের ভিত্তিতে তার হাতে একটি জাহান্নামের আগুনের টুকরাই উঠিয়ে দেই। (বুখারী, হাদীস ২৪৫৮, ২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৬৯, ৭১৮১, ৭১৮৫ মুসলিম, হাদীস ১৭১৩)

২৪৩. কোন ফল শক্ত কিংবা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কামুক্তির পূর্বেই অথবা কোন গাছের ফল গাছপাড়া ফলের বিনিময়ে বিক্রি করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

অর্থাৎ নবী ﷺ কোন ফল শক্ত বা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কামুক্তির পূর্বেই এবং কোন গাছের ফল গাছপাড়া ফলের বিপরীতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, হাদীস ২১৮৭)

২৪৪. শিকার কিংবা কোন ফসলি জমিন অথবা ছাগল-ভেড়া

পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়াই এমনিতেই কোন কুকুর পালা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِه قِيْـرَاطٌ إِلاَّ كَلْـبَ حَــرْثٍ أَوْ مَاشِيَة، وَفِيْ رِوَايَة : إِلاَّ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْث أَوْ صَيْد

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুকুর পালে প্রতিদিন তার আমলনামা থেকে এক ক্বিরাত তথা একটি বড় পাহাড় সমপরিমাণ সাওয়াব কমে যাবে। তবে যদি কুকুরটি ফসল অথবা ছাগলপাল পাহারা দেয়া কিংবা শিকারের কাজে ব্যবহৃত হয় তা হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। (বুখারী, হাদীস ২৩২২ মুসলিম, হাদীস ১৫৭৫)

২৪০. দাঁত কিংবা নখ দিয়ে কোন পশু বা পাখি জবাই করা:

রাফি' বিন্ খাদীজ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি যুল-'হুলাইফাহ্ নামক এলাকায় অবস্থানরত অবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করছিলাম, আমরা তো আগামীতে শত্রুর ভয় পাচ্ছি ; অথচ আমাদের নিকট কোন ছুরি নেই। আমরা কি বাঁশের কঞ্চি জাতীয় কোন কিছু দিয়ে জবাই করতে পারবো ? তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْه فَكُلُوْهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَـأُحَدِّثُكُمْ عَـنْ ذَلِكَ : أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَة

অর্থাৎ যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং তা দিয়ে জবাইয়ের সময় যে পশুর উপর "বিস্মিল্লাহ্" বলা হয় তা তোমরা খেতে পারবে। তবে দাঁত ও নখ দিয়ে নয়। আমি তোমাদেরকে এর কারণ বলছি। দাঁত তো হচ্ছে হাড় জাতীয়। আর নখ হচ্ছে ইথোপিওদের ছুরি মাত্র। (বুখারী, হাদীস ২৪৮৮ মুসলিম, হাদীস ১৯৬৮)

২৪১. কারোর সম্মান কিংবা প্রশংসায় যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি করা:

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন:

لاَ تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوْا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ

অর্থাৎ তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে কখনো বাড়াবাড়ি করোনা

যেমনিভাবে বাড়াবাড়ি করেছে খ্রিষ্টানরা 'ঈসা বিন্ মার্‌য়াম্ ﷺ এর ব্যাপারে। আমি কেবল আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্। সুতরাং তোমরা আমার ব্যাপারে বলবে: তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ এবং তদীয় রাসূল। (বুখারী, হাদীস ৩৪৪৫, ৬৮৩০)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ শিখ্‌খীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি বনু 'আ'মির গোত্রের এক প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল ﷺ এর নিকট গেলাম। অতঃপর আমরা রাসূল ﷺ কে সম্বোধন করে বললাম: আপনি আমাদের সাইয়েদ! রাসূল ﷺ বললেন: সাইয়েদ হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। আমি নই। তখন আমরা বললাম: আপনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রতিপত্তিশীল! তখন তিনি বললেন:

قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ

অর্থাৎ তোমরা এমন কিছু বলতে পারো। তবে এ কথা সর্বদা মনে রাখবে যে, শয়তান যেন কখনো তোমাদেরকে নিজ কাজের জন্য প্রতিনিধি বানিয়ে না নেয়। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৮০৬)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِتَقْــوَاكُمْ، وَلاَ يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُوْنِيْ فَوْقَ مَنْزِلَتِيَ الَّتِيْ أَنْزَلَنِيَهَا اللهُ

অর্থাৎ হে মানুষ সকল! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। এ কথা সর্বদা মনে রাখবে যে, শয়তান যেন কখনো তোমাদেরকে নিজ ইচ্ছা মতো চালাতে না পারে। আমি হচ্ছি আব্দুল্লাহ্'র ছেলে মুহাম্মাদ্। আমি হচ্ছি আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ এবং তদীয় রাসূল। আল্লাহ্'র কসম! আমি এ কথা পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে আমার সেই অবস্থান থেকে আরো উপরে উঠিয়ে দিবে যে অবস্থানে মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রেখেছেন। (আহ্‌মাদ্ ৩/১৫৩, ২৪১)

২৪৮. কোন হিজড়ার সাধারণ মহিলাদের সাথে পর্দার বিধান পালন না করা:

উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ একদা আমার নিকটেই অবস্থান করছিলেন। তখন ঘরে ছিলো এক হিজড়া। সে আমার ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন্ আবু উমাইয়াহ্কে বলছিলো: আল্লাহ্ তা'আলা

যদি আগামীতে তোমাদের জন্য ”ত্বায়িফ” এলাকা জয় করে দেন তা হলে আমি তোমাকে গাইলানের মেয়ের ব্যাপারে পরামর্শ দিচ্ছি। তুমি তাকে তোমার অধীন করে নিবে। কারণ, সে অতি সুন্দরী। তার পেটে সামনের দিক থেকে চারটা ভাঁজ রয়েছে যা সাইড বা পেছন থেকে আটটিই মনে হয়। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

لاَ يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ এ যেন তোমাদের ঘরে আর না ঢুকে। (বুখারী, হাদীস ৫২৩৫ মুসলিম, হাদীস ২১৮০)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَال، وَالْمُتَرَجِّلاَت مِنَ النِّسَاء، وَقَالَ: أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلاَنًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنَةً

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লা’নত করেন হিজড়াদেরকে তথা যে পুরুষরা মহিলার বেশ ধারণ করে এমন লোকদেরকে এবং মহিলাদের মধ্য থেকে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এমন মহিলাদেরকে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমরা তাদেরকে নিজেদের ঘর থেকে বের করে দাও। বর্ণনাকারী বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ জাতীয় এক পুরুষকে এবং হযরত ’উমর এ জাতীয় এক মহিলাকে ঘর থেকে বের করে দেন। (বুখারী, হাদীস ৫৮৮৬)

২৪৮. কোন মহিলাকে জাতীয় যে কোন বিষয়ে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ দেয়াঃ

আবু বাক্রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখ নিঃসৃত একটি বাণী উষ্ট্রীযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমাকে অনেকটা ফায়দা দিয়েছিলো। আমি তখন উষ্ট্রী বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করতে এক রকম প্রস্তুতিই নিচ্ছিলাম। যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুনছিলেন পারস্যবাসীরা কিস্রার মেয়েকে রাষ্ট্রপতি বানিয়ে নিয়েছিলো তখন তিনি বললেন:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

অর্থাৎ এমন কোন জাতি কখনো সফলকাম হতে পারে না যারা কোন মহিলাকে তাদের জাতীয় নেতৃত্ব হাতে উঠিয়ে দেয়। (বুখারী, হাদীস ৪৪২৫, ৭০৯৯)

২৪৯. কারোর পক্ষ থেকে কিছু না পেয়েও পেয়েছি বলে দাবি করাঃ

আস্‌মা' (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈকা মহিলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করছিলো: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমার এক সতীন আছে। আমার কি কোন গুনাহ্ হবে ? আমি যদি তাকে বলি: আমার স্বামী আমাকে অমুক জিনিস দিয়েছে ; অথচ সে তা দেয়নি। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ

অর্থাৎ যা দেয়া হয়নি এমন জিনিস পেয়েছে বলে দাবিকারী মিথ্যার দু'টি কাপড় পরিধানকারীর ন্যায়। (বুখারী, হাদীস ৫২১৯)

২৫০. কোন গৃহপালিত পশুর প্রথম বাচ্চা কিংবা রজব মাস উপলক্ষে কোন পশু মূর্তির উদ্দেশ্যে জবাই করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ

অর্থাৎ শরীয়তে মূর্তির উদ্দেশ্যে কোন গৃহপালিত পশুর প্রথম বাচ্চা কিংবা রজব মাস উপলক্ষে কোন পশু জবাই করার বিধান নেই। (বুখারী, হাদীস ৫৪৭৩ মুসলিম, হাদীস ১৯৭৬)

২৫১. যে শিকারের উপর "বিস্‌মিল্লাহ্" পড়া হয়নি অথবা যে শিকার থেকে শিকারি কিছুটা খেয়ে ফেলেছে কিংবা যে শিকার তীর মারার পর পানিতে পড়ে মরে গিয়েছে এমন শিকারের গোস্ত খাওয়া:

'আদি বিন্ 'হাতিম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কুকুরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:

مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلاَبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، فَخَشِيْتَ أَنْ يَكُوْنَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ

অর্থাৎ শিকারি কুকুর যে পশুটি শিকার করে তোমার জন্য ধরে নিয়ে এসেছে তা তুমি খেতে পারো। কারণ, তার শিকার করে তোমার জন্য কোন পশু ধরে নিয়ে আসাই তা জবাই সমতুল্য। আর যদি তোমার কুকুর কিংবা কুকুরগুলোর সাথে অন্য কুকুর থাকে। আর তুমি এ আশঙ্কাও করছো যে,

উক্ত কুকুরটি শিকারের কাজে হয়তো বা তোমার কুকুরের সহযোগী ছিলো এবং শিকারটিকেও হত্যা করেছে। তা হলে তুমি তা খাবে না। কারণ, তুমি তো শুধু তোমার কুকুরের উপরই "বিস্‌মিল্লাহ্" পড়েছো। অন্য কুকুরটির উপর তো নয়। (বুখারী, হাদীস ৫৪৭৫)

'আদি বিন্ 'হাতিম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে অন্য বর্ণনায় আরো রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِه، وَإِذَا خَالَطَ كِلاَباً لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا، فَأَمْسَكْنَ فَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِيْ الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ

অর্থাৎ যখন তুমি তোমার শিকারি কুকুরটিকে শিকারের জন্য "বিস্‌মিল্লাহ্" বলে ছাড়লে অতঃপর সে কোন পশু শিকার করে মেরে তোমার জন্য নিয়ে আসলো তখন তুমি তা খেতে পারো। তবে যদি শিকারিটি শিকারের কিছু অংশ খেয়ে পেলে তা হলে তুমি তা খাবে না। কারণ, সে তো তার জন্যই তা শিকার করেছে ; তোমার জন্য তো নয়। আর যদি সে অন্য কুকুরের সাথে মিশে যায় যেগুলো ছাড়ার সময় "বিস্‌মিল্লাহ্" পড়া হয়নি এবং সবাই মিলে কোন পশু শিকার করে মেরে তোমার জন্য তা ধরে নিয়ে আসে তা হলে তুমি তা খাবে না। কারণ, তুমি তো জানো না কোন কুকুরটি পশুটিকে হত্যা করেছে। আর যদি তুমি কোন পশুকে তীর নিক্ষেপ করো। অতঃপর তা এক বা দু' দিন পর শুধুমাত্র তোমার তীরের চিহ্নসহ দেখতে পাও তা হলে তুমি তা খেতে পারবে। আর যদি শিকারটি তীর মারার পর পানিতে পড়ে যায় তা হলে তুমি তা আর খাবে না। (বুখারী, হাদীস ৫৪৮৪)

২৫২. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিজের জীবন থেকেও বেশি না ভালোবাসাঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ হিশাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِيْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لاَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَإِنَّهُ الآنَ، وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ

مِنْ نَفْسِيْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الآنَ يَا عُمَرُ

অর্থাৎ আমরা একদা নবী ﷺ এর সাথে ছিলাম। তখন তাঁর হাতে ছিলো 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাত। আর তখনই 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূল ﷺ কে বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমার নিকট দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়। তবে আমার জীবন চেয়ে নয়। তখন নবী ﷺ বললেন: সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তুমি পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট তোমার জীবন চেয়েও অধিক প্রিয় না হই। তখন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কিছুক্ষণ বুঝেশুনে বললেনঃ আল্লাহ্'র কসম! এখন আপনি আমার নিকট আমার জীবন চেয়েও অধিক প্রিয়। তখন নবী ﷺ বললেনঃ এখন তুমি পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারলে হে 'উমর! (বুখারী, হাদীস ৬৬৩২)

তেমনিভাবে রাসূল ﷺ কে নিজ মাতা-পিতা, ছেলে-সন্তান এমনকি সকল মানুষ থেকেও বেশি ভালোবাসতে হবে। তা না হলে পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া যাবে না।

আবু হুরাইরাহ্ ও আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

অর্থাৎ সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার নিজ মাতা-পিতা, ছেলে-সন্তান ও সকল মানুষ চেয়েও অধিক প্রিয় হই। (বুখারী, হাদীস ১৪,১৫)

২৫৩. কেউ কোন অপরাধ করলে তার শরীয়ত সম্মত শাস্তি বিধান ছাড়া তাকে এমনিতেই গালমন্দ করা কিংবা অন্য যে কোনভাবে লাঞ্ছিত করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী ﷺ এর নিকট জনৈক মদখোর ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলে তিনি তাকে মারতে আদেশ করেন। অতঃপর আমাদের কেউ কেউ তাকে হাত দিয়ে মারলো। আবার কেউ কেউ জুতো দিয়ে। আবার কেউ কেউ কাপড় দিয়ে। যখন সে চলে গেলো তখন কেউ কেউ বলে উঠলোঃ "আখ্যাকাল্লাহ্" আল্লাহ্

তোমাকে লাঞ্ছিত করুক। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

لاَ تَقُوْلُوْا هَكَذَا، لاَ تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ

অর্থাৎ তোমরা এমন বলো না এবং শয়তানকে তার ব্যাপারে সহযোগিতা করো না। (বুখারী, হাদীস ৬৭৭৭)

শয়তান চায় মানুষকে অপরাধী বানিয়ে তাকে লাঞ্ছিত করতে। তাই অপরাধীকে এমন কথা বললে তার ব্যাপারে শয়তানের শয়তানী উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

২৫৪. কোন কাফির মুসলমান হওয়ার পর তাকে প্রতিশোধ মূলক হত্যা করা:

মিক্বদাদ্ বিন্ 'আমর আল-কিন্দী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যিনি একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনি এক সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বলেন: আমি যদি কোন কাফিরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই। অতঃপর সে নিজ তলোয়ার দিয়ে আমার একটি হাত কেটে ফেলে কোন এক গাছের নিকট আশ্রয় নিয়ে বলে: আমি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি কি এ কথা বলার পরও তাকে হত্যা করতে পারি? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: না, তুমি তাকে হত্যা করতে পারো না। আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! সে তো আমার একটি হাত কেটে ফেলেছে। অতঃপর এ কথা বলেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

لاَ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِيْ قَالَ

অর্থাৎ না, তুমি তাকে হত্যা করতে পারো না। তুমি যদি তাকে এরপরও হত্যা করো তা হলে সে তোমার অবস্থানেই থাকবে যা তাকে হত্যা করার পূর্বে তোমার ছিলো। আর তুমি তার অবস্থানেই থাকবে যা তার ছিলো এ কথা বলার পূর্বে। অর্থাৎ সে মুসলমান হিসেবেই মৃত্যু বরণ করবে। আর তুমি কাফির হয়েই বেঁচে থাকবে। (বুখারী, হাদীস ৪০১৯ মুসলিম, হাদীস ৯৫)

২৫৫. ফুরাত নদীর স্বর্ণ সংগ্রহ করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يُوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَفِــيْ رِوَايَةٍ : جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ

حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً

অর্থাৎ অচিরেই ফুরাত নদীর তলদেশে স্বর্ণের খনি বা স্বর্ণের পাহাড় উদ্ভাসিত হবে। যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হবে সে যেন তা থেকে নিজের জন্য কিছুই সংগ্রহ না করে। (বুখারী, হাদীস ৭১১৯ মুসলিম, হাদীস ২৮৯৪)

২৫৬. দুনিয়ার কোন ঝক্কি-ঝামেলায় পড়ে নিজের দ্রুত মৃত্যু কামনা করা:

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لاَبُدَّ مُتَمَنِّياً لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِيْ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন কোন কঠিন বিপদে পড়ে নিজের মৃত্যু কামনা না করে। যদি অগত্যা মৃত্যু কামনা করতেই হয় তা হলে সে যেন এভাবে বলেঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন যতদিন পর্যন্ত আমার বেঁচে থাকাটা আমার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। অন্যথা আমাকে মৃত্যু দিন যদি আমার মৃত্যু বরণ করাটা আমার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। (বুখারী, হাদীস ৬৩৫১ মুসলিম, হাদীস ২৬৮০)

যে কোন কারণে নিজের মৃত্যু কামনা করা এ জন্যই নিষিদ্ধ যে, কারণ বেঁচে থাকলেই তো যে কেউ নিজের নেক আমল বাড়িয়ে নিতে পারবে অথবা নিজ কৃতকর্ম থেকে তাওবা করে আখিরাতের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে।

আবু 'উবাইদ্ সা'দ্ বিন্ 'উবাইদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيْئاً لَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন কখনো নিজের মৃত্যু কামনা না করে। যদি সে নেককার হয়ে থাকে তা হলে সে নেক কাজে আরো অগ্রসর হবে। আর যদি সে বদ্কার হয়ে থাকে তা হলে সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজ কৃতকর্ম থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে। (বুখারী, হাদীস ৭২৩৫)

২৫৭. মল-মূত্র কিংবা কঠিন ক্ষুধার জ্বালা চেপে রেখে নামায আদায় করা:

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

অর্থাৎ খাবার উপস্থিত (তা খাওয়ার বিশেষ প্রয়োজনও রয়েছে) এবং মল-মূত্রের চাপও রয়েছে এমতাবস্থায় নামায আদায় হবে না। (মুসলিম, হাদীস ৫৬০)

২৫৮. হারাম, অপবিত্র কিংবা অনোত্তম বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছো এবং যা আমি তোমাদের জন্য জমিন থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে শুধু পবিত্র ও উন্নত বস্তুই আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করো। কোন অপবিত্র বা অনুন্নত বস্তু তাঁর পথে সাদাকা করো না যা তোমরা নিজেও গ্রহণ করবে না চোখ বন্ধ করা ছাড়া। জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা (এ জাতীয় সাদাকা থেকে) অমুখাপেক্ষী এবং সুপ্রশংসিত। (বাক্বারাহ্ : ২৬৭)

বারা' বিন্ 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: উক্ত আয়াত আন্‌সারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা খেজুর কাটার সময় হলে কাঁচা-পাকা খেজুরের থোকা সমূহ মসজিদে নববীর দু' পিলারের মাঝখানে রশি টাঙ্গিয়ে তাতে ঝুলিয়ে রাখতেন। এতে করে গরিব মুহাজিরগণ তা থেকে কিছু খেজুর আহার করে খাদ্যের কাজ সেরে নিতেন। একদা জনৈক আন্‌সারী সাহাবী নিম্ন মানের একটি খেজুর থোকা সে রশিতে টাঙ্গিয়ে রাখলেন। তখনই উক্ত আয়াত নাযিল হয়। (তিরমিযী, হাদীস ২৯৮৭ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ১৮৪৯)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ মৃত্যুর পূর্বে যাকাত সংক্রান্ত লিখিত যে বিধান রেখে গেলেন তার মধ্যে এ কথাগুলোও ছিলো যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

وَلاَ يُؤْخَذُ فِيْ الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ

অর্থাৎ সাদাকা তথা যাকাত হিসেবে কোন শীর্ণকায় পশু গ্রহণ করা যাবে না। না কোন ত্রুটিময় পশু। (আবু দাউদ, হাদীস ১৫৬৮)

২৫৯. কারোর কাছ থেকে যাকাত নিতে গিয়ে তার সর্বোত্তম বস্তুটি যাকাত হিসেবে নেয়া:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'আয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে ইয়েমেন অভিমুখে পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁকে বলেন:

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوْا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوْا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

অর্থাৎ তুমি আহ্লে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিস্টানদের কাছে যাচ্ছো। তাই তাদের জন্য তোমার সর্ব প্রথম দা'ওয়াত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের প্রতি দা'ওয়াত। যখন তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোভাবে চিনে ফেলবে তখন তাদেরকে বলবে: আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টায় শুধুমাত্র পাঁচ বেলা নামায ফরয করেছেন। যখন তারা তা আমলে পরিণত করে তখন তাদেরকে বলবে: আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন যা তাদের মধ্যকার ফকিরদের উপর বন্টন করা হবে। তারা এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করলে তুমি তাদের থেকে যাকাত নিবে। তবে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদটুকু যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা থেকে তুমি অবশ্যই বিরত থাকবে। (বুখারী, হাদীস ১৪৫৮ মুসলিম, হাদীস ১৯)

তবে কেউ স্বেচ্ছায় নিজের সর্বোত্তম সম্পদটুকু আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করলে সে অবশ্যই সমূহ কল্যাণের নাগাল পাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ﴾

অর্থাৎ তোমরা কখনোই কল্যাণের নাগাল পাবে না যতক্ষণ না তোমরা

নিজের পছন্দনীয় বস্তু সাদাকা করো। তোমরা যা কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় করো তা সবই তিনি ভালোভাবে জানেন। (আলি 'ইমরান : ৯২)

২৬০. রাসূল ﷺ এর হাদীস মানার ব্যাপারে কোন ধরনের অনীহা দেখানো:

আবু রাফি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئاً عَلَى أَرِيْكَتِه، يَأْتِيْهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْــرِيْ، مِمَّا أَمَــرْتُ بِــهِ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُوْلُ: لاَ نَدْرِيْ، مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ

অর্থাৎ তোমাদের কাউকে যেন এমন অবস্থায় পাওয়া না যায় যে, সে সোফার উপর হেলান দিয়ে বসে আছে। এমতাবস্থায় তার নিকট আমার কোন আদেশ-নিষেধ এসে গেলো। আর সে বললো: এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমি যা কুর'আনে পাবো তাই মানবো এবং আমার জন্য তাই একান্ত যথেষ্ট। আমার হাদীসের কোন প্রয়োজন নেই। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৬০৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৩)

মিক্বদাম বিন্ মা'দীকারিব্ কিন্দী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

يُوْشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئاً عَلَى أَرِيْكَتِه يُحَدَّثُ بِحَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِيْ فَيَقُوْلُ: بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ! أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ

অর্থাৎ অচিরেই জনৈক ব্যক্তি সোফার উপর হেলান দিয়ে বসে থাকবে। এমতাবস্থায় আমার কোন হাদীস তার নিকট আসলে সে বলবে: আমাদের ও তোমাদের মাঝে ফায়সালাকারী একমাত্র কুর'আন। তাতে আমরা যা হালাল পাবো তাই একমাত্র হালাল মনে করবো এবং তাতে আমরা যা হারাম পাবো তাই একমাত্র হারাম মনে করবো ; অথচ আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল যা হারাম করেছেন তা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হারাম করার মতোই। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১২)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। আর তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কঠিন শাস্তিদাতা। ('হাশ্‌র : ৭)

২৬১. পশুর সাদাকা গ্রহণকারী সবার বাড়ি বাড়ি না গিয়ে কোন এক নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করে তার নিকট সাদাকার পশুগুলো নিয়ে আসতে বলা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِيْ دُوْرِهِمْ

অর্থাৎ সাদাকা গ্রহণকারী কোন এক নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করে তার নিকট সাদাকার পশুগুলো নিয়ে আসতে বলা যাবে না। না সাদাকার পশুগুলো পূর্ব থেকেই ভিন্ন করে তার নিকট নিয়ে আসতে বলা হবে। বরং মানুষের সাদাকাগুলো তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়েই উসুল করতে হবে। (আবু দাউদ, হাদীস ১৫৯১)

২৬২. স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে কিছু বেশকম করে বিক্রি করা:

ফাযালাহ্ বিন্ 'উবাইদ্ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি খাইবার দিবসে একটি হার বারো দীনার দিয়ে কিনিছিলাম। যাতে ছিলো কিছু সোনা ও কয়েকটি পাথর দানা। অতঃপর আমি তা ভিন্নভাবে হিসেব করে দেখলাম তাতে বারো দীনারের বেশি স্বর্ণ রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ব্যাপারটি বলা হলে তিনি বললেন:

لاَ تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ

অর্থাৎ এমনিভাবে কোন হার আর বিক্রি করা হবে না যতক্ষণ না তা ভিন্নভাবে হিসেব করে দেখা হয়।

২৬৩. নিজের সাদাকা করা বস্তুটি পুনরায় খরিদ করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা 'উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে একটি ঘোড়া দিলে তিনি ঘোড়াটি জনৈক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলার পথে যুদ্ধ করার জন্য সাদাকা করে দিলেন। একদা তিনি শুনলেন ঘোড়াটি বিক্রি করার জন্য তা বাজারে উপস্থিত করা

হয়েছে। তখন তিনি তা কেনার জন্য রাসূল ﷺ এর পরামর্শ চাইলে রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন:

لاَ تَبْتَعْهُ، وَلاَ تَرْجِعَنَّ فِيْ صَدَقَتِكَ

অর্থাৎ তুমি তা খরিদ করো না এবং তোমার সাদাকায় পুনরায় ফিরে যেও না। (বুখারী, হাদীস ২৭৭৫ মুসলিম, হাদীস ১৬২১)

২৬৪. যে কোন ব্যাপার নিয়ে মসজিদে বাজারের ন্যায় ঝগড়া-বিবাদ করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ

অর্থাৎ তোমরা বিভেদ করো না তা হলে তোমাদের অন্তরে ভিন্নতা সৃষ্টি হবে। আর তোমরা মসজিদে বাজারের ন্যায় কোলাহল ও দ্বন্দ্ব-বিরোধ থেকে দূরে থাকবে। (মুসলিম, হাদীস ৪৩২ আবু দাউদ, হাদীস ৬৭৫)

২৬৫. পুরো কিংবা অর্ধ উলঙ্গ হয়ে রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করা:

মিস্ওয়ার বিন্ মাখরামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমি একটি বড়ো পাথর বহন করছিলাম। এমতাবস্থায় চলতে চলতে আমার পরনের কাপড়টি খুলে গেলো। তখন রাসূল ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ، وَلاَ تَمْشُوْا عُرَاةً

অর্থাৎ তুমি তোমার (খুলে যাওয়া) কাপড়টি পরে নাও। উলঙ্গ হয়ে চলো না। (আবু দাউদ, হাদীস ৪০১৫)

২৬৬. নামাযের মধ্যে পাথর কিংবা অন্য কোন কিছু স্পর্শ করা:

মু'আইক্বীব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّيْ، فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةَ الْحَصَى

অর্থাৎ তুমি নামায পড়াবস্থায় মুছা জাতীয় কোন কাজ করতে যাবে না। একান্ত যদি তা করতেই হয় তা হলে তা একবারই করবে শুধু পাথরগুলো সমান করার জন্য। (আবু দাউদ, হাদীস ৯৪৬)

২৬৭. কোন সন্তান সাবালক হওয়ার পরও এতীম অবস্থায় রয়েছে

বলে মনে করা:

'আলী বিন্ আবু তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যে হাদীসগুলো মুখস্থ করেছি তার মধ্যে এও যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ، وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

অর্থাৎ সাবালক হওয়ার পর কোন সন্তান আর এতীম থাকে না এবং সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত পুরো দিন চুপ থাকার মধ্যেও কোন সাওয়াব নেই। (আবু দাউদ, হাদীস ২৮৭৩)

২৬৮. কোন খাদ্য দ্রব্য গুদামে স্টক করে পরিকল্পিতভাবে তার মূল্য বাড়িয়ে দেয়া:

মা'মার বিন্ আবু মা'মার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ

অর্থাৎ একমাত্র কোন অপরাধী ব্যক্তিই খাদ্য দ্রব্য স্টক করতে পারে। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৪৭)

২৬৯. অন্য জনকে চুক্তি থেকে রুজু করার সুযোগ না দেয়ার মানসিকতায় ক্রেতা-বিক্রেতার যে কারোর উক্ত স্থান থেকে দ্রুত প্রস্থান করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ

অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই স্বাধীন (উক্ত ব্যবসায়িক চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে) যতক্ষণ না তারা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায়। তবে যদি তারা মূল চুক্তিতেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে কোন কারোর অথবা উভয়েরই স্বাধীনতার শর্ত রেখে থাকে তা হলে সে সময় পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির জন্য তা বহাল থাকবে। উপরন্তু এদের কারোর জন্য জায়িয হবে না তার ব্যবসায়িক সাথী থেকে দ্রুত পৃথক হয়ে যাওয়া অন্যের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের ভয়ে। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৫৬)

২৭০. জমিনের কোন নির্দিষ্ট অংশের ফসলের বিনিময়ে উক্ত জমিন কারোর নিকট ভাড়া দেয়াঃ

সা'দ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

অর্থাৎ আমরা নালার পাড়ের ফসলের বিনিময়ে যাতে নালার পানি সহজে পৌঁছে জমিন ভাড়া দিতাম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা করতে নিষেধ করেন এবং তিনি সোনা-রূপার বিনিময়ে জমিন ভাড়া দিতে আদেশ করেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৯১)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেন জমিনের নির্দিষ্ট কোন অংশের বিনিময়ে তা ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন তা নিম্নোক্ত রাফি' বিন্ খাদীজ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

'হান্যালাহ্ বিন্ 'ক্বাইস্ আন্সারী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাফি' বিন্ খাদীজ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে সোনা-রূপার বিনিময়ে জমিন ভাড়া দেয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ তাতে কোন অসুবিধে নেই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে লোকেরা নদী-নালার পাড়ের এবং নির্দিষ্ট কোন অংশের ফসলের বিনিময়ে জমিন ভাড়া দিতো। তখন দেখা যেতো উক্ত নির্দিষ্ট অংশটুকুতেই শুধুমাত্র ফসল হয়েছে। অন্যটুকুতে নয়। অথবা অন্যটুকুতেই শুধুমাত্র ফসল হয়েছে। উক্ত নির্দিষ্ট অংশটুকুতে নয়। আর তখন এভাবেই ভাড়া চলতো। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা করতে নিষেধ করেন। তবে নির্ধারিত যা কিছুর নিশ্চয়তা রয়েছে তার বিনিময়ে অবশ্যই ভাড়া দেয়া যাবে। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৯২)

২৭১. কয়েকজন একত্রে খানা খেতে বসলে অথবা কারোর নিকট কেউ মেহমান হলে খেজুর, মিষ্টি কিংবা এ জাতীয় কোন জিনিস একাধিক সংখ্যা এক গ্রাসে খাওয়াঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক গ্রাসে একাধিক খেজুর কিংবা এ জাতীয় অন্য কিছু খেতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ না তুমি তোমার সাথীদের থেকে এ ব্যাপারে

অনুমতি নিবে। (বুখারী, হাদীস ২৪৮৯ আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৩৪)

২৭২. একটি পশু অন্য পশুর বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করা:

সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি পশু আরেকটি পশুর বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৫৬)

২৭৩. কুকুর কিংবা বিড়াল বিক্রি করা পয়সা খাওয়া:

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুর ও বিড়াল বিক্রি করা পয়সা খেতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৭৯)

২৭৪. মানুষকে দেখানো কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে কোন পশু যবাই করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরব বেদুঈনদের ন্যায় (মানুষকে দেখানোর জন্য) পশু যবাই করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ২৮২০)

২৭৫. সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় এমন লেংড়া, কানা, রোগা কিংবা অত্যন্ত দুর্বল পশু দিয়ে কুরবানি দেয়া:

বারা’ বিন্ ’আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا وَلَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَلَا بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَلَا بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لَا تُنْقِيْ

অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় এমন লেংড়া, কানা, রোগা ও অত্যন্ত দুর্বল পশু দিয়ে কুরবানি দেয়া যাবে না। (তিরমিযী, হাদীস ১৪৯৭)

২৭৬. নামাযের কাতারটুকু সম্পূর্ণরূপে সোজা না করে যেনতেনভাবে নামাযে দাঁড়িয়ে যাওয়া:

আবু মাস্’ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নামাযে দাঁড়ানোর সময় আমাদের কাঁধগুলো স্পর্শ করে বলতেনঃ তোমরা সবাই নামাযের কাতারে একদম সোজা হয়ে দাঁড়াও। একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো দাঁড়িও না তা হলে তোমাদের অন্তরগুলোর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যকার বয়স্ক ও বুদ্ধিমানরা যেন আমার নিকটবর্তী জায়গায় অবস্থান করে। অতঃপর তাদের পরবর্তীরা। এরপর আরো পরবর্তীরা। (মুসলিম, হাদীস ৪৩২ নাসায়ী, হাদীস ৮০৩)

২৭৭. কোন মালের উপর এক বছর অতিবাহিত হতে না হতেই উক্ত মালের মালিককে তা থেকে যাকাত দিতে বাধ্য করা:

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

অর্থাৎ কোন মালে যাকাত আসবে না যতক্ষণ না তার উপর পুরাপুরিভাবে একটি বছর অতিবাহিত হয়। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৮১৯)

২৭৮. কোন বাচ্চা মায়ের পেটেই মারা যাওয়ার পরও তাকে কারোর সম্পদের ওয়ারিশ বানানো:

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ ও মিস্ওয়ার্ বিন্ মাখ্রামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا، قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ : أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ أَوْ يَعْطِسَ

অর্থাৎ কোন বাচ্চা কারোর সম্পদের ওয়ারিশ হবে না যতক্ষণ না সে মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার পর কোন ধরনের আওয়াজ করে। কোন ধরনের আওয়াজ দেয়া মানে, চাই সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কান্না করুক, চিৎকার কিংবা হাঁচি দিক। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৮০০)

২৭৯. যে কোন মসজিদে প্রবেশ করে অন্ততপক্ষে দু' রাক্'আত্ তাহিয়্যাতুল-মাস্জিদের নামায আদায় না করে এমনিতেই বসে পড়া:

আবু ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন দু'রাক'আত নামায আদায় না করে না বসে। (বুখারী, হাদীস ৪৪৪, ১১৬৩ মুসলিম, হাদীস ৭১৪)

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ! قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَ تَجَوَّزْ فِيْهِمَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَ لْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا

অর্থঃ সুলাইক্ গাত্বাফানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জুমার দিন মসজিদে ঢুকে তাড়াতাড়ি বসে পড়লেন যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুৎবা দিচ্ছিলেন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে সুলাইক্! দাড়াও। সংক্ষিপ্তাকারে দু' রাক্'আত নামায পড়ে নাও। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপকভাবে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তোমাদের কেউ খুৎবা চলা কালীন মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন সংক্ষিপ্তাকারে দু' রাক্'আত নামায পড়ে নেয়। (মুসলিম, হাদীস ৮৭৫)

২৮০. জুমার দিন খুৎবা চলা কালীন সময় হাঁটু দু'টোকে উভয় হাত কিংবা কাপড় ইত্যাদি দিয়ে নিজ পেটের সাথে জড়িয়ে বসা:

মু'আয্ বিন্ আনাস্ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমার দিন খুৎবা চলা কালীন সময় হাঁটু দু'টোকে উভয় হাত কিংবা কাপড় ইত্যাদি দিয়ে নিজ পেটের সাথে জড়িয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ১১১০)

কারণ, এভাবে বসলে অতি তাড়াতাড়ি ঘুম চলে আসবে।

২৮১. মৃত্যুর পর কোন মুশরিকের জন্য মাগ্ফিরাতের দু'আ করা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ

بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ﴾

অর্থাৎ কোন নবী কিংবা ঈমানদার ব্যক্তির জন্য এটি জায়িয নয় যে, তারা মুশ্রিকদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা তাদের নিকটতম আত্মীয়-স্বজন হোক না কেন। যখন তারা সুস্পষ্টভাবে এ কথা জানে যে, নিশ্চয়ই ওরা জাহান্নামী। (তাওবাহ্ : ১১৩)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّه فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ فِيْ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِيْ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِيْ، فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

অর্থাৎ একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ মায়ের কবর যিয়ারত করলেন। তখন নিজেও কাঁদলেন এবং আশপাশের সকলকেও কাঁদালেন। অতঃপর তিনি বললেন: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার মায়ের মাগ্ফিরাত কামনার অনুমতি চাইলে তিনি তা নামঞ্জুর করেন। তাই আমি তাঁর নিকট আমার মায়ের মাগ্ফিরাত কামনা না করে শুধু তার কবরটি যিয়ারতের অনুমতি চাইলাম। তখন তিনি তা মঞ্জুর করলেন। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত করো। কারণ, তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (মুসলিম, হাদীস ৯৭৬ আবু দাউদ, হাদীস ৩২৩৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৫৯৪ ইব্নু হিব্বান/ইহ্সা'ন, ৩১৫৯ বাগাওয়ী, হাদীস ১৫৫৪ নাসায়ী : ৪/৯০ আহ্মাদ্ : ২/৪৪১ হা'কিম : ১/৩৭৫ বায়হাক্বী : ৪/৭০, ৭৬ ও ৭/১৯০)

২৮২. সবাইকে চুপ করিয়ে দিয়ে নিজে কথা বলার চেষ্টা করা:

মূলতঃ নিয়ম হচ্ছে, আপনি অন্যদের কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করবেন। অতঃপর তারা চুপ করলে আপনি আপনার কথা বলবেন।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنْصِتُوا وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فَقَدْ أَلْغَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

অর্থাৎ যখন তুমি অন্যদেরকে বললেঃ তোমরা চুপ করো ; অথচ তখনো তারা কথা বলছে তা হলে তুমি যেন নিজকে একটি অযথা কাজে ব্যস্ত করলে। (আহ্মাদ্, হাদীস ৭৮৮৭, ৮২৩৫)

২৮৩. কসম খাওয়ার সময় এমন বলা: "আমার কথা যদি সঠিক না হয় তাহলে আমি মোসলমানই নই":

বুরাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ قَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ ؛ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কসম খাওয়ার সময় এমন বলে: "আমার কথা যদি সঠিক না তা হলে আমি মোসলমানই নই"। এর পরিপ্রেক্ষিতে মূলতঃ সে যদি তার কসমে মিথ্যুকই হয়ে থাকে তা হলে সে আর মোসলমানই থাকলো না। আর যদি সে তার কসমে সত্যবাদীই হয়ে থাকে তা হলে সে আর ইসলামের দিকে পুনরায় সম্পূর্ণরূপে নিরাপদভাবে ফিরে আসলো না। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২১৩০)

২৮৪. কোন মহিলার এমন কোন কথা বলা কিংবা এমন কোন আচরণ দেখানো যাতে করে তাকে দেখে অন্য পুরুষের মাঝে কোন ধরনের যৌন উত্তেজনা আসে:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

অর্থাৎ (হে মুহাম্মাদ) তুমি তেমনিভাবে মু'মিন মহিলাদেরকেও বলে দাওঃ যেন তারা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে। মহিলারা যেন তাদের সৌন্দর্য (শরীরের সাথে এঁটে থাকা অলংকার কিংবা আকর্ষণীয় পোষাক) প্রকাশ না করে। তবে যা স্বভাবতই প্রকাশ পেয়ে যায় (বোরকা, চাদর, মোজা ইত্যাদি) তা প্রকাশ পেলে কোন অসুবিধে নেই। তাদের ঘাড়, গলা ও বক্ষদেশ (চেহারা সহ) যেন মাথার ওড়না দিয়ে আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইপো, বোনপো, স্বজাতীয় মহিলা, মালিকানাধীন দাস, যৌন কামনা

রহিত অধীন পুরুষ, নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্য কারো নিকট নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তেমনিভাবে তারা যেন সজোরে ভূমিতে নিজ পদযুগল ক্ষেপণ না করে। কারণ, তাতে করে তাদের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে। বরং হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করো। তখনই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। (নূর : ৩১)

উক্ত আয়াতে মহিলাদেরকে নিজ পদযুগল ভূমিতে সজোরে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যাতে করে, তাদের পায়ের অলঙ্কারের আওয়াজ শুনে কোন পুরুষ নিজের মধ্যে তাদের প্রতি কোন ধরনের যৌন উত্তেজনা অনুভব না করে।

২৮৫. নিজ ইমাম সাহেবের পূর্বেই নামাযের যে কোন রুকন আদায় করাঃ

মূলতঃ নামাযের যে কোন রুকন ইমাম সাহেবের একটু পরেই আদায় করতে হয়। তথা ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে পুরোপুরি রুকুতে চলে যাবেন তখন মুক্তাদিগণ রুকু করতে অগ্রসর হবেন। তেমনিভাবে ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে সিজদার জন্য জমিনে কপাল ঠেকাবেন তখনই মুক্তাদিগণ তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবেন। ইমাম সাহেবের আগে, বহু পরে কিংবা সমানতালে কোন রুকন আদায় করা চলবে না।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

أَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يُحَوِّلَ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ

অর্থাৎ ওই ব্যক্তি কি ভয় পাচ্ছে না যে ইমাম সাহেবের পূর্বেই রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করবেন অথবা তার গঠনকে গাধার গঠনে পরিণত করবেন। (বুখারী, হাদীস ৬৯১ মুসলিম, হাদীস ৪২৭ আবু দাউদ, হাদীস ৬২৩)

আবু মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা আমাদেরকে নামায শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেনঃ

فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوْا وارْكَعُوْا فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ

অর্থাৎ ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে রুকু'তে যাবেন তারপর

তোমরাও তাকবীর দিয়ে রুকু'তে যাবে। কারণ, একমাত্র ইমাম সাহেবই তো তোমাদের আগেই রুকু করবেন এবং তোমাদের আগেই রুকু থেকে মাথা উঠাবেন। (মুসলিম, হাদীস ৪০৪ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১৫৯৩)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায শেষে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّيْ إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالْقُعُوْدِ وَلاَ بِالانْصِرَافِ

অর্থাৎ হে মানব সকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরই ইমাম। সুতরাং তোমরা আমার আগে রুকু, সিজদাহ্, উঠা, বসা ও সালাম আদায় করবে না। (মুসলিম, হাদীস ৪২৬)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা সাহাবাগণকে নামাযের প্রতি খুবই উৎসাহিত করেছেন এবং এরই পাশাপাশি তিনি তাঁদেরকে তাঁর আগে সালাম ফেরাতেও নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৬২৪)

আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'ঊদ্ ও আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) একদা রুকন আদায়ে ইমামের অগ্রবর্তী জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

لاَ وَحْدَكَ صَلَّيْتَ وَلاَ بِإِمَامِكَ اقْتَدَيْتَ

অর্থাৎ (তোমার নামাযই হয়নি) না তুমি একা নামায পড়লে ; না ইমাম সাহেবের সাথে পড়লে। (রিসালাতুল ইমাম আহ্মাদ্)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلاَتُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ

অর্থাৎ ইমাম সাহেব হচ্ছেন অনুসরণীয়। তাই তিনি তাকবীর সমাপ্ত করলেই তোমরা তাকবীর বলবে। তোমরা কখনো তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না তিনি তাকবীর বলেন। তিনি রুকুতে চলে গেলেই তোমরা রুকু শুরু করবে। তোমরা রুকু করবে না যতক্ষণ না তিনি রুকু করেন। (বুখারী, হাদীস ৩৭৮, ৮০৫, ১১১৪ মুসলিম, হাদীস ৪১৪, ৪১৭ আবু দাউদ, হাদীস ৬০৩)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ

করেন:

إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَارْفَعُوْا وَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا

অর্থাৎ যখন ইমাম সাহেব তাকবীর সমাপ্ত করবেন তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি রুকুতে চলে যাবেন তখন তোমরা রুকু শুরু করবে। আর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে "সামি'আল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্" বলবেন তখন তোমরা রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে"রাব্বানা ওয়া লাকাল্ হাম্দ" বলবে। আর যখন তিনি সিজদায় যাবেন তখন তোমরা সিজদাহ্ শুরু করবে। (বুখারী, হাদীস ৭২২, ৭৩৪, ৮০৫ মুসলিম, হাদীস ৪১৪)

বারা' বিন 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُوْدِ لاَ يَحْنِيْ أَحَدٌ ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ

অর্থাৎ নবী ﷺ যখন সিজদাহ্'র জন্যে ঝুঁকে পড়তেন তখনো আমাদের কেউ নিজ পৃষ্ঠদেশ বাঁকা করতো না যতক্ষণ না তিনি নিজ কপাল জমিনে রাখতেন। (বুখারী, হাদীস ৬৯০, ৮১১ মুসলিম, হাদীস ৪৭৪ আবু দাউদ, হাদীস ৬২১)

২৮৬. কোন মহিলা ইদ্দতে থাকাবস্থায় তাকে কারো বিবাহ্ করা:

ইদ্দত বলতে কোন মহিলাকে তালাক দেয়ার পর অথবা তার স্বামী মারা যাওয়ার পর যে সময়টুকু তাকে তার পূর্বের স্বামীর ঘরেই কাটাতে হয় তা বুঝানো হয়। যা তালাকপ্রাপ্তার জন্য তার তিন ঋতুস্রাব পার হওয়ার সমপরিমাণ সময়। আর স্বামীহারার জন্য চার মাস দশ দিন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَـٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

অর্থাৎ তোমরা কোন মহিলার ইদ্দত তথা নির্ধারিত সময় পার হওয়া পর্যন্ত তার সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন দৃঢ় সংকল্প করো না। তোমরা অবশ্যই এ কথা জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরের সব কিছুই জানেন। অতএব তোমরা তাঁকে অবশ্যই ভয় করো এবং জেনে রাখো, নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম সহিষ্ণু। (বাক্বারাহ্ : ২৩৫)

২৮৭. আল্লাহ্ তা’আলার প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল না হয়ে তথা “ইন্‌শাআল্লাহ্” না বলে কোন কাজ ভবিষ্যতে করবে বলে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়াঃ

আল্লাহ্ তা’আলা বলেনঃ

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾

অর্থাৎ তুমি কখনো কোন ব্যাপারে এমন বলো না যে, আমি এ কাজটি আগামী কাল করবো। বরং বলবেঃ ”যদি আল্লাহ্ তা’আলা চান”। (কাহ্‌ফ : ২৩-২৪)

২৮৮. “সকল মানুষই ধ্বংস, খারাপ কিংবা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে” এমন কথা বলাঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا سَمِعْتُمْ رَجُلًا يَقُولُ: قَدْ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ يَقُولُ اللَّهُ: إِنَّهُ هُوَ هَالِكٌ

অর্থাৎ যখন তোমরা কাউকে এ কথা বলতে শুনো যে, সকল মানুষই তো ধ্বংস হয়ে গেছে তা হলে জেনে রাখো, সেই হচ্ছে সব চাইতে বেশি ধ্বংস প্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট। আল্লাহ্ তা’আলা বলেনঃ নিশ্চয়ই সেই হচ্ছে সত্যিই ধ্বংস প্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট। (আহ্‌মাদ্, হাদীস ৭৩৬০, ৭৬৮৫)

তবে তা তখনই যখন কেউ এমন কথা বলে থাকে নিজকে বড়ো ভেবে ও অতি পবিত্র মনে করে। আর যদি সে এমন কথা বলে থাকে মানুষের চরম ধর্মীয় দুরবস্থা দেখে তথা নিজ মনে খুব একটা ব্যথা অনুভব করে তা হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। অন্য বর্ণনা أَهْلَكَهُمْ শব্দে এসেছে যার অর্থঃ তা হলে জেনে রাখো, সেই তো সবাইকে ধ্বংসে উপনীত করলো। কারণ, যখন মানুষ তার এ কথা শুনে আল্লাহ্ তা’আলার রহ্‌মত থেকে একেবারেই নিরাশ হয়ে যাবে তখন তারা আর তাঁর ইবাদতে উৎসাহী হবে না। এ ভাবেই তারা ধীরে ধীরে ধ্বংসে উপনীত হবে।

২৮৯. খানা খাওয়ার সময় “বিস্‌মিল্লাহ্” না বলা, ডান হাতে না খাওয়া কিংবা নিজের পাশ থেকে না খাওয়াঃ

’উমর বিন্ আবু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি

আমার পিতা আবু সালামাহ্’র ইন্তিকালের পর রাসূল ﷺ এর তত্ত্বাবধানেই লালিত-পালিত হচ্ছিলাম। একদা রাসূল ﷺ এর সাথে খানা খাওয়ার সময় আমি প্লেটের এদিক-ওদিক থেকে খাচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

অর্থাৎ হে ছেলে! তুমি আল্লাহ্ তা’আলার নামেই খেতে শুরু করো, ডান হাতে খাও এবং তোমার পাশ থেকেই খাও। (মুসলিম, হাদীস ২০২২)

২৯০. নামাযে কুকুরের ন্যায় বসা, হিংস্র পশুর ন্যায় সাজ্দাহ্, কাকের ন্যায় ঠোকর, শিয়ালের ন্যায় এদিক ওদিক তাকানো কিংবা উটের ন্যায় মসজিদের নির্দিষ্ট কোন স্থানে সর্বদা স্বালাত্ আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোলা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَلَاثٍ وَنَهَانِي عَنْ ثَلَاثٍ، أَمَرَنِي بِرَكْعَتَيْ الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَنَهَانِي عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমাকে তিনটি কাজের আদেশ করেন এবং তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করেন। তিনি আমাকে প্রতি দিন ”যুহা” তথা সূর্যের তাপ বেড়ে যাওয়ার সময়কার দু’ রাক্’আত নামায, ঘুমের আগে বিতরের নামায এবং প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখতে আদেশ করেন। তেমনিভাবে তিনি আমাকে মোরগের মতো ঠোকর দিতে, কুকুরের মতো তথা উভয় হাঁটু খাড়া করে দু’ হাত ও দু’ পাছা জমিনে বিছিয়ে বসতে এবং শিয়ালের মতো এদিক-ওদিক তাকাতে নিষেধ করেন। (আহ্মাদ, হাদীস ৭৭৫৮, ৮১০৬)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

اعْتَدِلُوْا فِيْ السُّجُوْدِ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

অর্থাৎ তোমরা সেজ্দাহ্ করার সময় শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিকভাবে রাখো। তোমাদের কেউ যেন নিজের উভয় কনুই কুকুরের ন্যায় জমিনে বিছিয়ে না দেয়। (মুসলিম, হাদীস ৪৯৩)

বারা’ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ

অর্থাৎ যখন তুমি সেজ্‌দাহ্ করবে তখন তোমার উভয় হাতের তালু জমিনে রাখবে এবং তোমার কনুইদ্বয় জমিন থেকে উঁচিয়ে রাখবে। (মুসলিম, হাদীস ৪৯৪)

আব্দুর রহ্‌মান বিন্ শিব্‌ল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُّوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِيْ الْمَسْجِد كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাকের ঠোকর কিংবা হিংস্র পশুর ন্যায় দু' কনুই জমিনে বিছিয়ে সিজ্‌দাহ্ করা অথবা উটের ন্যায় মসজিদের নির্দিষ্ট কোন স্থানে সর্বদা নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৮৬২)

২৯১. নামাযে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে থুতু ফেলা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা ক্বিব্‌লার দিকে তথা তাঁর সামনের দেয়ালেই কিছুটা থুতু দেখতে পান। তখন তিনি তা অতি দ্রুত মুছে ফেলে নিজ সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِه فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِه إِذَا صَلَّى

অর্থাৎ তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ালে সে যেন তার সামনের দিকে থুতু না ফেলে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তার সামনেই থাকেন যখন সে নামায পড়ে। (বুখারী, হাদীস ৪০৬ মুসলিম, হাদীস ৫৪৭)

তবে নামাযরত অবস্থায় অগত্যা কারোর বেশি থুতু আসলে সে যেন তার বাঁ দিকে কিংবা পায়ের নিচে থুতু ফেলে অথবা কোন রুমালে ফেলে উক্ত রুমালের এক পার্শ্ব দিয়ে অন্য পার্শ্ব ঘষে তাতে পুরাপুরি মিশিয়ে দেয়।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা ক্বিব্‌লার দিকে কিছুটা কফ দেখে তিনি খুবই মর্মাহত হোন। যা তাঁর চেহারায় অতি দ্রুত পরিস্ফুট হয়। তখন তিনি তা নিজ হাতে মুছে ফেলে বললেন:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِه فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَة فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِه، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْه، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِه فَبَصَقَ فِيه

ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ায় তখন সে তার প্রভুর সাথে বিশেষ সাক্ষাৎ দেয় কিংবা তার প্রভু তার মাঝে ও ক্বিব্লার মাঝে অবস্থান করেন। অতএব তোমাদের কেউ যেন তার ক্বিব্লার দিকে থুতু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাঁ দিকে কিংবা পায়ের নিচে থুতু ফেলে। অতঃপর রাসূল ﷺ তাঁর চাদরের এক পার্শ্ব হাতে নিয়ে তাতে থুতু ফেলেন। এরপর উক্ত চাদরের একাংশ অন্যাংশের উপর চেপে দেন এবং বলেনঃ অথবা এভাবে থুতু চাদরে মিশে ফেলবে। (বুখারী, হাদীস ৪০৫ মুসলিম, হাদীস ৫৫১)

নামাযরত অবস্থায় নামাযীর বাঁ দিকে কিংবা পায়ের নিচে থুতু ফেলা ও তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার সুযোগ ছিলো বলেই তখন তা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। কারণ, তখনকার মসজিদগুলোতে কোন কার্পেট বা বিছানা ছিলো না। তবে বর্তমান যুগে যখন মসজিদগুলো কার্পেট সজ্জিত তাই এখন আর সে বিধান পালন করার কোন যুক্তিকতাই নেই। বরং বর্তমান এ টিস্যু পেপারের যুগে হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় নিয়মই অতি সহজেই পালন করা যেতে পারে।

২৯২. রোযার রাতে সেহ্‌রী না খাওয়া:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'হারিস্ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী ﷺ এর এক বিশেষ সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি একদা নবী ﷺ এর নিকট আসলো যখন তিনি সেহ্‌রী খাচ্ছিলেন। তখন নবী ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

إِنَّ السَّحُورَ بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُوهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تَدَعُوهَا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রোযার সেহ্‌রী তোমাদেরকে বরকত হিসেবেই দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা কখনো তা খাওয়া ছাড়বে না। (আহ্‌মাদ্, হাদীস ২২০৬১, ২৩১৪২)

২৯৩. কোন মৃত ব্যক্তিকে যে কোন ভাবে কষ্ট দেয়া:

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً مِثْلُ كَسْرِهِ حَيّاً

অর্থাৎ কোন মৃত মু’মিনের হাড় ভাঙ্গা জীবদ্দশায় তার হাড় ভাঙ্গার ন্যায়। (আহ্মাদ্, হাদীস ২৩১৭২)

২৯৪. তিন দিনের কমে কুর’আন মাজীদ খতম করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ

অর্থাৎ সে ব্যক্তি কুর’আন মাজীদ থেকে সত্যিকার কোন বুঝই ধারণ করতে পারে না যে তিন দিনের কমে কুর’আন মাজীদ খতম করে। (আবু দাউদ, হাদীস ১৩৯৪)

২৯৫. কোন অযথা কথা কিংবা কাজে ব্যস্ত হওয়া:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

অর্থাৎ কারোর ভালো মোসলমান হওয়ার একান্ত পরিচয় হচ্ছে অযথা যে কোন কথা কিংবা কাজ নিয়ে তার কোন ধরনের ব্যস্ততা না থাকা। (তিরমিযী, হাদীস ২৩১৭ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪০৪৭)

২৯৬. কোন হারানো জিনিস পাওয়ার পর তা জনসম্মুখে প্রচার না করা:

যায়েদ্ বিন্ খালিদ জুহানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাস্তা থেকে কোন হারানো জিনিস উঠিয়ে নিলো সে সত্যিই পথভ্রষ্ট যতক্ষণ না তা জনসম্মুখে প্রচার করে। (মুসলিম, হাদীস ১৭২৫)

’ইয়ায বিন্ ’হিমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

অর্থাৎ কেউ কোন হারানো জিনিস পেলে সে যেন এ ব্যাপারে এক বা একাধিক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানায় এবং তা কোনভাবেই লুকিয়ে

না রাখে। অতঃপর বস্তুটির মালিক পাওয়া গেলে তাকে তা হস্তান্তর করবে। আর মালিক না পাওয়া গেলে তা একান্ত আল্লাহ্ তা'আলারই সম্পদ। তিনি তা যাকে চান তাকেই দেন। (আবু দাউদ, হাদীস ১৭০৯)

হাজীদের হারানো জিনিস ছাড়া অন্য যে কোন হারানো জিনিস রাস্তা থেকে উঠিয়ে নিলে তা এক বছর পর্যন্ত প্রচার করতে হবে। অতঃপর বস্তুটির মালিক না আসলে তা নিজের মাল হিসেবেই গ্রহণ ও ব্যয় করবে। আর ইতিমধ্যে মালিক আসলে তাকে তা কিংবা তার সমতুল্য জিনিস বুঝিয়ে দিতে হবে। তবে তৈরি করা কোন খাদ্য কিংবা যে কোন ফলমূল যা কিছুক্ষণ পরই নষ্ট হওয়া নিশ্চিত তা সরাসরি নিজেই ভোগ করবে। তা জনসম্মুখে প্রচার করার আর কোন প্রয়োজন নেই।

যায়েদ্ বিন্ খালিদ জুহানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হারিয়ে যাওয়া তথা রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:

عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ : خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ــ أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ــ وَقَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا

অর্থাৎ তুমি তা জনসম্মুখে এক বছর পর্যন্ত প্রচার করবে। অতঃপর থলেটির মুখ বাঁধা রশি এবং পাত্রটির ঢাকনা ইত্যাদি চিনে রাখবে এবং তা নিজের কাজে ব্যয় করবে। ইতিমধ্যে বস্তুটির মালিক তা তাকে ফেরত দিবে। তখন সে বললো: হে আল্লাহ্'র রাসূল! হারানো ছাগল সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন: তা তুমি নিয়ে নাও। কারণ, তা তোমার কিংবা তোমার ভাইয়ের অথবা বাঘের। সে আবারো বললো: হে আল্লাহ্'র রাসূল! হারানো উট সম্পর্কে আপনি কি বলেন? এ কথা শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উভয় গাল তথা চেহারা লাল হয়ে গেলো এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: উট নিয়ে তোমার এতো অস্থিরতা কেন? তার তো চলার জন্য ক্ষুর রয়েছে। পান করার জন্য জমাকৃত পানি রয়েছে যতক্ষণ না তার মালিক আসে। (আবু দাউদ, হাদীস ১৭০৪)

২৯৭. অন্যকে ঝাড়ফুঁক করতে বলা, কোন বিশেষ কিছু দেখে তাতে কোন ধরনের কুলক্ষণ ভাবা কিংবা চিকিৎসার জন্য লোহা পুড়িয়ে নিজ শরীরের কোন জায়গায় দাগ দেয়া:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَدْخُـــلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَاب، هُمْ الَّذِينَ لَـــا يَـــسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَفِيْ رِوَايَةٍ : لاَ يَكْتَوُوْنَ

অর্থাৎ আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যারা অন্যকে ঝাড়ফুঁক করতে বলবে না, কোন বিশেষ কিছু দেখে উহাকে কুলক্ষণ ভাববে না। উপরন্তু তারা নিজ প্রভুর উপর সর্বদা ভরসা করবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তারা চিকিৎসার জন্য লোহা পুড়িয়ে নিজ শরীরের কোন জায়গায় দাগ দিবে না। (বুখারী, হাদীস ৬৪৭২, ৬৫৪১ মুসলিম, হাদীস ২১৮, ২২০)

২৯৮. বিনা ওযুতে নামায পড়া:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

অর্থাৎ তোমাদের কারোর ওযু না থাকলে ওযু ছাড়া তার কোন নামায কবুল করা হবে না। (মুসলিম, হাদীস ২২৫)

২৯৯. কাউকে যে কোন ভাবে কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন করা; চাই সে আপনার কোন ক্ষতি করুক কিংবা নাই করুক:

’উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত ও আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

অর্থাৎ তুমি কারোর কোন ধরনের ক্ষতি করো না। তেমনিভাবে তোমরা পরস্পর একে অপরের কোন ধরনের ক্ষতি করার প্রতিযোগিতা করো না। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৬৯, ২৩৭০)

আবু স্বিরমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করতে চায় আল্লাহ্ তা'আলা তার ক্ষতি করেন। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি অন্যের উপর কঠিন হয় আল্লাহ্ তা'আলাও তার উপর কঠিন হোন। (ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৭১)

৩০০. নিজের যৌন উত্তেজনাকে যে কোন প্রকারে একেবারে চিরস্থায়ীভাবে ধ্বংস করে দেয়া:

সা'দ বিন্ আবী ওয়াক্কাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উস্‌মান বিন্ মায্'উন্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) কে চিরস্থায়ীভাবে যৌন উত্তেজনা ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন। যদি তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে অনুমতি দিতেন তা হলে আমরা সবাই তাই করতাম। (বুখারী, হাদীস ৫০৭৩, ৫০৭৪ মুসলিম, হাদীস ১৪০২)

৩০১. বিচারের ক্ষেত্রে আত্মসাৎকারী, বিশ্বাসঘাতক, বিদ্বেষী, অধীনস্থ ও ব্যভিচারীর সাক্ষী গ্রহণ করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) ও 'আমর বিন্ শু'আইব্ তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণনা করেন:

رَدَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيـهِ وَرَدَّ شَـهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন বিশ্বাসঘাতক পুরুষ ও মহিলা এবং কোন বিদ্বেষীর সাক্ষী তার প্রতিপক্ষের ব্যাপারে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তেমনিভাবে কোন পরিবারের পক্ষে তাদের কোন কাজের লোক কিংবা অধীনস্থের সাক্ষী তিনি অগ্রাহ্য করেন। তবে তিনি তাদের সাক্ষী অন্যদের ব্যাপারে বৈধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৬০০)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) ও 'আমর বিন্ শু'আইব্ তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে আরো বর্ণনা করেন: তাঁরা বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِيْ غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ

অর্থাৎ কোন বিশ্বাসঘাতক পুরুষ ও মহিলার সাক্ষী এবং কোন ব্যভিচারী ও

ব্যভিচারিণীর সাক্ষী, তেমনিভাবে কোন বিদ্বেষীর সাক্ষী তার প্রতিপক্ষের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৬০০)

৩০২. যে বৈঠকে কোর'আন, সুন্নাহ্ তথা শরীয়তকে অস্বীকার কিংবা তা নিয়ে ঠাট্টা করা হয় এমন বৈঠকে বসা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তিনি নিজ কিতাবে তোমাদের উপর এ নির্দেশ নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা কোথাও আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত সমূহের প্রতি অবিশ্বাস কিংবা উপহাস শুনতে পাও তখন তোমরা সেখানে তাদের সাথে বসো না যতক্ষণ না তারা এ কথা ছাড়া অন্য কথা আলোচনা করে। অন্যথা তোমরাও তাদের মতো বলে গণ্য হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও মুনাফিকদের সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন। (নিসা' : ১০৪)

৩০৩. ইহুদি-খ্রিস্টান ছাড়া অন্য যে কোন মুশ্‌রিক মহিলাকে বিবাহ্ করা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

অর্থাৎ তোমরা মুশ্‌রিক মেয়েদেরকে বিবাহ্ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। একজন মু'মিন বান্দী একজন মুশ্‌রিক মহিলা থেকে অনেক উত্তম। যদিও সে অত্যন্ত আকর্ষণকারিণীই হোক না কেন। তেমনিভাবে তোমরা কোন মুশ্‌রিকের নিকট নিজেদের অধীনস্থ কোন মেয়েকে বিবাহ্ দিও না যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। একজন মু'মিন

বান্দাহ্ একজন মুশ্‌রিক পুরুষ চাইতে অনেক উত্তম। যদিও সে অত্যন্ত আকর্ষণকারীই হোক না কেন। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকে। আর আল্লাহ্ তা'আলা নিজ ইচ্ছায় সবাইকে জান্নাত ও মাগ্‌ফিরাতের দিকে ডাকছেন এবং তিনি সকল মানুষের জন্য নিজ আয়াত সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তারা তা থেকে সহজভাবেই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (বাক্বারাহ্ : ২২১)

৩০৪. এক বা দু' তালাকপ্রাপ্তা কোন মহিলাকে ইদ্দতরত অবস্থায় স্বামীর ঘর থেকে বের করে দেয়াঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ﴾

অর্থাৎ হে নবী! তুমি নিজ উম্মতকে বলে দাও, যখন তোমরা নিজ স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও তখন তোমরা তাদেরকে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তালাক দিবে এবং ইদ্দতের হিসেব রাখবে। উপরন্তু তোমরা নিজ প্রভু আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। আর তাদেরকে ইদ্দতরত অবস্থায় নিজ ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও স্বেচ্ছায় যেন নিজ ঘর থেকে বের হয়ে না যায়। যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত বিধান। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার বিধান লঙ্ঘন করে সে যেন নিজেই নিজের উপর অত্যাচার করলো। তুমি তো জানো না, হয়তো বা আল্লাহ্ তা'আলা এরপর কোন উপায় বের করে দিবেন। (ত্বালাক : ১)

৩০৫. কোন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা তার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইদ্দত পালন না করাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ

مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ তিন ঋতুস্রাব অথবা তৎপরবর্তী পরিপূর্ণ তিনটি পবিত্রতার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তাদের জন্য কখনো জায়িয হবে না তাদের গর্ভ ধারণের ব্যাপারটি লুকিয়ে রাখা যদি তারা নিজকে আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী বলে মনে করে। এ দিকে তাদের স্বামীগণই পুনরায় তাদেরকে নিজ ঘরে ফিরিয়ে নেয়ার বিশেষ অধিকার রাখেন যদি তাঁরা সত্যিই সংশোধনের ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন। নারীদেরও পুরুষের উপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমনিভাবে রয়েছে নারীদের উপর পুরুষের অধিকার। তবে এ ব্যাপারে নারীদের উপর পুরুষদের অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলাই হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়। (বাক্বারাহ্ : ২২৮)

৩০৬. কোন মহিলাকে শুধু কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যেই তাকে তালাক দিয়ে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার কিছু পূর্বেই তাকে আবারো ফিরিয়ে নেয়া:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ﴾

অর্থাৎ যখন তোমরা নিজ স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দতের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয় তখন তোমরা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজের অধীনে রাখো অথবা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে পরিত্যাগ করো। তাদের উপর কোন ধরনের অত্যাচার কিংবা তাদের কোন প্রকারের ক্ষতি করার জন্য তাদেরকে নিজের অধীনে আটকে রাখো না। যে ব্যক্তি এমন করলো সে যেন নিজের উপরই যুলুম করলো। আর তোমরা কখনো আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত সমূহকে বিদ্রূপাচ্ছলে গ্রহণ করো না। (বাক্বারাহ্ : ২৩১)

৩০৭. কারোর বিবাহে সাধুবাদ জানাতে গিয়ে অমুসলিমদের শেখানো শব্দে সাধুবাদ জানানো:

'আক্বীল বিন্ আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি একদা বানী জুশাম গোত্রের জনৈকা মহিলাকে বিবাহ্ করলে কিছু লোক এসে তাঁকে بِالرِّفَـاءِ

وَالْبَنِيْنِ (তোমরা উভয়ে এক হয়ে মিলেমিশে থাকো) বলে ধন্যবাদ জানালে তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

لاَ تَقُولُوا هَكَذَا وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ তোমরা এমন কথা বলো না। বরং বলো যা একদা স্বয়ং রাসূল ﷺ বলেছেন। তিনি বলেছেন: "আল্লাহুম্মা বা'রিক লাহুম ওয়া বা'রিক 'আলাইহিম" যার অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনি তাদের কল্যাণে এবং তাদের উপরই সরাসরি বরকত ঢেলে দিন। (ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ১৯৩৩)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ যখন কাউকে বিয়ে-শাদির ব্যাপারে ধন্যবাদ দিতে চাইতেন তখন বলতেন:

بَارَكَ اللهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কল্যাণে এবং তোমাদের উপরই সরাসরি বরকত ঢেলে দিন। উপরন্তু তোমাদেরকে কল্যাণের উপরই একত্রিত করুন। (ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ১৯৩২)

৩০৮. শুধু ধনীদেরকেই ওয়ালিমা তথা বৌভাতের দা'ওয়াত দেয়া কিংবা কারোর ওয়ালিমার দা'ওয়াত বিনা ওযরে প্রত্যাখ্যান করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

অর্থাৎ সেই ওয়ালিমা তথা বৌভাতের খানা সর্ব নিকৃষ্ট খানা যাতে এমন লোকগুলোকে আসতে দেয়া হয় না যারা তাতে আসতে চায়। বরং তাতে এমন লোকগুলোকে দা'ওয়াত দেয়া হয় যারা তাতে আসতে চায় না। যে ব্যক্তি কারোর ওয়ালিমার দা'ওয়াত অগ্রাহ্য করলো সে যেন সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর অবাধ্য হলো। (মুসলিম, হাদীস ১৪৩২)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ

অর্থাৎ সেই ওয়ালিমা তথা বৌভাতের খানা সর্ব নিকৃষ্ট খানা যাতে শুধুমাত্র ধনীদেরকেই দা'ওয়াত দেয়া হয় এবং তাতে গরীবের প্রতি কোন ধরনের ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। যে ব্যক্তি কারোর ওয়ালিমার দা'ওয়াত অগ্রাহ্য করলো সে যেন সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর অবাধ্য হলো। (বুখারী, হাদীস ৫১৭৭ মুসলিম, হাদীস ১৪৩২)

৩০৯. কোন মহিলাকে অহেতুক কষ্ট দিয়ে খোলা তালাক তথা অর্থের বিনিময়ে তালাক নিতে বাধ্য করা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾

অর্থাৎ তালাক দিলে তা শুধুমাত্র দু'বারই দিতে হয়। এরপর ন্যায়সঙ্গতভাবে উক্ত মহিলাকে নিজের অধীনে ফিরিয়ে নিবে নতুবা সৎভাবে তাকে পরিত্যাগ করবে। তোমাদের কারোর জন্য হালাল হবে না তাদেরকে মোহর হিসেবে দেয়া অর্থের কিয়দংশ ফেরত নেয়া। তবে তারা উভয় যদি এ ব্যাপারে দৃঢ় আশঙ্কা করে যে, তারা বিবাহ্ সংক্রান্ত আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধানগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারবে না তা হলে তা হবে একটি ভিন্ন ব্যাপার। অতএব তোমরা যদি তাদের ব্যাপারে এমন ধারনা করো যে, তারা বিবাহ্ সংক্রান্ত আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধানগুলো নিজেদের জীবনে বাস্ত বায়ন করতে পারবে না তা হলে উক্ত মহিলা নিজকে তার স্বামীর অধীন থেকে মুক্ত করার জন্য তাকে কোন অর্থ দিলে তা দিতে ও গ্রহণ করতে কোন অসুবিধে নেই। এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। যারা আল্লাহ্'র বিধি-বিধানের নির্ধারিত সীমাগুলো লঙ্ঘন করবে তারাই হচ্ছে সত্যিকারের যালিম। (বাক্বারাহ্ : ২২৯)

৩১০. হজ্জরত অবস্থায় কোন ধরনের যৌনাচার, গুনাহ্'র কাজ কিংবা ঝগড়া-ঝামেলায় লিপ্ত হওয়া:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي

ٱلْحَجِّ ﴾

অর্থাৎ হজ্জের মাসগুলো নির্ধারিত। অতএব কেউ যদি এ মাসগুলোতে হজ্জ করার দৃঢ় সংকল্প করে তা হলে সে যেন হজ্জকালীন সময়ে কোন ধরনের যৌনাচার, শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড কিংবা ঝগড়া-ঝামেলায় লিপ্ত না হয়। (বাক্বারাহ্ : ১৯৭)

৩১১. আজীবন রোযা রাখার সংকল্প করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আজীবন রোযা রাখলো সে যেন কার্যত কোন রোযাই রাখেনি। যে ব্যক্তি আজীবন রোযা রাখলো সে যেন কার্যত কোন রোযাই রাখেনি। যে ব্যক্তি আজীবন রোযা রাখলো সে যেন কার্যত কোন রোযাই রাখেনি। (মুসলিম, হাদীস ১১৫৯)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আজীবন রোযা রাখলো সে যেন কার্যত কোন রোযাই রাখেনি। প্রতি মাসের তিনটি রোযা আজীবন রোযা রাখার সমতুল্য। (নাসায়ী, হাদীস ২৪১১)

৩১২. মুহ্রিম অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে কাফন দেয়ার সময় সুঘ্রাণ ব্যবহার করা ও তার মাথা ঢেকে দেয়া:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর সাথে 'আরাফায় অবস্থান করছিলো। এমতাবস্থায় সে হঠাৎ নিজ উট থেকে পড়ে গিয়ে উটের পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা গেলো। তখন নবী ﷺ তার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন:

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

অর্থাৎ তোমরা তাকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল ও তার দু'টি কাপড় দিয়েই তাকে কাপন দাও। উপরন্তু তাকে কোন ধরনের সুগন্ধ স্পর্শ

করিও না। তেমনিভাবে তার মাথা ঢেকো না এবং তার গায়ে কাফুর ইত্যাদি লাগিও না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন "তালবিয়াহ্" তথা "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" পড়াবস্থায় উঠাবেন। (বুখারী, হাদীস ১৮৫০)

৩১৩. কারোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কোন সাক্ষ্য গোপন করা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

অর্থাৎ আর তোমরা কারোর ব্যাপারে কোন প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য গোপন করো না। যে ব্যক্তি এ জাতীয় কোন সাক্ষ্য গোপন করলো তা সত্যিই এটাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই তার মন পাপাচারমুখী। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত। (বাক্বারাহ্ : ২৮৩)

৩১৪. কোন মহিলাকে তালাক দেয়ার পর তাকে দেয়া মোহরের কোন অংশ ফেরত নেয়া:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾

অর্থাৎ আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে চাও এবং তাদের কাউকে ইতিপূর্বে রাশি রাশি সম্পদ দিয়ে থাকো তা হলে তার কিয়দংশও তোমরা তাদের থেকে ফেরত নিও না। তোমরা কি তা যে কোন অপবাদ দিয়ে ও প্রকাশ্য পাপ করে ফেরত নিবে? (নিসা' : ২০)

৩১৫. বিচার দায়ের করার ইচ্ছা ছাড়া যে কোন অপরাধ জনসমক্ষে বলাবলি করা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কোন খারাপ বাক্য প্রকাশ্যে বলা পছন্দ করেন না যতক্ষণ না কেউ অত্যাচারিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই সকল কথা শুনেন ও জানেন। (নিসা' : ১৪৮)

৩১৬. পাপাচার, অত্যাচার কিংবা রাসূল ﷺ এর আদর্শ বিরোধী কোন ব্যাপার নিয়ে পরস্পর সলা-পরামর্শ করা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَٰجَيۡتُمۡ فَلَا تَتَنَٰجَوۡاْ بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوۡاْ بِٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন সলা-পরামর্শ করো তখন তা যেন কোন পাপাচার, অত্যাচার ও রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। বরং তা যেন কোন নেক কাজ সম্পাদন ও আল্লাহ্ভীরুতা অর্জনের সলা-পরামর্শ হয়। আর তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো যাঁর নিকট একদা তোমাদের সকলকেই সমবেত হতে হবে। (মুজাদালাহ্ : ৯)

৩১৭. শোয়ার সময় চেরাগ, হারিকেন, লাইট ইত্যাদি জ্বালিয়ে শোয়া:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ

অর্থাৎ তোমরা কখনো শোয়ার সময় নিজ ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না। (বুখারী, হাদীস ৬২৯৩ মুসলিম, হাদীস ২০১৫)

আবু মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাত্রি বেলায় মদীনার একটি ঘর মানুষ সহ জ্বলে যায়। নবী ﷺ কে তাদের ব্যাপারটি জানানো হলে তিনি বলেন:

إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আগুন হচ্ছে তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা যখন ঘুমুতে যাও তখন তা নিভিয়ে ঘুমাও। (বুখারী, হাদীস ৬২৯৪ মুসলিম, হাদীস ২০১৬)

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

خَمِّرُوا الْآنِيَةَ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَــرَّتْ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পানপাত্রগুলো ঢেকে রাখো। দরজাগুলো বন্ধ করে রাখো। শোয়ার সময় চেরাগগুলো নিভিয়ে দাও। কারণ, ইঁদুর হয়তো বা চেরাগের ফিতা টেনে ঘরের সবাইকেই জ্বালিয়ে দিবে। (বুখারী, হাদীস ৬২৯৫ মুসলিম, হাদীস ২০১২)

৩১৮. গৃহপালিত পশু কিংবা বাচ্চাদেরকে রাত্রের প্রথমাংশে নিজ

নিজ ঘর থেকে বের হতে দেয়া:

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ

অর্থাৎ সূর্যাস্ত হওয়া মাত্রই তোমরা নিজ গৃহপালিত পশু ও বাচ্চাদেরকে ঘরের বাইরে ছেড়ে দিও না যতক্ষণ না রাত্রের প্রথমাংশ চলে যায়। কারণ, শয়তানগুলো সূর্যাস্ত হওয়া মাত্রই রাত্রের শুরুর দিকে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। (মুসলিম, হাদীস ২০১৩ আবু দাউদ, হাদীস ২৬০৪)

৩১৯. কসম করে তা দ্রুত ভঙ্গ করা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পাদন করা ওয়াদা পূরণ করো এবং তাঁর নামে করা দৃঢ় অঙ্গীকার কখনো ভঙ্গ করো না। কারণ, তোমরাই তো একদা স্বেচ্ছায় তাঁকে এ ব্যাপারে জিম্মাদার বানালে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত। (না'হ্ল : ৯১)

৩২০. কোন সতী মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ে তা চারটি সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত করতে না পারা সত্ত্বেও তার যে কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴾

অর্থাৎ যারা সতী-সাধ্বী মহিলাদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ে তা চার জন সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণিত করতে পারেনি তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং এরপর আর কখনো তাদের কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। কারণ, তারা সত্যিই ফাসিক। (নূর : ৪)

৩২১. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা:

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ﴾

অর্থাৎ হে মানুষ সকল! তোমরা জমিনের সকল হালাল ও পবিত্র বস্তু থেকে যা পারো খাও। তবে কখনো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কারণ, সে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (বাক্বারাহ্ : ১৬৮)

৩২২. কুর’আন ও হাদীসের বিপরীতে কারোর কোন কথা, মত কিংবা যুক্তি উপস্থাপন করা:

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা’আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর সামনে কখনো অগ্রসর হইয়ো না। বরং তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলাকেই ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা’আলা সর্বশ্রোতা সবজান্তা। (’হুজুরাত : ১)

৩২৩. নিজ অপরাধ মূলক কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট থাকা এবং যা করেনি তার জন্য কারোর প্রশংসা কামনা করা:

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

﴿ لَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحۡمَدُواْ بِمَا لَمۡ يَفۡعَلُواْ فَلَا تَحۡسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٖ مِّنَ ٱلۡعَذَابِۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴾

অর্থাৎ যারা নিজ (অপরাধ মূলক) কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট এবং যা করেনি তার জন্য অন্যের প্রশংসা প্রার্থী তাদের ব্যাপারে তুমি এমন মনে করো না যে, তারা শাস্তিমুক্ত বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (আলি-’ইমরান : ১৮৮)

৩২৪. যে বাচ্চা নিজের ভালো-মন্দ বুঝে না এমন অবুঝের হাতে কোন ধন-সম্পদ তুলে দেয়া:

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

﴿ وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদ যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নিজেদের জীবন পরিচালনার জন্য দিয়েছেন তা অবুঝদের হাতে তুলে দিও না। বরং তা থেকে তাদেরকে খাদ্য-বস্ত্র দাও এবং তাদের সাথে ভালো কথা বলো। (নিসা' : ৫)

৩২৫. কোন মহিলা স্বামীর অবাধ্য হওয়ার পর আবারো সঠিক পথে ফিরে আসলে তাকে পুনরায় যে কোন ভাবে কষ্ট দেয়া:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾

অর্থাৎ তোমরা যে নারীদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং শয্যায় পরিত্যাগ করো। এমনকি তাদেরকে প্রয়োজনে প্রহার করো। এতে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তা হলে তাদের ব্যাপারে আর অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সমুন্নত মহীয়ান। (নিসা' : ৩৪)

৩২৬. কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় যে কোন শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُتْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় সঙ্গে কোন বিলাপকারিণী মহিলাকে নিতে নিষেধ করেছেন। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৬০৫)

৩২৭. গোসলখানায় প্রস্রাব করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মুগাফ্ফাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় প্রস্রাব না করে। (ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ৩০৭)

৩২৮. মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করা:

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِيْ الْمَسَاجِد

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল মানুষকে মসজিদ নিয়ে গর্ব করতে নিষেধ করেছেন। (ইব্‌নু 'হিব্বান, হাদীস ১৬১৩)

৩২৯. কোন মসজিদের দরজায় প্রস্রাব করা:

মাক'হুল্ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَالَ بِأَبْوَابِ الْمَسَاجِد

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদের দরজাগুলোতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৬৮১৩)

৩৩০. কোন পুরুষের জন্য জাফরান সুগন্ধি ব্যবহার করা:

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে কোন পুরুষকে (তার শরীরে কিংবা কাপড়ে) জাফরান সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, হাদীস ৫৮৪৬ মুসলিম, হাদীস ২১০১)

৩৩১. যে কোন দু' ব্যক্তির মাঝে তাদের অনুমতি ছাড়া বসে পড়া:

'আমর বিন্ শু'আইব্ তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে কাউকে দু' ব্যক্তির মাঝে তাদের অনুমতি ছাড়া বসতে নিষেধ করেছেন। (বায়হাক্বী, হাদীস ৫৬৮৫ ত্বাবারানী/আওসাত্ব, হাদীস ৩৬৫২)

৩৩২. যে ব্যক্তি কথায় ব্যস্ত অথবা ঘুমন্ত এমন কারোর পেছনে নামায পড়া:

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ কোন ঘুমন্ত ব্যক্তি ও যে এখন কথা বলছে এমন কারোর পেছনে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৬৯৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৯৬৯)

তবে অন্য কোথাও জায়গা না পেলে প্রয়োজনে যে কোন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সামনে রেখেও রাত্রি বেলায় নফল নামায পড়া যায়।

’আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَة كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ

অর্থাৎ নবী ﷺ রাত্রি বেলায় নফল নামায পড়তেন ; অথচ আমি তিনি ও তাঁর ক্বিব্লার মাঝে মৃত ব্যক্তির ন্যায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতাম। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৯৬৬)

৩৩৩. কবরের উপর কোন কিছু লেখা:

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ কবরের উপর কোন কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৫৮৫)

৩৩৪. পিয়াজ ও রসুন জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত কোন কিছু খাওয়া:

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاث فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَة فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ পিয়াজ ও কুর্রাস্ (দুর্গন্ধযুক্ত এক জাতীয় উদ্ভিদ) খেতে নিষেধ করেছেন। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ একদা আমরা প্রয়োজনের তাগিদে তা খেলে রাসূল ﷺ আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ কেউ এ জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত উদ্ভিদ খেলে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তীও না হয়। কারণ, ফিরিশ্তাগণ সে জিনিসেই কষ্ট পান যে জিনিসে কষ্ট পায় মানুষ। (মুসলিম, হাদীস ৫৬৪)

তবে প্রয়োজনে এগুলোকে ভালোভাবে সিদ্ধ করে কিংবা পাকিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

’উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদা জুমার খুত্বায় এক পর্যায়ে বলেন:

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا

অর্থাৎ হে মানব সকল! তোমরা এমন দু'টি উদ্ভিদ খাচ্ছো যা আমি নিকৃষ্ট বলেই মনে করি। তা হলোঃ পিয়াজ ও রসুন। আমি রাসূল ﷺ কে এমন কাজও করতে দেখেছি যে, তিনি মসজিদে কারো থেকে এগুলোর দুর্গন্ধ পেলে তাকে বাকী' কবরস্থানের দিকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। সুতরাং কেউ এগুলো খেলে সে যেন তা ভালোভাবে পাকিয়ে খায়। (মুসলিম, হাদীস ৫৬৭ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪২৬)

৩৩৫. নিয়মিতভাবে প্রতিদিন মাথার চুলগুলো আঁচড়ানো নিয়ে ব্যস্ত থাকা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মুগাফ্ফাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا

অর্থাৎ রাসূল ﷺ কাউকে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে চুল আঁচড়ানোয় ব্যস্ত থাকতে নিষেধ করেছেন। তবে একদিন পরপর তা করবে। (তিরমিযী, হাদীস ১৭৫৬)

৩৩৬. রাত্রি বেলায় কোন ফল বা ফসল কাটা:

জা'ফর বিন্ মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَدَادِ بِاللَّيْلِ، وَالْحَصَادِ بِاللَّيْلِ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ রাত্রি বেলায় কোন ফল বা ফসল কাটতে নিষেধ করেছেন। (বায়হাক্বী, হাদীস ৭৭৬০)

উক্ত হাদীস বর্ণনাকারী জা'ফর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ আমার ধারণা এ নিষেধাজ্ঞা এ জন্যই যে, যেন কাটার সময় গরিবরা উপস্থিত থেকে কিছু সাদাকা পেতে পারে।

৩৩৭. কুর'আন মাজীদ নিয়ে কারোর সাথে যে কোনভাবে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া:

আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقُرْآنِ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ কুর'আন মাজীদ নিয়ে কারোর সাথে যে কোনভাবে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৬৮৭৩)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تُجَادِلُوا فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّ جِدَالاً فِيهِ كُفْرٌ

অর্থাৎ তোমরা কুর'আন নিয়ে পরস্পর ঝগড়া করো না। কারণ, কুর'আন নিয়ে ঝগড়া করা নিশ্চয়ই কুফরি। (ত্বায়ালিসী, হাদীস ২২৮৬ বায়হাক্বী/শু'আবুল্-ঈমান, হাদীস ২২৫৭)

৩৩৮. বিষাক্ত, নাপাক, হারাম কিংবা ঘৃণ্য কোন বস্তুকে ওষুধ হিসেবে সেবন করা:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ يَعْنِيْ السُّمَّ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নাপাক ও ঘৃণ্য তথা বিষাক্ত ওষুধ সেবন করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৭০ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৫২৩)

ও'য়াইল্ বিন্ 'হুজ্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা ত্বারিক বিন্ সুওয়াইদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী ﷺ কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে তা সেবন করতে নিষেধ করেন। এরপর আবারো তিনি এ সম্পর্কে নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে আবারো তা সেবন করতে নিষেধ করেন। অতঃপর তিনি বললেন: হে আল্লাহ্'র নবী! এটা তো ওষুধ। তখন নবী ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

لاَ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ

অর্থাৎ না, তা ওষুধ নয়। বরং তা রোগই বটে। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৭৩)

উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য কোন চিকিৎসা রাখেননি। (বাইহাক্বী, হাদীস ১৯৪৬৩ ইব্নু হিব্বান খণ্ড ৪ হাদীস ১৩৯১)

৩৩৯. কোন দুধেল পশু যবাই করাঃ

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুধেল কোন পশু যবাই করতে নিষেধ করেছেন। (স্বা'হীহুল-জা'মি', হাদীস ৬৮৮৪)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক আন্‌সারী সাহাবীর বাড়িতে মেহমান হলে তিনি একটি ছুরি হাতে নিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য একটি ছাগল যবাই করতে উদ্যত হলে তিনি তাঁকে বললেনঃ

إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ

অর্থাৎ সাবধান! কোন দুধেল পশু যবাই করো না। (ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ৩২৪০)

৩৪০. কোন প্রাণীর মূর্তি ঘরে রাখা ছবি উঠানো কিংবা ঘরে টাঙ্গানোঃ

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الصُّوْرَةِ فِي الْبَيْتِ وَنَهَى أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে ছবি রাখতে এবং তা বানাতেও নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, হাদীস ১৭৪৯)

মূলতঃ ছবি তোলাই ছিলো মূর্তিপূজার প্রথম পর্যায়। শয়তান ইবলিস সর্ব প্রথম নূহ (আলাইহিস সালাম) এর সম্প্রদায়কে তাদের নেক্‌কারদের ছবি বা মূর্তি বানিয়ে তাদের মজলিসে স্থাপন করতে পরামর্শ দেয়। যাতে করে তাদেরকে স্মরণ করা যায় এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা যায়। পরবর্তীতে সে ছবি বা মূর্তিগুলোর পূজা শুরু হয়ে যায় এবং তারা কারোর লাভ বা ক্ষতি করতে পারে এমনও মনে করা হয়। এ পরিণতির কথা চিন্তা করেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছবি তুলতে নিষেধ করেছেন এবং ছবি উত্তোলনকারীরাই কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্ব কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা আল্লাহ্

তা'আলার সৃষ্টির ন্যায় কোন কিছু বানাতে চায়। (বুখারী, হাদীস ৫৯৫৪ মুসলিম, হাদীস ২১০৭ বাগাওয়ী, হাদীস ৩২১৫ নাসায়ী : ৮/২১৪ বায়হাক্বী : ২৬৯)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্ব কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা (বিনা প্রয়োজনে) ছবি তোলে বা তৈরি করে। (বুখারী, হাদীস ৫৯৫০ মুসলিম, হাদীস ২১০৯)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِيْ النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَتُعَذِّبُهُ فِيْ جَهَنَّمَ

অর্থাৎ প্রত্যেক ছবিকার ও মূর্তি নির্মাতা জাহান্নামী। প্রত্যেক ছবির পরিবর্তে তার জন্য একটি করে প্রাণী ঠিক করা হবে যে তাকে সর্বদা জাহান্নামের মধ্যে শাস্তি দিতে থাকবে। (মুসলিম, হাদীস ২১১০)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِيْ الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন ছবি আঁকে বা মূর্তি বানায় কিয়ামতের দিন তাকে সে ছবি বা মূর্তিতে রূহ্ দিতে বলা হবে। কিন্তু সে কখনোই তা করতে পারবে না। (বুখারী, হাদীস ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২ মুসলিম, হাদীস ২১১০ বাগাওয়ী, হাদীস ৩২১৯ নাসায়ী : ৮/২১৫ ইব্নু আবী শাইবাহ্ : ৮/৪৮৪-৪৮৫ আহ্মাদ্ : ১/২৪১, ৩৫০ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১২৯০০)

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ، وَإِنَّ الْمَلَآئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيْهِ الصُّوْرَةُ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ সকল মূর্তি নির্মাতা ও ছবিকারদেরকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে: তোমরা যা বানিয়েছো তাতে জীবন দাও। কিন্তু তারা কখনো তা করতে পারবে না। নিশ্চয়ই ফিরিশ্তারা এমন ঘরে প্রবেশ করেন না যে ঘরে ছবি বা মূর্তি রয়েছে। (বুখারী, হাদীস

২১০৫, ৫৯৫৭ মুসলিম, হাদীস ২১০৭)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ، فَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُـــوْا ذَرَّةً، وَلْيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً

অর্থাৎ সে ব্যক্তির ন্যায় জালিম আর কেউ হতে পারে না? যে আমার সৃষ্টির ন্যায় কোন কিছু বানাতে চায়। মূলতঃ সে কখনোই তা করতে পারবে না। যদি সে তা করতে পারবে বলে দাবি করে তাহলে সে যেন একটি দানা, একটি অণু-পরমাণু এবং একটি যব বানিয়ে দেখায়। (বুখারী, হাদীস ৫৯৫৩, ৭৫৫৯ মুসলিম, হাদীস ২১১১ বায়হাক্বী : ৭/২৬৮ বাগাওয়ী, হাদীস ৩২১৭ ইব্নু আবী শাইবাহ্ : ৮/৪৮৪ আহ্মাদ্ : ২/২৫৯, ৩৯১, ৪৫১, ৫২৭)

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে উক্ত নিষিদ্ধ কর্ম সমূহ থেকে সর্বদা বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সূচিপত্রঃ

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ

সমাপ্ত